একাকিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়।

সুষুপ্তা ধরণী ঘোর তামস-রাশিতে আবৃত হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, বায়ুর প্রতিঘাতে নদী-গর্ভস্থ জল-সমূহ প্রবল-বেগে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, বৃষ্টির প্রতিধ্বনি মেঘের গভীর গর্জ্জনের সহযোগী হইয়া নিরাশ্রয় পথিকগণের চঞ্চল হৃদয় আরও ব্যাকুলিত করিতেছে, নিশীথ সময় হেতু জগৎ গম্ভীর,—ঝিল্লি-গণের রবে দশ দিক্ শব্দায়মান, মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদির শব্দ মাত্রও নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে হিংস্র জন্তুগণের চীৎকার রব শুনা যাইতেছে।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে, এই ভয়াবহ সময়ে কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ অর্ব্বলী পর্ব্বত সন্নিহিত বন-প্রবাহিনী স্রোত-স্বতী তীরস্থ নিবিড়ারণ্য মধ্যে একবার দ্রুতবেগে যাইতেছে আবার দণ্ডায়মান হইতেছে। অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যেন অন্ধকারে পতিত হইয়া পথ অলক্ষিত হওয়ায় বিদ্যুতালোক জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং বিদ্যুতালোকে পথ পরিদৃষ্ট হইলেই পুনরায় গমন করিতেছে।

সৈনিকগণ কিছুকাল এই প্রকার দুর্বিসহ কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতে যাইতে, হঠাৎ অগ্রবর্ত্তী সৈনিক পুরুষের অশ্ব দণ্ডায়মান হইল। অশ্বারোহী বীরপুরুষ, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, অশ্বের দণ্ডায়-মানের কারণানুসন্ধানে দেখিলেন, সম্মুখে স্রোতস্বতী কল কল রবে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। ক্রমে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ একত্রিত হইলে, বীরপুরুষ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমরা এক্ষণে বিপদগ্রস্ত, বিপদ সম্মুখে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার উপায় স্থির করা আবশ্যক। একে এই অবিশ্বাসী রাত্রি, তাহাতে বৃষ্টি এবং বায়ুর প্রতিঘাতে শরীর অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে ও ক্রমশঃই আরও অবশ হইতেছে। অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া উঠিয়াছে। যদ্যপি নদী পার হইবার অপেক্ষায় বন মধ্যে প্রভাত পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে হয়, তবে যে প্রকার ঝড়বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এই বন মধ্যে অদ্যই আমাদিগকে দৈব-দুর্বিপাকে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। জীব-সমাগম পরিশূন্য বনমধ্যে নিশীথ সময়ে বহুজন সমাকীর্ণ স্থানের ন্যায় কোলাহল হইতেছে, ইহার বিবরণ জানিতে কে সাহস করে, ও কাহারই বা আবশ্যক? যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঐশ্বরিক সাধনায় প্রাণ সংকল্প করিয়াছেন ও যাঁহার মন পরদুঃখে কাতর, ইহা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত।"

নদীর অপর পারে বনাকীর্ণ স্থানে এক দয়ালু সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সন্ন্যাসী ৭০। ৭৫ বৎসর বয়স্ক, সুন্দর বর্ণ, ঘন শ্মশ্রু-ধারী, দেখিলে বোধ হয় যেন কোন সৎকুল-সম্ভূত মহানুভব মায়াময় পৃথিবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কিম্বা কোন অসহ্য ক্লেশের অধীনতা-শৃঙ্খল-ভার-বহনে অপারগ হইয়া স্বর্গীয় চিন্তার সুখা-নুভবাশায় শ্মশানাশ্রমাবলম্বন করিয়াছেন। মনুষ্য কোলাহল

সন্ন্যাসীর কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি কুটীরের বহির্ভাগে আসিলেন এবং শব্দানুসরণে অনুভবে জানিতে পারিলেন, নদীর অপর পারে কতকগুলি মনুষ্য বিপদগ্রস্ত হইয়া আশ্রয়ান্বেষণ করিতেছে। উপরে চাহিয়া দেখিলেন শূন্যদেশ নিবিড় নীল জলদমালায় পরিবৃত। বায়ুর বেগ ও বৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছিল। এক্ষণে ঝড় প্রবল বহিতেছে। বৃষ্টিধারা সবেগে পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিতেছে। যেন প্রলয় কাল উপস্থিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী একে দয়ার্দ্রচিত্ত তাহাতে আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান বানপ্রস্থের প্রধান ধর্ম্ম। নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণ অকারণে নদীতীরে কষ্ট পায় দেখিয়া সন্ন্যাসী একখানি ক্ষুদ্র নৌকারোহণে ধীরে ধীরে এ পারে জনতার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একজন সজ্জিত যুবক বহুল সৈন্য সঙ্গে বনের ধারে অবস্থিতি করিতেছেন। সৈন্যেরা নানা স্থানে ছত্রভঙ্গ হইয়া কতক বা বনমধ্যে বৃক্ষাশ্রয়ে দাঁড়াইয়া বৃষ্টির নিকট কিঞ্চিত পরিমাণে মুক্ত হইতেছে ও কতক নদীগর্ভের বালুকাময় স্থানে দাঁড়াইয়া বৃষ্টির বেগ ও অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতেছে। সন্ন্যাসী যুবক বীরপুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"বৎস! আমি একজন সামান্য উদাসীন মাত্র। যদ্যপি তোমরা নিঃসন্দেহ চিত্তে আমার যৎসামান্য পর্ণকুটীরে যাইয়া দুঃসময়ের হস্তে মুক্ত হও, তবে আমি সাতিশয় সুখী হইব।" সন্ন্যাসীর বাক্যে সকলের আশা-প্রদীপ পুনঃ প্রজ্বলিত হইল। বীরপুরুষ কৃতজ্ঞতাসহকারে সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,

"ভগবন! সৈন্য, সামন্ত, ঘোটক প্রভৃতি লইয়া কি প্রকারে নদী পার হইব তাহার উপায় দেখিতেছি না, অথচ নদী পার না হইলে আপনার আশ্রয়েই বা কি প্রকারে যাইয়া প্রাণ রক্ষা করি?"

সন্ন্যাসী মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন,

"কল্যাণভাজন! তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই; সকলে আমার সঙ্গে আইস, নদীপারে যাইবার অন্য গুপ্ত পথ আছে। পুরাকালে ক্ষত্রিয়বংশীয় মহারাজ দিলীপ সিংহ সর্ব্বদা বন্যজাতিদিগের উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এই নদীর উপরে বৃহদারণ্য মধ্যে একটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কখন কোন শত্রুকে হঠাৎ ও অল্প সময় মধ্যে আক্রমণ করা আবশ্যক হইলে, ঐ গুপ্তপথ অবলম্বন করিতেন; কিম্বা তাঁহার রাজধানী শত্রু বেষ্টিত হইলে রাজমহিলা-গণকে নদীর অপর পারে কোন নির্দ্দিষ্ট রাজস্থানে পাঠাইয়া রক্ষিত করতঃ নির্ব্বিঘ্ন হইতেন। শত্রুগণ সে পথ জানিত না, তাহাদের পক্ষে দুরাক্রমণীয় হইত, কিন্তু দিলীপ সিংহ এই সুবিধায় দুই দিবসের পথ এক বেলায় যাতায়াত করিয়া শত্রুগণকে চমৎকৃত করিতেন। ঐ সম্মুখস্থ বৃহদ্বনে দিলীপ-সেতু।"

বীরপুরুষ যোগীর নিকট সেতুর ইতিবৃত্ত শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ও সৈন্যগণকে সেই গুপ্ত পথরেখা দেখাইয়া দিয়া যোগীর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলময় নদী সেতু পার হইয়া অপর তীরে মহর্ষির কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কুটীর খানি চতুর্দ্দিকে বহুল বৃহদাকার বৃক্ষ সমূহ দ্বারা ঘন বেষ্টিত। যদিও ইহার আয়তন ক্ষুদ্র বটে কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইল না। সৈন্য সকল জগৎপাতার অপরিসীম কৌশল-সৃজিত আচ্ছাদন-স্বরূপ বিটপী শ্রেণীর আশ্রয়ে থাকিয়া এবম্বিধ দুঃসময়ে কালাতি-পাত করিল। যোগীবর তাঁহার পবিত্র কুটীর-সঞ্চিত ফলমূল দ্বারা বীরপুরুষকে আতিথ্য করাইয়া কুটীরস্থ একটি নিভৃত স্থানে বিশ্রামার্থ লইয়া গেলেন ও বহুক্ষণ নানাবিধ শাস্ত্রবিষয়ক, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, যুদ্ধোদ্ভাবিনী চিন্তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সদালাপে

সময় ক্ষেপণ করিয়া সম্মান সূচক স্বরে অথচ কুণ্ঠিত ভাবে কৌতূহল দূরীকরণ জন্য বীরপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলেন। বীরপুরুষ কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত কহিলেন,

"যদিও আত্মকার্য্য অসম্পন্ন থাকিতে পরিচয় দেওয়া রাজপুত রীতি বিরুদ্ধ, তথাচ সহস্রাধিক গুপ্ত কারণ সত্ত্বেও মহাত্মার নিকট প্রকাশ করিতে বাধা নাই। আমি যোধপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ যশোবন্ত সিংহের একমাত্র পুত্র অজিত সিংহ। সম্রাট সাহাআলম পিতার পরম মিত্র জয়পুরাধিপতির রাজ্যের নানা স্থানে অত্যাচারারম্ভ করিয়াছে, তৎজন্য মোগল বিপক্ষে জয়সিংহের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে গমন করিতেছি। ঝড় বৃষ্টির কিঞ্চিন্মাত্র বিরাম হইলেই আমাকে গমন করিতে হইবে।"

যুবকের পরিচয়ে যোগীর রক্তবর্ণ চক্ষে জল আসিল। বোধ হইল, যেন কোন অভাবনীয় কারণে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু সতর্কতার সহিত ক্রন্দনোৎফুল্ল নয়ন-বারি সম্বরণ করিয়া দুঃখ মিশ্রিত আহ্লাদের সহিত কহিলেন,

"আনন্দ নিকেতন! আত্মপরিচয়ে তুমি আমাকে সুখদুঃখে ভাসাইলে। কিন্তু অধিক ক্ষণ তোমায় দেখিয়া বহুকাল স্বজন পরিত্যক্ত বনবাসীর হৃদয় আনন্দোৎসব করিতে পারিবে না এতদ্ধেতু বিষম বিষাদ উপস্থিত হইল। রাত্রি অধিক নাই; এত ক্লেশের পর এই দণ্ডেই গমন না করিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত এই স্থানে শ্রান্তি দূর কর।"

অজিত সিংহ যোগীর মনোভাব গোপন ও বহুকষ্টে ক্রন্দন সম্বরণ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাহার কারণ কি কেনই বা যোগীর চক্ষুর্দ্বয় আমার কথায় অশ্রু পতনোন্মুখ হইল তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এবং তদ্বিষয়ে কিছু না ভাবিয়া

সহজ ভাবে সরল মনে যোগীর কথায় উত্তর প্রদান করিলেন, "ভগবন্! জয়পুরের সাহায্যার্থে গমন করিতেছি, বিলম্ব হইলে জয়সিংহ মদীয় অমনোযোগিতা মনে স্থান দিতে পারেন।"

সন্ন্যাসী। "এ রাত্রে যাওয়া ও প্রত্যূষে যাওয়া সম ফলদায়ক।"

অজিত সিংহ। "না হইলেও—সাধু বাক্য।"

সন্ন্যাসী। "তোমার মঙ্গলই আমার প্রার্থনীয়।"

অজিত সিংহ। "প্রভু! বয়সের অধঃপতন অথবা প্রবীণতার ন্যূনাধিক্যেও আত্মার বিবিধ পরিচালক গতির চক্রে মনুষ্যচিত্তও উদাস হয়। দাস একান্ত কুতূহলী হইয়া দেব সমীপে যদ্যপি জিজ্ঞাসু হয়, তপাচারী হইবার কারণ কি, তবে কি অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া চরিতার্থ করিবেন? আপনার আকৃতি ও দয়ালুতার পরিচয়ে এবং তেজ পরিপূর্ণ ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন কোন্ অভাগ্যবতীর ক্রোড় শূন্য করিয়া নিবিড়ারণ্যের শ্রী সম্পাদন করণার্থ তাপসরূপে বনমধ্যে পবিত্রাশ্রয়াবলম্বন করিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী। "রাজপুত শ্রেষ্ঠ! তুমি বীরপুরুষ। বীরহৃদয় কোন ভাবনার আয়ত্তাধীন নহে। কেবল যুদ্ধ বিগ্রহের উপায় উদ্ভাবন ও তাহারই উচিতানুচিত ভাবনা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা নাই। সুতরাং পবিত্র সরল মনে কিছুই জানিতে পার না। মনুষ্যের মনের গতি নিতান্ত অস্থায়ী, কখন কোন্ দিকে ধাবিত হয় তাহা অনিশ্চিত। বিশেষতঃ মনুষ্য পৃথিবীতে অস্থির শরীর ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সংসার জালাবৃত হইয়া মায়া, লোভ, হিংসা প্রভৃতির বশীভূত হইয়া স্বতঃই নানা প্রকার পাপে লিপ্ত হইয়া কলুষিত হইতেছে। পৃথিবী শোক দুঃখের ভার বহনে, অত্যাচারীদিগের কুব্যবহারে নিতান্ত ক্লান্তা, পাপপঙ্কে মনুষ্যহৃদয় শান্তি-বারি শূন্য, পরহিংসা, পরদ্বেষ, অকারণ রক্তপাত প্রভৃতিতে পরিপ্লুত

হইয়া সুখময়ী পৃথ্বী এখন দুঃখের আকর স্বরূপা হইয়াছেন। রাজতনয়! এই সমস্ত কারণেই বনচারী হইতে হইয়াছে। যদি জগদীশ্বর ক্ষণকালের নিমিত্তও মনের গুহ্য ব্যক্ত করিবার শুভ সময় প্রদান করেন, এক নিমিষের জন্যও ভারতে স্বাধীনতা-রত্ন দান করেন, আন্তরিক ব্যথা সমস্তই জানিতে পারিবে, এখন বলিতে অক্ষম হইলাম। দুঃখিত হইওনা,—আশীর্ব্বাদ করি বিজয়-লক্ষ্মী রণস্থলে অভাগিনী ভারতের দীন সন্তান বলিয়া তোমায় ক্রোড়ে করুন। রাত্রি আর নাই, একটু বিশ্রাম কর; আমি পুষ্পান্বেষণে চলিলাম।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কুমারের নিদ্রা হইল না। ক্ষণ বিলম্বে রাত্রি প্রভাত হইল। রাজকুমার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন ও কুটীর দ্বারে যাইয়া সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে অনুমতি দিয়া বনমধ্যে প্রকৃতির শোভা দর্শনে গমন করিলেন। তপোবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুমার পর্য্যায় ক্রমে এ বন হইতে অন্য বন দর্শনে কুতূহলী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বনের আশ্চর্য্য শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে অনেক বন অতিক্রম করিয়া একটি অতি মনোহর স্থানে উপনীত হইলেন। স্থানটি দেখিলে বোধ হয় যেন ঋতুরাজ ত্রৈলোক্য বিজয় মানসে বন মধ্যে আগমন করিয়া প্রভাব বৃদ্ধির নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। মনোহর উদ্যান, চতুর্দ্দিকে ঘন বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-রাজি পরিবৃত বৃক্ষ শ্রেণী মধ্যে প্রশস্ত মৃত্তিকা রচিত সুন্দর পথ। স্থানে স্থানে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণ বহু কুসুম রাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। তদুপরি প্রভাত মধুলুব্ধ মক্ষিকা সকল দলে দলে ভ্রমণ করিতেছে, বসিতেছে, উঠিতেছে, কখন বা গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতেছে। প্রভাত

বায়ুর মন্দ মন্দ হিল্লোলে পুষ্প ভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা সকল দুলিতেছে। উদ্যান মধ্যস্থলে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত লতা মণ্ডপ অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা পুষ্প ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তাহার ধারে ধারে রোপিত সপুষ্প গুল্ম সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হেলিয়া দুলিয়া আদরে খেলা করিতেছে। বৃক্ষ সকল ফল ভরে অবনত হইয়া যেন জগৎস্রষ্টাকে নমস্কার করিতেছে। বৃক্ষ-শাখায় কোকিলাদি বিহঙ্গমেরা সুললিত স্বরে গান করিতেছে, ময়ূর ময়ূরীগণ পুচ্ছ হেলাইয়া নৃত্য করিতেছে। দূর হইতে বার-ম্বার চাতকগণের নীলাম্বরাম্বু প্রার্থিত কাতর কণ্ঠরব শুনা যাই-তেছে। সম্মুখে সরোবর কিন্তু দেখিলে বোধ হয় পদ্মবন। কৃষকেরা পরিশ্রম সহকারে কর্দ্দম ভূমিতে ধান্য রোপণ করিলে ঐ ধান্যের বৃক্ষসকল যৌবনাবস্থায় যেমন দর্শকগণের আনন্দ-বর্দ্ধন করে, সেইরূপ রক্ত, নীল, পীত ও শ্বেতবর্ণের উৎপল সকল এরূপ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয়, ইহার রক্ষকও বহুতর আয়াস স্বীকার করিয়া পদ্মবন প্রস্তুত করিয়াছে। পদ্মগুলির সৌন্দর্য্যাপেক্ষাও ইহাদের অবস্থা আরও চিত্তাপহারক। কিন্তু সকলের অবস্থা অবশ্য সমান নহে। ইহার মধ্যে কেহ বড় লোক উচ্চ পদস্থিত, কেহবা ছোট লোক নিম্নপদস্থিত। যিনি উচ্চ শ্রেণীভুক্ত তিনি গভীর জলে বাস করেন; মনে কোন ভয় নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া গভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। হঠাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির স্বভাবও সঙ্গেসঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ধত প্রকৃতি ধারণ করে। বিশেষতঃ মূলে দোষ থাকিলে আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়; অতএব যাহার উৎপত্তি পঙ্কে তাহার আর কতই স্বভাবের মলিনতা দূর হইবে? কাজে কাজেই অনেক

জলে বাস করেন বলিয়া মনে মনে ভাবেন আমিই ইহাদের মধ্যে সুখী ও বড়। অপর স্বজাতীয়গণকে দেখাইতেছেন, আমি বড় লোক সুতরাং গম্ভীর। ইহা ধারণা নাই যে, অভিন্ন পদার্থে এক আধারে সাধারণের কারিকরে গড়িয়াছে! অহঙ্কারে মুখে হাসি নাই,—হাসিলে পাছে লোকে লঘু জ্ঞান করে। চক্ষে কিছুই ভাল লাগে না—দরিদ্র বন্ধুগণকে দেখিয়াও দেখেন না—বরং অলক্ষিত হইবার চেষ্টা করেন—জানি কি—যদিই কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। যিনি নিম্ন শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ অল্প জলে আছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বন, জঙ্গল, অবিলম্বেই মনুষ্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইবেন বলিয়া বিমর্ষমনে নিকটবাসিনী প্রতিবেশিনীদিগের ভর্ৎসনা সহ্য করিতেছেন। গাছের পাতা পড়িলে, জল নড়িলে, বায়ুর শব্দ হইলে, ভয়ে মাতৃক্রোড়ে মুখ লুকাইতেছেন। যাঁহার বড়লোকের বাড়ীর নিকটে বাস, তোষামোদে বিশেষ পটু, তিনি পর অনিষ্টে সুখী। স্বজাতির দুঃখ ও ম্লানমুখ দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য করিয়া থাকেন, গাত্র হেলাইয়া দুলাইয়া দেখান আমার কোন ঝঞ্ঝাট নাই; আবার মনে মনে স্থির করিয়া থাকেন আমি অতি বুদ্ধিমান—কাহারও কিছু বাধিলে দুইদিগে তাল রাখি, পরের জোরে জোর, সকলেই ভয় করে, মধ্যস্থলে থাকিয়া সে ব্যাটাকেও নষ্ট করি, এ ব্যাটাকেও কষ্ট দিই, ইহা অপেক্ষা আর কি সুবিধা?

কেহ পতি আগমনে সন্তোষচিত্তে প্রাতঃসমীরণে ভর দিয়া নৃত্য করিতেছেন, কেহবা পতিকিরণ বঞ্চিত,—অধিক দূরে সরোবর কোণে, ঝোপের আড়ালে মনের দুঃখে অবিরত কাঁদিতেছেন। কি করিবেন? অনেক স্ত্রীর স্বামী গুলি এই রকমই এক চকো—কেবল আত্ম সুখেই সন্তুষ্ট পরদুঃখত ভোগ করিতে

হয় না। যিনি পতিপ্রেম সোহাগিনী, তিনি সকলের পানে হেলিত নয়নে চাহিয়া দেখিতেছেন; আর মধ্যে মধ্যে আহ্লাদে উলম্ফন করিয়া সলিলপৃষ্ঠে নৃত্য করিতেছেন।

কেহ কেহ কলহপ্রিয়, সামান্য সূত্র পাইলেই কলহ বাধায়; আপনি হেলিয়া দুলিয়া যাইয়া অপরের গায় পড়িতেছে। সে সহ্য করিবে কেন? রাগান্ধ হইয়া পাড়ার দুই চারি জন প্রতিবেশীকে একত্র করতঃ ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত করিতেছে। পবনদেব কলিতে পুরাতন মুণিঠাকুরের কার্য্য করিয়া থাকেন; হাসিতে হাসিতে আসিয়া দুই পক্ষকে ঠেলা মারিয়া আরও যুদ্ধ বাধাইয়া দিতেছেন।

যাঁহার প্রথম তরঙ্গ উঠিয়াছে অথচ পতি কাঙালিনী, তিনি ম্লান বদনে অগত্যা ষট্পদের নিকট দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করিতেছেন। ভ্রমর অকৃতজ্ঞ নহে; গুণ গুণ শব্দ করিয়া কথায় হুঁ দিতেছে। নলিনী থাকিয়া থাকিয়া জলমগ্ন হইতেছেন, পুনরায় অবগুণ্ঠনোন্মোচন করতঃ রক্তোৎপলভাররঞ্জিত বিকাসোন্মুখ অধরপ্রান্তে মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া প্রণয় কৌতুকে প্রিয় অলিদেহে ফুলশর বিদ্ধ করিতেছেন।

যাঁহার যৌবনাভিনয়ের শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়া যবনিকা পতিত হইয়া গিয়াছে তাঁহার ভয় কি? উচ্চাভিলাষের যথেষ্ট সাধ পূর্ণ হইয়াছে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনার স্তরে স্তরে পাপরাশি বিস্তৃত করিয়া বসিয়া আছেন, শেষ রক্ষাটা আবশ্যক ভাবিয়া কিঞ্চিত ভক্তি দেখাইবার মানসে, ঊর্দ্ধ মুখে মুদিত নেত্রে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছেন।

যিনি রঙ্গভূমির প্রথম দৃশ্যে পদার্পণ করিয়াছেন, সদা সশঙ্কিত চিত্তে কার্য্য করিয়া থাকেন অথচ ইচ্ছা টুকু বিশেষ

রূপে মনে জাগিতেছে; কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ মুখ বাহির করিয়াই তখনি ভয়ে ও লজ্জায় সলিলে লুকাইতেছেন। তন্মধ্যে যিনি অধিক সাহসী, সাংসারিক ভাবগতিকে ও কার্য্যে বহুদর্শী, তিনি অনেক প্রকার পন্থার আস্বাদন জানেন; পবিত্র হৃদয়া অবলাগণের কৃতান্তস্বরূপ কুমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার শিক্ষা দাত্রী স্বদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করণাভিপ্রায়ে সঙ্গে সঙ্গে মস্তক হেলাইয়া "কোন ভয় নাই;" "কোথা যাও?" "এসনা?" "ভয়কি?" বলিয়া ডাকিয়া আনিতেছেন। তিনি করেন কি, বিশেষতঃ উদরে ক্ষুধা, দুইবার সাধিল বলিলাম "যাইবনা," চারিবার সাধিল বলিলাম "যাইবনা," পাঁচবারের বারত যাইতেই হইবে; পরে যদ্যপি নাই সাধিল? তখন বড় মস্‌কিল! লোকের নিকট ছাপাই থাকিল; যদি কেহ বলে বলিবেন "ও আমাকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে কি করিব?" তিনিও মাথা তুলিলেন।

প্রভাত সমীরণ দোলিত পদ্মপত্র ও শৈবাল সমাচ্ছন্ন পদ্মবন, জল শোভা এবং প্রকৃতির অপরূপ রঙ্গ দেখিতে দেখিতে কুমার অজিত সিংহ পুলকিতান্তঃকরণে বন মধ্যে সুখে পর্য্যটন করিতেছেন। হঠাৎ অস্পষ্ট লক্ষিত বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের রন্ধ্র দিয়া সূর্য্যালোক আসিয়া প্রকৃতির গাম্ভির্য্যময়ী শোভা সম্পাদন করিল।

রাজকুমারের মনে জয়পুর গমনের কথা স্মরণ হইল; তিনি অতি ব্যস্তে যোগীর কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন ও সৈন্য-গণকে শ্রেণীবদ্ধ হইতে কহিয়া, সন্ন্যাসী সমীপে বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুমতি লইয়া ত্বরায় জয়পুরাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন।

এখন ঝড় বৃষ্টির সমতা হইয়াছে। সূর্য্যদেব কথঞ্চিত ম্লান-কিরণ, মলিন আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু

এখনও প্রকৃতির ভীষণতা অপনীত হয় নাই। এখনও আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে ভয় হয়। এখনও আকাশ দেখিলে প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির ছায়া হৃদয় দর্পণে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পবিত্রালাপ।

দিল্লীনগরীর উত্তরপশ্চিমে প্রান্তরের পার্শ্বস্থ রাজপথের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র মধ্যে বৃক্ষের ছায়ায় দুইজন বঙ্গদেশীয় ইতর মুসলমান শ্রমকাতর হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। বাদশাহের সেনাপতি কিছুকাল পূর্ব্বে যখন বঙ্গদেশ অধিকার করিতে গমন করেন, তখন তত্রত্য ইতর লোকদিগের হীনতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া দিল্লিবাসীগণের মনোরঞ্জনার্থ তাহাদের কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। এস্থানে আসিয়া ঐ সকল মানবগণ কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। রাজপথে, ঘাটে, মাঠে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। পৃথিবী জ্বলন্ত অনলরূপ ধারণ করিয়াছে, সূর্য্যের সুবর্ণকরে দিন দীপ্তিমান হইয়াছে, উজ্জ্বলকরে পৃথিবী অগ্নিময়ী, কোন স্থানই শীতল বলিয়া বোধ হইতেছে না। দরিদ্র

লোকের বড় কষ্ট, গাছের তলা, মাঠের হাওয়া, উত্তপ্ত কলসীর জল ভিন্ন উপায় নাই। তাহারা ভাবিয়াই বা কি করিবে, কাজে কাজেই সহ্যগুণে পার পাইয়া আছে। যদি ভাবিলে বড় লোকের অট্টালিকা, খস্‌খসের উপর জলের ছিটে, টানা পাকার হাওয়া, ফিল্‌টার করা ডিস্‌টিলড্‌ ওয়াটার, প্রস্তর ঘাট, বরফসংযুক্ত সরবত্‌, পম্পখাটে শীতলপাটী, শ্বেতপ্রস্তরের টেবেলে স্বুবর্ণ ডিবায় আতর-লেপিত তাম্বুল, ১০। ১৫ ফিট লম্বিত সট্‌কার নলে মুখ, মৃদু মৃদু টানে বট্‌তলার খাম্বিরা তামাকের ধুম, উপযুক্ত খান্‌সামার গাত্র মর্দ্দন কৌশল প্রভৃতিতে আত্মসুখানুভব করিতে পারিত, তাহা হইলে ভাবিলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহা হইবেনা ভাবিয়া, চাষা ভাইরে গাছ্‌তলায় বসিয়া স্বভাবের বায়ুসেবনে অট্টালিকাবাসী অপেক্ষা সুখানুভব ও আহ্লাদিত মনে দুইজনে প্রাণ খুলিয়া তাহাদের চাষাড়ে গল্প করিতেছে। ভদ্রলোকের যে এ গল্প শুনিলে কোন ক্ষতি আছে তাহা নাই, বরং শুনিলে তাহাদের সরল মনের পরিচয়ে অনেক কুটিল মনেরও ময়লা ছাড়িতে পারে। বিশেষতঃ ইহাদের কথা বার্ত্তা অতীব আনন্দদায়ক ও হাস্যজনক।

১ ম কৃষক। প্যানাউল্লো চাচা আর এক হবুই শুনিচিস্‌? হাঁ্াদুগারের সোঙ্গে নাকি বাদ্‌সাজো লড়ুই লাগ্‌বে? তাইতে চাপ্‌দেড়্যে সিপুইগুণো নোজ্‌ নোজ্‌ হুই মাটের মদ্দি ঘোঁড়া নিয়ে হ্যাই ঠেলা ঠেলী নেইগে দেয়। বাপুরে এ মাট গুণো যেন এড়া ভাঁয়েসের জো দাব্‌ড়ায়ে বেড়ায়। স্যাকোন্‌ ত্যারোওয়াল খুলে খুলে হিড়াক্‌ নাগে ঠিক যেনো মোদেড় স্যাই কুলে দাম্‌ড়া জোড়াডার ন্যাকালী দাপ্‌ড়ে দাপ্‌ড়ে হুঁকরিয়ে বেড়ায়। মুইত বাবু তাদের আস্‌তি দ্যাকেই নাঙ্গোল টাঙ্গোল

ক্যালে বোন বাতাড় ভ্যাঙ্গে পেইলে আসি। আচ্ছা চাচাজী! তুইয্যা কোন লবাববাড়ী কাম্ কোত্তিস্ এসব দ্যাকে শুনে তুই ভয় খাতিসনে।

২য় কৃষক। আগে আগে বড়াএটা ভয় কত্তোনা; যাতাম আর গরুনিয়ে মাটে চোলে আস্তাম্; আবার সাঁজের খোন গরু খোয়াড়্যে পুরে দিইই বাড়ী আসতাম; মোড়ে ন্যাগাল পোতোনা বুলিই কিচু বুলতী পাত্তোনা। এদানী সব সিপুই ভাইরে মোরে দ্যাকুলিই দাঁত কিড়মীড় কোরে শালা বুলে বুলে গাল দিয়ে মাত্ত্যে আস্তো কেন্তু মুই পের-থোমে ঝটিক হিড়কোতাম্না। ত্যাবে য্যাকোন বড্ডা পানায়ের গুতোডা পাতাডা মাত্তো ত্যাকোন ভয়ে চেঁইচে ওটতাম। বা-বুরে! সুমুন্দীদের হাতগুলো জ্যে আকাটা যেন নাঙ্গোলের ফাল। মোদের এই ন্যাঙ্গলা হাতয়িই চ্যাপে ধোত্তো আর শুকনো ঘুঁটেরজো গুঁড়ো কোরে দিতো। শালারা য্যাকন বোড্ডা রুকে মুকে মাত্তো দ্যাকুলাম আর ছাড়েনা, ভাবতাম্ বুজি এবার দানা পানীর বরাতটা ম্যারেদেলে কেন্তু য্যাই এটু এড়া দিত অমনি পিট্ঝাড়া দিতি দিতি দুম দাম্ কোরে পেইলে অ্যাসে বাঁচতাম। রগ্চিলে প্যাটমোটা মেড়োবাদী গুণো বড্ডা ভালমানুষ। অত মারির ঠেলা নিতি না হলে এতদিন মোর হ্যাতো খানি (হাত দেখাইয়া) বুকির ছাতিডে হোতো। মোর আগেকাড় নুপ্টো দেকিলিতো? পান খালি দুই কস্ব্যায়ে নস পোড়তো, ঝাপটা কাটা চুলে ত্যাল মেইকে জাবুড় জুবুড় কত্তাম, নক্সোরদেয়া টোকা মাতায় দিয়ে পাঁচোন হাতে কোরে বেরুলী সোম্মাই একেবারে ধোম্নি ধোম্নি কোত্তো। নোজ্ নোজ্ মারখায়ী মোড় শড়ীল যেন পোড়া কাট হোয়ে গিয়েচে আর হাত পা যেন সব

কোণেই খাঁড় হোয়ে থাকে। তাইতে মুইও একোন আর নবাব বাড়ী যাইনে; নুইকে নুইকে থাকি। মোর বদোলে, একোন লবাই গিয়ে বাহাল হোয়েচে; সুমুন্দী দিন ক্যাতেক পাদান খ্যায়ে ন্যাজতুলে পেইলে আসপে। মোর গাই বুকীর ছাতিডে এমন শক্ত তাই অত পাদানেও খাড়া ছেলাম, ল্যাবো দুদিনিই অক্কা পাবে।

১ম কৃষক। একোন ক্যানো নুইকে নইচিস্ বাদ্সার ম্যায়ের সাদির দিন্কী গায়েন শুন্তি যাবিনে? ক্যানো চাচারে এবার নিয়ে যাতি হোবে; কেন্তু এবার এক তাল গবোর সোঙ্গে কোরে নিয়ে যাব নইলি স্যাই দুপোর নেতের সোমায় বোড্ডা হ্যাড্ডা বেড্ডা বেইদে দেয়।

২য় কৃষক। গায়েন শুন্তী নুইকে যাবো? গবোর লিয়ে যাবি ক্যানো? গবোর কি হবে?

১ম কৃষক। আরে দুক্কির কথা বুলিস্ কি? সুমিন্দীদের ঠেলায় অস্থির বেইনে দ্যায়। সেবাড় ওদের সোঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়ে মারির কোপের চোটে পরাণ বের করি দেয়।

২য় কৃষক। কি হোয়েলো কি?

১ম কৃষক। আরে মহোরোমের দুপুরে মাতোনের দিন নেত্তিরে কালাচাচা, ফ্যারাতুল্লো কুপো আর তিন জোনে নবাব বাড়ী গায়েন শুন্তী গিয়েলাম। ফ্যারাতুল্লো চাচারে বাদসার বাড়ীর সোম্মাই চ্যানে আর মোদের মদ্দি এট্টা মান্যিমান নোক, দশ কুড়ো ভুঁইর জোত রাখে—একেবারে দুলতী দুলতী গিয়ে সোম্মাই ম্যালে আসোরের ধাড় জুড়ে বোস্লাম।—চারি দিকে কাটের সোব খাম্বা গাঁতে গাঁতে দিয়েচে, সব গোল গোল নাক্কারের ধুচ্নীর মদ্দি চ্যারাক জ্যালে জ্যালে দিয়েচে,

য্যানো জোনাকে পোকার ঝ্যাক্যালি জ্বলচে, সেগুণোতে আবার হাত লাগ্‌লি বাজে। সব শালের ছিল্‌কে গায় দিয়ে মেলাই ছায়েব বোসেচে, তা কালাচাচার নাকি দাড়ী জোড়াডা বাড্ডা জবোর ওনা কাটরার প্যাচোনে বোসে সেই তেহ্যাতে দাড়ী কাটরার মদ্দি একেবারে ভোরে দিয়েচে। ত্যাকোন আবার সব বতোলে কোরে গোঁদানে পানির ছিটে মাচ্চ্যেলো কেন্তু মোদের গায় পড়লি মোরা পুঁচে ফেলতি নাগ্‌লাম। এককোট এস্যে কালাচাচার দাড়ীতে য্যেই পোড়েচে; আর যাবি কোয়ানে? একেবারে ওয়াক ওয়াক করে ওঠেছে; আর লালপাগড়ী বাঁদা সিপুইরে এস্যে মোদের গলায় ত্যাড়ো ম্যারে ত্যাড়ো ম্যারে মোদের তেইড়ে দেলে। বাবুরে! কালাচাচা না বাইরে এসে হ্যাই ন্যাকারপাত কোরে ভেইসে দিতি ন্যাগ্‌লো; করি কি? আড়কোলা কোরে না নিয়ে গিয়ে গাঙ্‌ দেয়াড়ে প্যাড়ে ফ্যালে হ্যাই বালিদিয়ে ঠ্যেস্যে ঠ্যেস্যে দাড়ী ডলতী নাগলাম, তেবুকি শুমিন্দীর গোন্দো যায়! তার পড় গ্যাকোন সেই নোন্দকাড় নেত্তিড়ে গবোর খুঁজেনিয়ে অ্যাসে আচ্ছাকোরে দেড়িতে মেইকে পাণিদিয়ে ডোলে ডোলে ধোলাম ত্যাকোন ম্যেনো এটুকুনী বদ্‌বোটা গ্যালো! তাড়পর এসে ফিরে ফিটটী আবার আসোরের কাচে ঠ্যাসে বোসে গাএন শুনতী নাগলাম। খানিকনা গাএন শুনি ঘুম্‌চাপতী নাগ্‌লো, মোর কাচে গ্যাঁজে-ভরা খরসান তামুক ছিলো কোল্‌কে ভোরে স্যাজে কালাচা-চারে বল্লাম চাচা! এই পোয়ালের বিড়েডা ঐ ন্যাট্যাং-ঠ্যাংআর মর্দ্দি থেকে ধইড়ে লেতো? কালচাচা না উটে এট্টা নাট্যাংঠ্যাং ধোর্য্যে তার তুওর উটুকী না পেরে যেই তার ওপোরে কসে ঠ্যাসে ধোরেচে আর মটাস্‌ কোরে ভ্যাঙ্গে

গিয়েচে। হ্যাইনা সোব অ্যাসে কালা চাচারে যে বাবু পাদানডা দেলে চাচা একেবারে কাপড়ে চোপড়ে বাম্ভোরোম কোরে ফ্যাল্লে? মুইতো ঐ ঠল দেকিই দুড়ো চাড়েড্যা গুড়তো খ্যায়ে হেঁইপে অ্যাসে বাড়ী পলাম, তার পরে কালা চাচারে ছ্যাড়ে দিএলো কেন্নু. চাচা মোর সেই কোপানির পর আর গায়েন গুন্‌তী যাই নি। ফের এবার জাতী হোলে ওরে নিয়ে গিয়ে এট্টু ঠাণ্ডা কোরে গাএন শোনাতী হবে।

চাষাদের পরস্পর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একজন পাঠান সৈনিক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সৈনিক বোধ হয় অনেক দূর পর্য্যটন করতঃ রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া চাষাদের নিকট বৃক্ষের ছায়ায় বসিল। ক্ষণকাল শ্রান্তি দূর করিয়া ইহাদের নিকট কিঞ্চিৎ জল যাচ্ঞা করিল। ভোমর গাজী সৈনিককে দেখিয়া পর্য্যন্ত পলায়নের চেষ্টায় আছে, জল চাহিলে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে নিম্নস্বরে পানাউল্লাকে বলিল "চ মোরা পেলিয়ে যাই। সুমিন্দী ত্যারোয়ালের খুঁচো টুঁচো ম্যারি ম্যারে ফ্যাল্‌বে।" সৈনিক ভোমর গাজীর প্রতি সরল ভাবে তাকাইয়া বলিল,—

"থোড়া পানি মাঙ্গয়ে লানে সেকেগা?"

ভোমর গাজী মুখ কেঁচ্‌ মেচ্‌ করিয়া কম্পিতস্বরে বলিল,—

"আঁা আঁা কি বুলচো?"

সৈনিক একে পথশ্রান্তে কাতর তাহাতে পিপাসায় অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়াছে, অধিক কথা কহিতে পারে না—ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল,—

"এইউ সালা গিধ্বড় কাঁহেকা জলদী থোড়া পানি ল্যাও, ম্যাগার এক থাপোড়সে আঁধার হো জাগা? যাও। উঠ।"

ভোমরগাজী সৈনিকের এইরূপ রাগান্বিত চক্ষু ও কথার ভাবে ভীত হইয়া "না বাবা! মুই কিছুই না বাবা! ঐ বাবা!" বলিতে বলিতে পিছুতে পিছুতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

পানাউল্লা একাকা বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। পানাউল্লা আপনা আপনি বলিতে লাগিল;—

"সুমিন্দা তে ম্যারবেই তেবু ঝটিক হিড়্‌কোবো না, মুইও চুম্‌রে লেবো।"

সৈনিক ভোমর গাজীর পলায়ন দেখিয়া অপর পানাউল্লাও পলাইবে ভাবিয়া তাহাকে মৃদু শান্তস্বরে কহিল,—

"এই! তোম্ যাও থোড়া পানি ল্যাও বাবা।"

পানাউল্লা চাষা, সে উহার কিছুই বোঝে না। মনে মনে ভাবিল সেপাই হইলেই বুঝি সে সকলকে মারিয়া থাকে—প্রথমেই ভীত হইলে অধিক মারিবে ভাবিয়া রোকের সহিত কহিল,—

"কি তুই তেড়ী মেড়ী কত্তি লাগ্‌লি। মারবি বুল্লি মার দিকিনি।"

সৈনিক। "সব সালা গিধ্ধড় হ্যায়! কোই হামারা বাত সমজতা নেই। (১টী টাকা বাহির করিয়া) "লেও রূপেয়া লেও। জলদী যা কে এক লোট্টা পানি ল্যাও—আওর একঠো ফিন বক্‌সিস মিলেগা—যাও—"

পানাউল্লা। "হুল্লো! সুমুন্দীর নোক দ্যাকো এক বার, বড্ডা ট্যাকার মানুষ হোইচিস বুজিন! মোরা ট্যাকার কঁ্যাঙাল লোই—মোরাও দশ কুড়ো ভুঁইর জোমা রাকি। মোরাও মানিমান নোক। এই দ্যাখ ল্যাঙ্গোলে আইচি তেবু গঁ্যাজে ভরা বারো আনা আছে। (গেঁজে দেখাইয়া) আর জায়গা পাইনি একেলে এয়েচে খোট্টাই মারাতী। মেয়া ভাইরি ডাক্‌লী একবার দেক্‌বিনী কেন্তু।"

সৈনিক। "হারাম কো বাচ্চা—বাত শুনে নেই।" (ক্রমাগত মুষ্ট্যাঘাত)।

পা। "ওমা! ছ্যাড়ি দে। বুলচি ভালো ছ্যাড়ি দে। আর মার্‌লি নক্কে থাকুবেনা। ভাল হচ্চেনা কেস্তু। মেয়া ভাইরি ডাকুলী তোর সব্বনাশ হবে বুলচি।"

সৈনিক অতিশয় বিরক্তভাবে কৃষককে ছাড়িয়া রাজধানী অভিমুখে চলিয়া গেল ও অত্যন্ত তৃষ্ণাপীড়িত হওয়ায় দ্রুতপদ বিক্ষেপে যাইয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই দিল্লী নগরীর রাজপুরীব সিংহ দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

এখন মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দশা। পূর্ব্বকালের প্রবল নাম, ক্ষমতা ও প্রতাপশালী সম্রাটগণের কীর্ত্তিকলাপ এক এক স্থানে যশোরাশি বিস্তার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে সম্রাট সাহ আলম দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের পর হইতেই মোগলবংশ ভগ্নদশাগ্রস্ত। সভাগৃহের স্থানে স্থানে মণিমুক্তা খচিত সজ্জা সকল প্রখর আভায় প্রতিবিম্বিত হইতেছে; মধ্যস্থলে স্বর্ণমণ্ডিত ময়ূর সিংহাসনের বিস্তৃত থাকিয়া সাজেহানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সম্রাট সাহা আলাম নিয়মিত সময়ে সভাস্থলে আগমন না

করিয়া তাঁহার নিজ কক্ষে আসাদকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন—এক জন দৌবারিক আসিয়া আসাদকে বলিয়া গেল "হুজুর জাঁহাপনা—" আসাদ বুঝিলেন ও সম্রাট সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলন। অন্যান্য দিনাপেক্ষা অদ্য বাদসাহের আকৃতি গম্ভীর ও মূর্ত্তি বিষাদিত। আসাদ খাঁ সেনাপতির দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—

"দেখ আসাদ! জয়পুরলাভ ইচ্ছা মনোমধ্যে একান্ত বলবতী; ভাবনায় অধীর হইয়াছি; তুমি জয়পুর জয়ের কি মন্ত্রণা ও তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে কি চেষ্টা করিতেছ। জয়পুরের রাণা কি মোগল সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকারে অনিচ্ছুক?"

আসাদ। "জনাব! জয়পুরাধিপতি মোগলায়ত্বাধীন হইতে বাধ্য নহেন ও সম্পূর্ণ অস্বীকৃত এবং তাঁহার সেনাবলও যে মোগল প্রতাপের অপেক্ষা ন্যুন, তাহাও বোধ হয় না, কারণ জনশ্রুতি ও দূতবার্ত্তায় অবগত হইলাম, যোধপুরাধিপতি জয়পুর রাজের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

সম্রাট। "আসাদ! যদি রণক্ষেত্রে মোগল বংশের প্রাণী মাত্রও জীবিত না থাকে, সমস্ত মোগল রাজ্য হিন্দুকর কবলিত হয় তাহাও শ্রেয়ঃ; তথাচ জয়পুর লাভাশা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি অদ্য হইতেই ইচ্ছামত সেনা লইয়া জয়পুরের ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও; ছলে, বলে, কৌশলে, সুবিধানুসারে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর ও জয়লাভে কৃতসংকল্প হও।"

আসাদ। "প্রথমেই অকারণ উভয়পক্ষের রক্তস্রোতে পৃথিবী না ভাসাইয়া ক্রমে ক্রমে কৌশলে সর্ব্বগ্রাস করায় জাঁহাপনার কি অনুমতি?"

সম্রাট। "আসাদ! অপরিপক্কমতি বালকের অভিসন্ধি ভবিষ্যৎ কার্য্যকরী নহে। যাও! চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই।"

সম্রাট চলিয়া গেলেন, আসাদ ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে বলিতে লাগিলেন ;— "যদি যোধপুরাধিপতি জয়পুরের সাহায্যার্থে আসিয়া থাকেন তবে জয়লাভ অতি কষ্টপ্রদ কিন্তু যোধপুরের সৈন্য আসিবার পূর্ব্বে যাইয়া আক্রমণ করিতে পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা। কারণ জয়সিংহের আর সেকাল নাই। যে গতিকেই হউক অদ্যই আমাকে জয়পুর পৌঁছিতে হইবেক।"

আসাদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সমস্ত সৈন্যগণকে শীঘ্র শীঘ্র জয়পুর যাত্রার আজ্ঞা দিলেন ও যুদ্ধোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। মোগল সৈন্যগণ সজ্জিত হইল। দুর্গের সিংহদ্বার হইতে নগর তোরণ পর্য্যন্ত সরল রেখান্বিত উষ্ণিষ, কবচ, ভীষণ অস্ত্র শোভিত অশ্বারোহীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বল্গারোধাধৈর্য্য সুন্দর বক্রগ্রীবা ক্রীড়াশীল অশ্বশ্রেণী মন্দগমনে নাচিতেছে, লম্ফ দিতেছে। দুর্গমধ্যে নগরভেদী ভয়ানক তূর্য্যধ্বনি গভীর স্বরে নিনাদিত হইতে লাগিল। বৃহৎ অশ্বারোহী সৈনিক শ্রেণী রাজপথে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ঊর্দ্ধোত্থিত উজ্জ্বল বর্শাফলক সকল জ্বলিতেছে। অশ্বগণের হ্রেষা শব্দ, উলম্ফন জন্য পদধ্বনি, সৈন্য কোলাহল দিল্লিনগর কম্পিত করিয়া আকাশে, বনমার্গে, নদী-হৃদয়ে, বৃহদট্টালিকাগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যজাত ও সৈন্যমণ্ডলী স্থিরীকৃত হইল। সেনাপতি তুরীধ্বনি দ্বারা চলিবার আজ্ঞা দিলেন। উন্মুক্ত পথ প্রবাহী জলের ন্যায় সৈন্যগণ জয়পুর ভাসাইতে চলিল। অসহিষ্ণু অশ্বশ্রেণী উন্মত্তমনে নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে চলিল। অস্ত্রধারীগণের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বাজিল। যোদ্ধৃহৃদয় উৎসাহে মাতিল।

জয়সিংহ ইহার কিছুই জানিতেছেন না—দেখিতেও পাইতে-

ছেন না—তবে তিনিও যে সাধ্যানুযায়ী উদ্যোগে বিরত নহেন তাহা বলা বাহুল্য।

সুদক্ষ সেনাপতি আসাদ খাঁ সৈন্যসহ রৌদ্র, ঝড়, ক্লেশ কিছু না মানিয়া উৎসাহের মোহে যাইতেছেন। মনে মনে ইচ্ছা দুই দিবসের পথ দিবারাত্রে যাইবেন। এদিকে বিমল গগনপট রাত্রি দেবীর আবির্ভাবে, নীলাম্বর পরিধান করিয়াছেন। মৃদুনৈশ সমীরণ নদীপৃষ্ঠে ভর দিয়া স্রোতস্বতীকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অনন্ত সম্ভাষণে লইয়া যাইতেছে আর বলিতেছে "চল দেবী চল, ঐ দেখ সবাই গেল আমরাও শীঘ্র যাইয়া অনন্ত-সাগরে মিশাইয়া ক্রীড়া করি।" কল্লোলিনী পবনের সঙ্গে শক্তিতে পারিতেছেন না; মনে মনে আন্দোলন করিয়া অগত্যা চক্ মক্ করিতে করিতে যাইতেছেন। দুই একটী পক্ষী বৃক্ষশাখায় বসিয়া এই রহস্য দেখিয়া তটিনীর বক্ষোপরি দিয়া পিউ পিউ করিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাট্টা করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে—যাইতেছে—আসিতেছে।

নক্ষত্র দেবীরা কেহ কেহ সাজিয়া গুজিয়া রঙ্গভূমিতে আগমন করতঃ হেলিয়া দুলিয়া অভিনয় করিতেছেন। কেহবা পার্শ্ব হইতে উকি মারিতেছেন। যিনি অতিশয় রসিকা, স্রোতস্বতীর দশা দেখিয়া একাকিনী হাসিয়া তৃপ্ত না হইয়া চারুমুখে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে আর একজনের নিকট দৌড়িয়া যাইতেছেন। ঝোপের আড়ালের অন্ধকারময় ছোট ছোট গাছ গুলি কোন কোন স্থানে খদ্যোতাবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেন প্রকৃতির শিল্পকর মাঝে মাঝে জগ্‌জগের টীপ পরাইয়া দিয়াছে।

প্রকৃতি হাসিতেছে, রাত্রিদেবীর যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল

ততই বিরহ কাতরা হইয়া দুঃখে এক এক খানি করিয়া অঙ্গের ভুষণ খুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

আমাদের বিরাম নাই; অবিশ্রান্ত যাইতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিপদ।

জয়পুর রাজপুরীর নিম্নভাগ বাহিনী লুনী নদীর বাম ভাগস্থিত উচ্চ প্রাসাদের দ্বিতল প্রকোষ্ঠোপরি গৃহমধ্যে তিনটি সমবয়স্কা, একপ্রাণে বাঁধা স্ত্রীলোক বালিকা ভাব পরিপূর্ণ রহস্য ও গল্প করিতেছে। দুই সখীর মধ্যস্থলে উপবিষ্টা রমণী, যাহার নিবিড় অথচ কৃষ্ণবর্ণের কেশ জাল মস্তকের মধ্যস্থানে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কর্ণের উপরিভাগ দিয়া দুলিতে দুলিতে পশ্চাদ্ভাগ আবৃত করিয়া জানুদেশ চুম্বন করিতেছে ও আলুলায়িত ভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে, অথচ কুঞ্চিত ও তরঙ্গাকুলিত থাকিয়া আরও শোভিত। নিদাঘান্তে যেরূপ পবন হিল্লোলে ক্ষেত্রস্থিত শস্য সকল কম্পিত ও তরঙ্গাকুলিত হইয়া থাকে অথবা চঞ্চল বায়ুযোগে তটিনী যেমন তরঙ্গাকুলিত হইতে হইতে বেগে সাগরাভিমুখে প্লাবিত হয়, সেইরূপ সুন্দরীর প্রশস্ত ও নিটোল ললাটের উপরিভাগ দিয়া সে কেশরাশি সেইরূপ ভাবে মৃত্তিকা বাহিনী হইতেছিল। স্বচ্ছ সরোবরে যেমন নীলপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া মলয় হিল্লোলে ঈষৎ টলমল করিতে থাকে, সেইরূপ সুন্দরীর সুবিশাল উজ্জ্বল

চক্ষু মধ্যে নীল পদ্মদ্বয় বিকশিত হইয়া যৌবন হিল্লোলে ঈষৎ টলমল করিতেছিল। তাঁহার দৃষ্টি স্থির, শান্ত, সরলতাময় অথচ কটাক্ষশূন্য। চক্ষুর উপরিভাগে সুচিক্কণ ও সুনীল ভ্রূযুগল। সে ভ্রূদ্বয় একটুকু নামান, একটুকু উঠান। পুনরায় মনোহর কর্ণদ্বয়ের নিকট কিঞ্চিৎ সরু এবং মন্মথের ফুলধনু সদৃশ। দেখিলে বোধ হয় যেন চিত্রকরে মনের সাধে তাহা চিত্র করিয়া রাখিয়াছে। নাসিকাটী সুঠাম ও সুনির্ম্মিত। ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ ফুলান অথচ তাহা পাতলা, গোলাপীরঙ্গে রঞ্জিত, কিন্তু সন্ধিস্থল কিঞ্চিত ঘোর রক্তিমাভাবিশিষ্ট। সে আভা সুগোল গণ্ডদেশে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার আরও শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল। তাহা বিষাদ ও দুশ্চিন্তার তীব্র স্বাদ কখন গ্রহণ করে নাই। সর্ব্বদাই তাহাতে হাসি বিদ্যমান রহিয়াছে। এ হাসি সুধাময়, ইহাতে কুটিলতার চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হইতেছেনা।

গ্রীবাদেশ ঈষৎ সরু, বঙ্কিম, সমসূত্র রেখা বিশিষ্ট এবং গর্ব্ববিস্ফারিত। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, সুগোল, পূর্ণ, সুঠাম ও কোমলতায় পরিপূর্ণ। শরীর পূর্ণ হইলেই যেমন অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই কটিদেশ কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া পড়ে, ইহাঁর সেরূপ নহে। কটি ক্ষীণ, রমণীয় অথচ সুদৃঢ়।

সুন্দরীর অবয়ব মধ্যম ; বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চদশবর্ষ। যৌবন কলিকা অর্দ্ধজলে নিমজ্জিত। মলয়-সমীরণ যেমন অর্দ্ধজল নিমজ্জিত কমল কলিকাকে জলের মধ্য হইতে উঠাইবার জন্য নিরন্তর ঝাঁকাইতে থাকে, সময়ও সেইরূপ সে যৌবন কলিকা উত্তোলন করিবার মানসে ঝাঁকাইতেছিল। সমীরণ সূর্য্যদেবের দূত। সূর্য্যদেবের জন্য এত পরিশ্রম করিয়া থাকে। সময় কাহার দূত? কাহার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছিল? এমন

ভাগ্যবান্ পুরুষ কে আছে? দেখা যাইবে জয়সিংহের কন্যা রাজকুমারী শৈলবালা কাহার অদৃষ্ট উজ্জ্বল করেন! শৈলবালা তাঁহার বাম পার্শ্বে উপবিষ্টা মালতীকে কি কথা বলিতে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া বসিলেন।

শৈলবালা। মালতি! আজ ভাই আমার মনটা এমন করিতেছে কেন বল দেখি? কিছুই ভাল লাগিতেছে না—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দক্ষিণ চক্ষু নৃত্য করিতেছে, যেন সম্মুখে কোন অমঙ্গল ঘটনা দেখিতেছি।

মালতী। বালাই! অমঙ্গল শত্রুর হউক। ও সব মনে ভাবিতেও নাই, ও আবার কি কথার দশা?

শৈল। সম্রাট সাহাআলমের দূত পিতার নিকট তাঁহার নামীয় যে পত্র আনিয়াছিল তাহার কি হইয়াছে কিছু শুনিয়াছ?

মালতী। মহারাজ সে পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন 'যদি সম্রাট ক্ষমতাশালী ও সিংহ পরাক্রমী হন, তবে তিনি যেন আমাকে মোগল রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করাইতে চেষ্টার ক্রটী না করেন।'

শৈল। তবেত অচিরাৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা? তার পরে কি সম্রাট অন্য কোন প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছেন?

মালতী। লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

শৈল। বোধ হয় সেই জন্যেই পিতা এত বিমর্ষ মনে, নির্জ্জনে বসিয়া মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন। সেনাপতি তাহাতেই সৈন্য সকল দলবদ্ধ করিয়া নগরের চতুর্দ্দিক্ রক্ষণ করিতেছে, আর সর্ব্বদাই দুর্গ মধ্যে দামামা ধ্বনি হইতেছে। আচ্ছা ভাই! যদি যবনেরা নগরাক্রমণ করে আমরা কি করিব?

মা। আগে থাকিতে অমন অমঙ্গল কথা বলিতে নাই।

রাজকুমারী মালতীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহার মন ভাবনায় কাতর হইতেছে ; ক্রমে তাঁহার মুখাকৃতি গম্ভীর হইতে লাগিল। যেন নিবিড় অন্ধকারময় একখানি মেঘ আসিয়া, বিমল নভোমণ্ডলের শোভাগুলিকে একে একে আবৃত করিল। মালতী অতিশয় বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। বুঝিলেন বালিকা-হৃদয় ভয়-বিহ্বলা ; আশঙ্কায় মুখকমল শুষ্ক হইয়াছে ; অন্যমনা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন "চল শৈল! উদ্যান বাটিকায় যাইয়া সন্ধ্যা সমীরণে প্রকৃতির শোভা দেখা যাউক। মালতী রাজকুমারীর হস্ত ধরিয়া প্রবেশ দ্বারে অবতরণ করিয়া উদ্যান বাটিকার পথ অতিবাহিত করতঃ তথায় উপস্থিত হইলেন। অপর আর যে একটি রমণী তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়াছিল সেও চলিয়া গেল ও উদ্যানে যাইয়া এ ফুলটি ও ফুলটি ছিঁড়িতে লাগিল।

শৈল। ভাই দেখিয়াছ, সন্ধ্যাসমীরণ হিল্লোলে বৃক্ষ গুলিন কি শ্রবণ-রঞ্জন শব্দ করিতেছে? যেন স্বভাবের সঙ্গে মৃদু হাসিতেছে, কথা কহিতেছে! মালতি দেখ, আমার স্বহস্ত রোপিত সেই ছোট গোলাপ গাছটিতে কেমন একটি কুঁড়ী হইয়াছে! ফুলটী শীঘ্রই প্রস্ফুটিত হইবে বোধ হইতেছে।

মালতী। ষট্‌পদেরই অদৃষ্ট প্রসন্ন! (বামহস্তে গলদেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত অধর প্রান্তে দিয়া স্নেহ ও আদর ব্যঞ্জক স্বরে) এই পূর্ণিমার স্বচ্ছ সরোবরের অমল জলে কোন্ চাঁদের যে আলো পোড়্‌বে, আর কবে যে আমি সানের ঘাটে বসিয়া তাহার প্রতিবিম্ব দেখিব তাই ভাবিতেছি।

শৈল। (লজ্জিত ভাবে মুখ নামাইয়া ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে) মরণ নেই আর কি! সকল সময়েই চিম্‌টি কাটা।

সহসা দূরে রণবাদ্য ও বজ্র গম্ভীর স্বরে যবনগণের আল্লা আল্লা ধ্বনি এবং সৈনা কোলাহল হইয়া উঠিল! সকলে চমকিয়া উঠিলেন। মালতী বলিলেন,

"শৈল! ঐ শোন কি শব্দ হোচ্চে?" সেই সময় আবার প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল।

শৈল ভীত বিকলিত স্বরে কহিলেন,

এ যে বিজাতীয় যবনসৈন্যের জয়ধ্বনি! কি ভয়ানক রব! বোধ হয় দুর্বৃত্ত মোগলগণ নগরাক্রমণ করিয়াছে? মধুসূদন! তুমিই ত্রাণকর্ত্তা?

মা। চল আমরা সকলে মহারাজ ও রাজ্ঞীর নিকট যাই; এখানে থাকা কোন মতেই উচিত হইতেছে না।

মালতী, রাজকুমারী ও অপর অপরিচিতা সখী সুরমা তিন জনে দ্রুত বেগে চলিয়া আসিলেন ও দৌড়িয়া যাইয়া একেবারে যে স্থানে রাজা ও মন্ত্রী বলেন্দ্রসিংহ উভয়ে বসিয়া আছেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সভয়ে সকলে বলিলেন,

"আমরা বাগানে ছিলাম, বাটীর নিকটে অদূরে যবনদিগের জয়ধ্বনি শুনিয়া ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি।"

জয়সিংহ ম্লানবদনে বিমর্ষমনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"তোমরা এইখানেই বসিয়া থাক, যাহা অদৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে, সে জন্য ভাবিয়া অস্থির হওয়া বিধেয় নহে। বিপদ সময়ে বিজ্ঞলোকের বিবেচনাশক্তিও অজ্ঞতায় পতিত হইয়া বিপরীত ফলোৎপাদন করে। কি অদৃষ্টে লেখা আছে বলা যায় না।"

বলেন্দ্র! কিয়ৎকাল চিন্তার পর জয় সিংহ আবার বলিলেন.

"মোগল সেনা কতদূর পর্য্যন্ত আসিল, আমার সৈন্য কি অবস্থায় রহিল, কিছুরই সম্বাদ না পাইয়া মন বড় ব্যাকুল হইতেছে।"

সহসা একজন দূত আসিয়া ব্যস্ততা সহ কহিল,

"মহারাজ! মোগলেরা নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজকীয় সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়াছে, দুর্গাক্রমণ করিতে আসিতেছে; তিল মধ্যে পুরী আক্রমণ করিবে, শীঘ্র উপায় করুন নতুবা সপরিবারে পুরী মধ্যে যবন স্পৃষ্ট হইতে হইবে।"

জয়সিংহের বিশাল চক্ষু রক্তিম বর্ণ জবা কুসুম সদৃশ চিত্রিত হইল। রাজকুমারীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া সজল নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,

"উঃ কিছুরই ভরসা নাই। তোমরা রাজ্ঞীর নিকট যাও?"

মালতী। "যে আজ্ঞা আমরা চলিলাম" বলিয়া তিন জনেই প্রস্থান করিলেন।

"যোধপুরাধিপের সহিত মিত্রতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কি শেষে যবন দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী হইলাম? আমি সানুনয়ে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, বিপদ সময়ে তিনিও কি প্রবল শত্রু মোগলের সহিত যোগ দিয়া আমার সাহায্যে আসিলেন না? বলেন্দ্র! তবে কি আমায় একান্তই সপরিবারে আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিয়া রাজপুত কুলে কলঙ্ক দিতে হইল? পূর্ব্ব-পুরুষের সঞ্চিত রাজগৌরব কি আমা হইতেই সমূলে নির্ম্মূলিত হইতে চলিল? বীর প্রসূতা জয়পুর আজ্ আমার আলস্যে সাগর সলিল সদৃশ যবন প্লাবিতা হইবেন? না—তাহা হইবেনা! সে কলঙ্ক অসহ্য! দেহে রক্তস্রোত বহমান থাকিতে পারিব না! স্বাধীনতা রক্ষার্থ সমর ক্ষেত্রে জননীর ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলেও বীর পুরুষের কর্ম্ম করা হইবে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান অবস্থায়, রাজপুতকুল

সমরশায়ী বীরগণের অনুগামী হওয়া অপেক্ষা আর কি সুখকর? (সদর্পে) বীরপ্রসবিনী জয়পুরী কি একেবারেই অধঃপতিতা? রাজকুললক্ষ্মী কি জন্মের মত জয়পুর ত্যাগ করিয়াছেন? যবন, মনে করেছে জয়সিংহের কিছুই নাই, কিন্তু জয় সিংহ স্বয়ং আছে তাহা জান? (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) হয় দুষ্ট পিশাচগণের হস্তে সমরে প্রাণ দিয়া স্বীয় রক্তে মাতৃভূমির চরণ রঞ্জিত করিব, নয় প্রেতমূর্ত্তি ম্লেচ্ছ রক্তে মাতার বিশাল বক্ষঃ তরঙ্গে নাচাইব। আজ জয়সিংহের এই শেষ উদ্যোগ।"

মন্ত্রী বলেন্দ্রসিংহ। "মহারাজ! বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। বিস্ময়, বিষাদ, ভয় ও শোক এখন যোগ্য নহে। যেমন সমুদ্রে প্রচণ্ডতর বায়ু অর্ণবযানকে নষ্ট করে, তদ্রূপ শোকও প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে। এখন চিত্তবৈক্লব্য অকর্ত্তব্য; যে হেতু বৈক্লব্য কাপুরুষের লক্ষণ। আমি সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে প্রস্তুত করি, আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন, সেই উত্তম। তরঙ্গে পতিত হইয়া সাধ্যানুসারে সন্তরণ দিতে চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ এসময়ে ভয়কে মনে স্থান দিতে নাই, এবং সাহসের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য, আমি চলিলাম আপনি রণসজ্জায় সজ্জিত হউন।"

এই বলিয়া মন্ত্রী সৈন্য সমাবেশ করণার্থ বহির্বাটীতে গমন করিলেন। জয়সিংহ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জয়সিংহ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাজমহিষীকে অন্যান্য পুরস্ত্রীগণ একত্রিত হইয়া বেষ্টন করিয়া ভাবিতেছে। অচঞ্চল রত্নকান্তি শশী বেষ্টিত কাঞ্চনাভ তারাবলীর সঙ্গে প্রভাময় হইয়া নীলাম্বর তলে বসিয়া আছেন। রাজমহিষী রাজাকে দেখিবা মাত্র সজল নয়নে বলিলেন,—

"নাথ ! এই যে আপনি এখনও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে রহিয়াছেন ! শত্রুগণ অতি নিকটে, আমাদের গতি কি হইবে ? (শৈলবালার গণ্ডে হস্ত দিয়া) এই সব স্বর্ণপুত্তলী কি শেষে রাজপুত রাজার ঔদাস্যে যবনসেনাসাগরে বিসর্জ্জন দিতে হইবে ? হায় মহারাজ ! আমরা কি হতভাগিনী ! রাজ গৃহেও এ অদৃষ্টে সুখের সহিত দুঃখের বৈরিতা ?"

জয়সিংহ। "প্রিয়ে ! ক্ষান্ত হও ; আমি মোগলগণের আক্রমণের বাধা দিবার নিমিত্ত যাইতেছি। হয় পাপজীবন দানে মাতৃভূমির স্বাধীনতা হারাইব, নয় বিপজ্জালে জড়িত জয়সিংহ শত্রু বিনাশ করিয়া রাজপুতের স্বধর্ম্ম রক্ষা করিব। আমি চলিলাম। বলেন্দ্র বোধহয় এতক্ষণ সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। যদি যুদ্ধে কোন অমঙ্গল শুনিতে পাও, সকলে আমার অনুগামিনী হইও, কদাচ জীবন সত্ত্বে যবনকরন্যস্ত হইও না।"

রাজমহিষী। "মহারাজ ! আপনি ইহা মনেও স্থান দিবেন না, যে রাজপুত তনয়ার দেহে রক্তস্রোত থাকিতে কখন যবনে গাত্র স্পর্শ করিতে পারে ? স্ত্রীলোকের পতিই সর্ব্বস্বধন, আজীবন পতির চিত্তবিনোদন করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হওয়া অপেক্ষা আর কি সুখের ? পতি সন্তুষ্ট থাকিলে আমরা সাক্ষাৎ কৃতান্তকেও ভয় করিনা। পতি আরাধনা কামিনীকুলের প্রধান ধর্ম্ম। যদ্যপি সেই পরমারাধ্য পতিরই কোন অমঙ্গল শুনি, তবে তীক্ষ্ণধার ছুরিকাই হস্তের ভূষণ ও প্রাণের সংহারক হইবে। আমাদের অদৃষ্টের পরিণাম ফল আপনার এক্ষণে ভাবিবার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে স্বাধীনতা রত্নের নিকট কি নশ্বর প্রাণের ক্ষমতা সম্ভবে ? আপনি আহ্লাদিত মনে শীঘ্র সমরে যাউন, আমি তরবারি হস্তে পুরী মধ্যে রাজমহিষীর কার্য্য করি, কোন চিন্তা করিবেন না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিপদে উদ্ধার।

নিশাদেবীর আগমনে জগৎ গম্ভীর ; অন্য কোন স্থানে শব্দ মাত্রটিও নাই, কেবল জয়পুর ভয়ানক কোলাহলে পূর্ণ। যবন রাজপুতে যুদ্ধ উপস্থিত—রক্তের স্রোতে রণপ্রাঙ্গণ প্লাবিত—উভয় পক্ষের আর্ত্তনাদ ও ভীমগর্জ্জন গভীর রজনীর গভীরতায় মিশাইয়া অচলভাবে আকাশমার্গে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সৈন্যের কোলাহল, রণমদমত্ত মাতঙ্গ নিনাদ, তুঙ্গ হ্রেষা, রণরঙ্গোত্তেজিত যোদ্ধাগণের আস্ফালন, সৈনিকগণের অশ্বের পদ শব্দ সঘনে গম্ভীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মোগলগণ বীরদর্পে রাজপুত সৈন্য আক্রমণ করিয়াছে, জয়সিংহ যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইতেছেন। কি হইতেছে, কি হইবে, কিছুরই স্থিরতা নাই।

কুমার অজিত সিংহ তাঁহার সৈন্যদল সঙ্গে জয়পুরসীমায় পদার্পণ করিলেন, মনে মনে বিষম আশঙ্কা বলবতী রহিয়াছে। ভাবিতেছেন যদি যবনেরা জয়পুর আক্রমণ করিয়া থাকে তবে জয়সিংহ কি করিতেছেন? কুমার ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন, নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র রণবাদ্য, অশ্ব গজাদির বিকৃত চীৎকার শব্দ, মনুষ্য কোলাহল ও জয়ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। যবনেরা জয়পুর দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে ও তাহাদেরই রণভেরীর শব্দে চতুর্দ্দিক্ স্তম্ভিত হইতেছে, কুমারের মনে ইহা স্থির প্রতীতি হইল। অজিতসিংহ অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উঠিলেন কিন্তু

প্রত্যুৎপন্নমতির গুণে কুমার মনে মনে সৈন্য সংস্থাপন ব্যুহ রচনা করিলেন ও কিরূপ ভাবে আক্রমণ করিলে ফলদায়ক হইবে তাহার কৌশল ঠিক করিলেন। সাহায্যে আসিয়া উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইল, ইহাই তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুঃখদায়ক ও আক্ষেপের কারণ হইল।

কুমার তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, একভাগ নগর দ্বার ও তোরণ রক্ষার্থ সন্নিবেশিত কর, যাহাতে নগরাবদ্ধ শত্রুরা এক প্রাণীও পলায়ন করিতে না পারে; আর অবশিষ্ট চারিভাগ লইয়া তুমি আমি ও দুইজন সেনানায়ক চতুর্দ্দিক্ হইতে শত্রু ব্যুহ আক্রমণ করিয়া ভেদ করি। আর পরামর্শের সময় নাই। ঐ শুন! যবন-গণের জয়ধ্বনি গম্ভীরভাবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। চল, সকলে একেবারে তীরবেগে যাইয়া আক্রমণ করিতে হইবে। অজিত সিংহের সুচতুর সেনাপতি অবন্তী সিংহের কার্য্যদক্ষতায় নিমেষ মধ্যে সৈন্য সমাবেশ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। সকলে "হর হর ভবানী" ধ্বনিতে যবন সৈন্যের দিকে ধাবিত হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্বসকল অদৃশ্য হইল।

অশ্বের দ্রুত চালনায়, বীরগণের উৎসাহ দর্পের সঙ্গে, কুমার নগর তোরণ মধ্যে সসৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎদিক হইতে যবন সেনাব্যুহ আক্রমণ করিলেন। রণমত্ত যবন সৈনিকগণ এ আক্র-মণের কিছুই জানিতে পারিলনা। এখন জানিলেও সাধ্য কি যে, তাহারা এ মহা-প্রলয়ের বেগ ধারণ করে? অজিত সিংহ তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যের সাহায্যে অবলীলাক্রমে মোগলসেনা আক্রমণ করিয়াছেন। এরূপ অসম্ভবনীয় আক্রমণে বিশেষতঃ অজিত সিংহের সুশিক্ষিত অসির প্রহারে ও প্রতাপে যবনসেনাগন প্রবল

বাত্যোত্থিত বালুকা রাশির ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। প্রথম ব্যূহ নষ্ট করিয়া কুমার, রাজভবনাক্রমণোদ্যোগী সেনাব্যূহ মধ্যে প্রবলবেগে প্রবেশ করিলেন। যেমন মৃণাল পরিপুরিত হ্রদে গজরাজ কোমল মৃণাল সকল পদদলিত করিয়া তরঙ্গোত্থিত করে, তদ্রূপ অজিত সিংহ শত্রু, ব্যূহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রবল অস্ত্র সঞ্চালন দ্বারা শত্রুকুল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। মোগল সেনাগণ হঠাৎ আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। একে অবিদিত বর্ত্ম, তাহাতে অশ্বচালনে অপটুতা হেতু যবন সৈন্যগণের মধ্যে ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ হইল। রণকুশল অজিত সিংহ তাঁহার সেনাদল চালিত করিয়া পলায়নোন্মুখ বিপক্ষদল নিহত করিতে করিতে রাজভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কুমারের বিজয়ী সৈন্যগণের ভবানী ভৈরবী নামোচ্চারণযুক্ত জয়ধ্বনিতে জয়পুর স্তম্ভিত হইতে লাগিল। এদিকে রণসজ্জায় সজ্জিত জয়সিংহ এই সমস্ত জয়ধ্বনি শুনিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, বোধ হয় দুর্বৃত্তেরা প্রবঞ্চনা করত এরূপ জয়ধ্বনি ঘোষিত করিয়া উপহাস করিতেছে, নতুবা জয়পুর রাজলক্ষ্মী এত কি পুণ্যবতী যে হতভাগা জয়সিংহের সৈন্য জয়ী হইবে? জয়সিংহ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে যুদ্ধ যাত্রার্থ দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জলদ ভীমমূর্ত্তি জয়সিংহ অসিহস্তে সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। অনতিদূরে সিংহদ্বারের মধ্যদিয়া বিজয় পতাকা ও "জয় মহারাজ জয়সিংহের জয়" ধ্বনি করিয়া বিজয়ী সৈন্যগণের প্রবেশ দেখা যাইতেছে। এখনও জয়সিংহের মনে ইহা প্রত্যয় নাই যে উহারা হিন্দুসৈন্য। ক্রমে ক্রমে সৈন্যেরা যত নিকটে

আসিতে লাগিল, জয়সিংহ ততই বিহ্বলের ন্যায় হইতে লাগিলেন এবং রাগান্ধ হইয়া অসি আস্ফালন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, যে দুষ্ট যবনগণ প্রতারণা করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিতেছে। যখন অজিত সিংহের সৈন্য সকল প্রায় নিকটে আসিয়াছে, তখন জয়সিংহ উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় অগ্নি বিস্ফারিত লোচনে বজ্রগম্ভীর রবে নিনাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"বলেন্দ্র ঐ দেখ! কৃতান্তের সহোদর, পাপের সারথী, নরকের দ্বারপালের ন্যায়, পিশাচমুর্ত্তিগণ আসিতেছে। যেন ভূতবেষ্টিত ভৈরব, ভূত মধ্যবর্ত্তী কালান্তক!—এসো! আমরাও অগ্রসর হই, ভয় কি! আয় দুরাত্মা যবনগণ! জয়সিংহ এখনও বর্ত্তমান আছে— প্রাণবায়ু নির্গত হয়নি। দেহে জীবন থাকিতে কখনই পুরী প্রবেশ করিতে পাইবি না। চল সৈন্যগণ! দুরাত্মাদিগের সমক্ষে সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করি; চল আর বিলম্ব কি! চল! ঐ দেখ! পুরী আক্রমণ করিতে আসিতেছে।"

জয়সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ অদূরে হিন্দুসেনা দেখিয়া কহিলেন,—

"মহারাজ! কাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে? ঐ দেখুন যোধপুরাধিপতি মহারাজ অজিত সিংহের সৈন্যের সহিত আমাদের সৈন্যগণ একত্রিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সর্ব্বাগ্রে আমাদের সেনাপতি প্রতাপ সিংহ মহানন্দে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিতেছেন।"

জয়সিংহের শঙ্কা দূর হইল। অবিলম্বেই যবন শোণিতরঞ্জিত, অজিত সিংহ আসিয়া জয়সিংহকে অভিবাদন করিলেন। কৃতজ্ঞচিত্তে আহ্লাদ পরিপূর্ণ হৃদয়ে সকলকে লইয়া রাজা পুরী প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণের পর নিঃশব্দ রাজপুরী পুনঃ কোলাহলময়

হইল ; যেন সুষুপ্তা রজনীর ক্রোড়ে নিদ্রিত শিশুগণ জাগরিত হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুসুমে কোমলাঙ্গ।

পুরীমধ্যে শৈলবালার কক্ষে শৈলবালা ও মালতী বসিয়া উভয়ে একগাছি সূত্রের উভয়পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া বেলফুলের মালা গ্রন্থন করিতেছেন ও অজিত সিংহের অসাধারণ বীরতার পরিচয় দিতেছেন। শীতল স্বচ্ছ সরসীমধ্যস্থ পঙ্কোত্থিত সুঠাম কোমল মৃণালে অলঙ্কাঙ্কিত সদ্য প্রস্ফুটিত নলিনীর বিস্তারিত অঙ্গের ন্যায় সুগোল কমনীয় কান্তি পূর্ণ আদর গলিত বাহুবৃন্তে প্রস্ফুটিত পদ্মবৎ হস্ত তালুকা, তদুপরি সুকোমল অঙ্গুলি সকল যেন ফুলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কুসুমে কোমলাঙ্গ—স্থির শোভাদায়ক। মধ্যস্থূল, সূক্ষ্মাগ্র, অথচ গর্ব্ব বিস্ফারিত অঙ্গুলিসকল কেমন থাকিয়া থাকিয়া ঘাড়খানি হেঁট করিয়া একটি একটি ফুল লইতেছে ও আদরে আলিঙ্গন করত সূত্রহারের কণ্ঠে পরাইয়া দিতেছে।

শৈলবালার মূর্ত্তি এখন সম্পূর্ণ বালিকাভাব পরিপূর্ণ। অর্দ্ধ স্ফুটিত কলিকার ন্যায় নীরব নয়নে, আদরে অস্ফুটে যেন প্রাণে অপরিমিত সুখ ঢালিয়া মালতীর সহিত কত কি কথা কহিতেছেন। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগের সংযোগস্থলের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ললাট কেন্দ্রে, ঠিক গোল অথচ ঈষৎ চাপা অতি ক্ষুদ্রাকার রক্তচন্দন টীপ। এক বিষয়ে মনোনিবেশ অথবা শীঘ্র সম্পন্নার্থ চেষ্টায় পরিশ্রমের উদ্রেকে, নির্দ্দোষ মধুর প্রেমময় সুরভি পূরিত কুসুম

কলিকা সদৃশ মুখশশী বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে, সুবিমল শশধর রশ্মিতে নিহার সিক্ত পদ্মকুসুমবৎ মুক্তাফল মণ্ডিত বোধ হইতেছে। আবার যখন ঘাড়টি নামাইয়া, দুলাইয়া দুলাইয়া মালা গ্রন্থন করিতেছেন, রুক্ষ অথচ পরিস্কার কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশের হেলিত গুচ্ছসকল মোহন ভাবে কপালে পড়িয়া খেলা করিতেছে যে চাঁদের কিরণে জলদকুল আকাশে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

মালতী। শৈল! দুর্ব্বত্তদের যেমন কর্ম্ম, কুমার তেমনই উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন! কুমারের বাহুবলে ও অসাধারণ ক্ষমতায় জয়পুর নিস্কণ্টক হইল।

শৈলবালা। ভাই চল, আর গল্পে কাজ্ নাই, পিতা অনেকক্ষণ হইল বলিয়া গিয়াছেন।

মালতী। তোমার যে আর সহ্য হয়না দেখিতেছি! না হয় চল! আমার ত হইয়াছে, মালা হাতে করিয়া অগ্রে অগ্রে চল, আমি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি লইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছি।

শৈল। মরণ আর কি, তোমার যেমন ঐ ভাবনা! তা ভেবনা, তোমার মত অমন একটি পাইলে কুমার অসম্মত হইবেন না। তবে বলিতে পারি না তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিনা।

মালতী। তার জন্য ভয় নাই; আমি জানিয়াছি তাঁহার বিবাহ হয় নাই। আমার কি আর সে দিন আছে? আশার মুখে আগুণ দিয়ে বসিয়া আছি, তোমাদের আজিকালি বয়েস গুণে ও সব সাজে। এমন কচি ননীর পুতুল পেলে কি কুমার কাষ্ঠের পুতুলে ইচ্ছুক হইবেন?

শৈল। মালতি! কি ভাগ্য যে এমন মুখ খানি পাইয়াছিলি? আমার অপরাধ হইয়াছে ভাই। আমি তোমায় বলিনি—এতও জান? আর এখন ওসব কথায় কাজ্ নাই, চল

রাজপুত্র দর্শন করিয়া যাত্রা বদলিয়া আসি। এতক্ষণ বোধ হয় সকলেই গিয়াছেন।

রাজকুমারী শৈলবালা ও মালতী বহুযত্নে নানাবিধ কুসুম মাল্য লইয়া কুমার দেখিতে যাইলেন। রাজপুরীর সকল স্থানেই আমোদ আহ্লাদের চিহ্ন দেখা যাইতেছে; জয়পুর আমোদ মদে মত্ত; জয়সিংহের সে বিষাদ গম্ভীর মূর্ত্তি, রাজপুরনারীগণের আত্মহত্যা সঙ্কল্প আর নাই। রাজকুললক্ষ্মী পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কুমার অজিতসিংহ অন্তঃপুর মধ্যে রাজ্ঞী বিমলা দেবীর গৃহে বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। অন্যান্য পুরনারীগণও কুমার দেখিতে গিয়াছেন ও তথায় বসিয়া কুমারের কথাবার্ত্তা শুনিয়া পুলকিত হইতেছেন।

শৈলবালা মালতীর কর্ণে চুপি চুপি বলিলেন,—

"ভাই রাজকুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য? যেন স্বয়ং কন্দর্প। কোমলাঙ্গে যুদ্ধের সময়ে শত্রুরা কতই আঘাত করেছে—নয়? এমন সুচারু দর্শন, সুকুমার কুমারদর্শনে কোন্ মনে না আহ্লাদ জন্মে?"

মালতী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—

"এখনই বেদনা লাগিয়াছে যে! শৈল! কুমার কন্দর্প রূপে আমাদের রতি দেবীকে জয় করিতে আসিয়াছেন; যদি পার কন্দর্পের শ্রী সম্পাদন কর না কেন?"

মালতী আবার শৈলবালার হস্ত ধরিয়া দূরে লইয়া গিয়া কহিলেন,—"শৈল! উচ্ছ্বসিত বাত্যায় তরঙ্গ হইয়াছে বলিয়া কি ম্লান হইতেছ?"

শৈল। যাও, তোমার যেমন কথার শ্রী।

শৈলবালা মালতীর সহিত অন্যমনস্কে কথা কহিতেছেন কিন্তু অস্থির দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে রূপের দিকে ধাবিত হইতেছে।

হঠাৎ এক নিমিষের জন্য কুমারের চক্ষুদ্বয় শৈলবালার অধর প্রতিমায় প্রতিবিম্বিত হইল।

শৈলবালার হস্তের মালা ভূতলে পড়িয়া গেল,—কারণ মালা বলিল আমি তোমার হস্তে থাকিব না। মালার সঙ্গে সঙ্গে আর কি পড়িল ও গেল, অন্য কেহই বুঝিল না, কেবল দুইটি লোকেই জানিল। তাহাদের জানিবার বিশেষ আবশ্যকতা ও সম্ভাবনা আছে বলিয়া এত শীঘ্র জানিল। মনে মনে মনোমালার বদল করিয়া উভয়ে উভয়ের হৃদয় চুরী করিলেন। একজনকে চোর বলা যাইবেনা, দুজনেই এখন চোর। চতুরা মালতী রাজনন্দিনীর পার্শ্বে থাকিয়া সমস্ত চাতুরীই দেখিলেন।

তখন কিছুই ব্যক্ত না করিয়া কুমার দেখিয়া চলিয়া আসিলেন। মালতী অন্য কার্য্যে গেলেন, শৈলবালা মৃদুমন্দ গতিতে নিজ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শৈলবালা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিবুক নিম্নে হস্ত রক্ষা করিয়া কি ভাবিতে বসিলেন। গগনে সন্ধ্যামনির আগমনে নবরাজ নবসমাজে নুতন রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। নগরাভ্যন্তরে প্রতিঘরে নুতন রাজার আবির্ভাবে শ্রবণানন্দদায়ী বাদ্যধ্বনি ঘোষিত হইতে লাগিল। শৈলবালা বসিয়া ভাবিতেছেন। এই সময়ের স্থির মুর্ত্তি যথার্থই মনোহারিণী। রাজপুরীর অদূরে পর্ব্বত দুহিতার বক্ষে সুস্নিগ্ধ সুধাকর রশ্মি পতিত হইয়া অপূর্ব্ব বিমল রূপ ধারণ করিয়াছে; আদরিণী আনন্দে চন্দ্রকিরণ লইয়া স্বীয় অঙ্গে লেপন করিতেছে। যেন আনন্দময়ী ধীর মূর্ত্তি যোগিনী মহাকালীর ন্যায় ধ্যানোন্মত্তা হইয়া আপন মনেই নৃত্য করিতেছে, হরগুণ গান করিতেছে, করতালী দিতেছে। বৃক্ষরাজী নিশীথ সময় পাইয়া আপন আহ্লাদেই আপনি মজিয়া মস্তক নাড়িতেছে ও নদী সোহাগিনীর ক্রীড়া ভঙ্গী দেখিতেছে। শৈলবালা

বসিয়া ভাবিতেছেন। এই সময়ের স্থির মূর্ত্তি ও রূপের ছটা যথার্থই চিন্তাপহারক। মেঘাবলি মধ্য সুশোভিত তারাগণের ন্যায়, কজ্জল কিরণে নয়ন শোভিত হইয়াছে; কেশ দাম এরূপ ভাবে ক্ষিতিতল চুম্বন করিয়াছে, যেন অলিগণ ভ্রমান্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এলো কেশে মধ্য ভালে মোহিনী সিন্দুর বিন্দু, যেন আকাশে অরুণোদয় হইয়াছে। মদন মোহিনীর বদন দর্শন করিলে পূর্ণ শশধরকে মনোহর বলিতে ইচ্ছা করেনা। বিমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁচে কাঞ্চন কান্তি বলিয়া ভ্রম হয়। লাবণ্য বারিনিধির লহরী অথবা তারুণ্য তরুর কুসুমিত শাখা বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সহাস্য বদন দেখিয়া বিকসিত স্থলপদ্ম স্মরণ হয়। শশীমুখী কৃশোদরী—যৌবন সরসীতে কমল কানন মধ্যে মরালের ন্যায় ভাসিতেছে। সৌন্দর্য্য দেখিলে বোধ হয় শশধরের ভাতি ও কনকবরণী নলিনীর শোভা বিধাতা এই উভয়ই এক স্থানে রাখিয়াছেন।—এ রূপরাশি 'মলম্বা অম্বরে তাম্র' অপেক্ষা মনোহারী ও শোভাদায়ক—কারণ ইহা 'বিশুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি।' অধরে নব পল্লব শোভার আবির্ভাব—বাহুযুগলে কোমল বিটপীর শোভা। নবযৌবন বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তিলফুল সদৃশ নাসিকা—কুন্দ কলির ন্যায় দন্তাবলী।

শৈলবালা এখনও সেই রূপে, সেই মূর্ত্তি বিকাসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন। বিহঙ্গমকুল কল্লোলিনীর কল কল রবে মিলাইয়া মধুর তানে মধ্যে মধ্যে গাইয়া প্রাণ কাড়িয়া লইতেছে।

স্রোতস্বতীর মৃদু মন্দ কুল কুল রব, সমীরণক্রীড়া, শৈলবালা এ সকল কিছুই দেখিতেছেন না অথবা শুনিতেছেন না; বিশেষতঃ এ সময়ে তাঁহার নিকট এ সমস্ত স্বাভাবিক প্রীতি সমুৎপাদক হইতেছে না। এখন মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাসই তাঁহার ভাল লাগি-

তেছে, কারণ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কতক পরিমাণে হৃদয়ের রুদ্ধ তাপাগ্নি বাহির হইয়া অনেক উপশমিত করিতেছে। এতক্ষণ পরে শৈলবালা মৃদু মৃদু ভাবে আপন মনে কি বলিতে লাগিলেন—

"অধর ভঙ্গিমা,—অরুণেরেও রঙ্গ দেয়; হাস্যের ভঙ্গিমা দেখিয়া চঞ্চলাও চঞ্চল হয়; মুখ সুধাকর, সুধাকরকেও জয় করিয়াছে,—নয়ন কমল হেরিয়া কমল পুষ্পও বশীভূত হয়;—গাম্ভীর্য্যে রত্নাকর, স্থৈর্য্যে হিমধরাধর, ক্রোধে প্রলয় কালাগ্নি; ক্ষমতায় ক্ষৌণী সদৃশ, বিধাতার কোমল হস্তের সুকোমল মুখ খানি দেখিলে প্রহারোদ্যত শত্রুও নিরস্ত হয়, অঙ্গ সৌকুমার্য্য ও উজ্জ্বল মুর্ত্তি, সুমধুর হাসিতে আন্দোলিত হইয়া মেঘাবৃত আকাশে বিজলী ভ্রমে বিদ্যুৎবৎ খেলিতে থাকে। চিত্তাপহারক মনোলোভী বস্তুর প্রাপ্তিআশা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বোধ হইতেছে; মনোলোভী বস্তু পিতৃদেব সমক্ষে ভিক্ষা করিতে অক্ষম; লজ্জা তাহার প্রধান বাদী, আশঙ্কা মুলীভূত কারণ; যদি জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিলে পাই তবে বলিতেছি—দেব! তোমার সৃজিত জগতের যাবতীয় বস্তু মধ্যে কিছুই চাইনা, কেবল মাত্র এই কমলটি আমায় দাও। দেব! এই দেখ আমার হৃদয় সরসীতে আর কিছুই নাই! আবার বলিতেছি আমার শূন্য সরসীতে পদ্মটীকে ভিক্ষা দাও! ওঃ! জগদীশ্বর কি এত দয়া করিবেন? আমি কুমারের জন্য এত অধীর হইয়াছি, আমার জন্য কি তাঁর অচলচিত্তে কিছু চিত্ত বিকার জন্মিয়াছে? বোধ হয় না; কারণ একে আমি অপরিচিতা, তাহাতে আবার শুনিয়াছি, বীরপুরুষদের মন নাকি পাষাণের ন্যায় কঠিন। তা হলে ত তিনি কখনই অপরিচিতা রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইবেন না? তবে কি মনের আশা মনেই মিশাইবে, নিরাশ সলীলে মগ্ন হইতে হইবে?" ক্ষণেক নিস্তব্ধের পর কহিলেন "তিনি ভাল না বাসেন,

আমি বাসব—চরণে ধরিব, যথার্থই কিছু এত কঠিন নহেন যে চরণ ধরিলে ঠেলে ফেলিবেন? এ মনোবেগ ত কেউ ফিরাতে পারিবে না? মনে মনে যাঁহাকে চিনিয়াছি, যে প্রকারেই হউক আজীবন তাঁহার সঙ্গিনী হইব। এ জন্মে অভাগিনীর হৃদয়ে তিনি ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই। তিনি ভিন্ন এ মনোদ্বার কেহই উদ্ঘাটন করিতে পারিবে না।

শৈলবালার সুকোমল পবিত্রান্তঃকরণের শান্তি কাননে প্রমত্ত প্রণয়মাতঙ্গের এই প্রথম দৌরাত্ম্য। একে কোমল হৃদয়, অল্পেই ব্যথিত হয়,—তাহাতে এ সকল বিষয়ে নিতান্ত অপক্ক ও অজ্ঞ; সহজেই একটু ঝড়ে তরঙ্গাস্ফালিত বারিধির ন্যায় আলোড়িত হইয়া সামান্য বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়।

যখন শৈলবালা একাকিনী নির্জ্জন গৃহ মধ্যে কুমারের সুন্দর রূপের তীক্ষ্ণ জ্যোতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন ও প্রলাপবৎ যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছেন, তখন পার্শ্বস্থিত গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কে একটি রমণী তাঁহার সমস্ত আত্ম কথোপকথন শুনিল। স্ত্রীলোকটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একবার অগ্রসর হইতেছে আবার পশ্চাৎ সরিয়া যাইতেছে। রমণী আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা মালতী, নতুবা শৈলবালার গুপ্ত কথা শুনিতে কাহার এত আবশ্যক ও আগ্রহ? বিশেষতঃ মালতীর ন্যায় কামিনী-কুসুম ভিন্ন এমন স্নিগ্ধময়ী মুর্ত্তিই বা কাহার? মালতী ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া শৈলবালার মুর্ত্তিতে একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। মালতীর পদশব্দে শৈলবালার সুখময়ী চিন্তা অন্তর্হিত হইয়া ভয় ও লজ্জা একেবারে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। শৈলবালা মনে করিতেছেন মালতী যদি শুনিয়া থাকেন!

আবার ভাবিতেছেন শুনিয়া থাকে ত ভালই হইয়াছে ; আমায় আর বলিতে হইবে না।

শৈলবালা আত্ম ভাব গোপন করিবার জন্য প্রতিদিন মালতীর সঙ্গে যে প্রকার ভঙ্গিমায় ও যে প্রীতিদায়িনী মূর্ত্তিতে আমোদাহ্লাদ করেন, আজিও সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আজ চারুমুখে সে মধুর হাসির লেশ মাত্রও নাই। যে অধর পাশে বিজলী-হাস্য-ভঙ্গিমা সুস্থির নদী বক্ষে মৃদু নৈশ বায়ু সঞ্চালিত চন্দ্রলেখার ন্যায় খেলিতে থাকে, কৃত্রিম হাসিতে কি তাহার অনুকরণ হয়? মালতী সমস্তই জানেন, মৃদুমন্দ হাস্যে সরলার প্রাণ চমকিয়া দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যাহাদের হাস্যে ও কৌতুকে পরস্পর পরস্পরের আনন্দাকর্ষণ করিত, আজ্ তাহা অতীব নীরস অনুমিত হইতেছে। যে সরল মুখকান্তি দেখিবার জন্য মালতী সময়ে সময়ে দৌড়িয়া আসিত, আজ্ সে মুখচন্দ্রমা নিতান্ত নিষ্প্রভ। যে সৌন্দর্য্যরাশি তাঁহার যৌবন প্রাসাদের পরম রমণীয় আবরণ স্বরূপ লক্ষিত হইত, আজ্ তাহাও বিবর্ণ বোধ হইতেছে।

মালতী শৈলবালার সমস্ত গুপ্ত কথোপকথনই শুনিয়াছেন, তথাচ তাহা প্রকাশ না করিয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শৈল! আজ্ তোমার এমনতর বেশভূষা ও এভাব কেন? যেন কি অচিন্তনীয় চিন্তাজ্বরে কাতর—একাকিনী কক্ষ মধ্যে মৌনভাবে বসিয়া আছ; ব্যাপারটা কি বল দেখি?"

শৈলবালা লজ্জিতভাবে নম্রমুখী হইলেন ও বলিলেন,—

"কই কিছুই ত নয়? ঘুম্ পেয়েছিল বলে ওরকম বসে ছিলাম—,"

মালতী। বটে!—আমার কাছে বল্‌বে কেন? আরে দশা!

আজ্ একজন পাগল দুর্গদ্বারে বারম্বার একটা কবিতা বলিতেছিল কি?—

"সর বিনা সরোজিনী
ভানু বিনা দিন।
নিশাপতি বিনা নিশা,
হয় প্রভাহীন।"

শৈল। পাগল ত বেশ বুদ্ধিমান্ পাগল! তবে এটি যেন কিসে পড়িয়াছি। ঠিক্ মনে হইতেছে না। (অন্যমনস্কে চিন্তা করিয়া কহিলেন) দূর ছাই! এখন মনে হইবে না।

মালতী। যাক্ ও আর মনে করিয়া কাজ নাই এখন মনে হইবে না, আর কিছু মনে কর। ভালো—ওঃ! পাগলের কথা মনে করিতে যাইতেছ (ওষ্ঠ ধারণ করিয়া) শৈল! অমন করিতেছিস্ কেন ভাই বল্‌না?

শৈল। কি বলিব, তোমার কাছে আমার কোন বিষয়ই ত গোপনের আবশ্যকতা নাই।

মালতী। নাই সত্য কিন্তু এটি যদি থাকে তাহা বলিয়া যে থাকবে মনে করো না। সে সব যাক্ এখন একটি নুতন সংবাদ আনিয়াছি কি দিবে দেও। রাজকুমারের সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা হইতেছে, এতক্ষণ তাই শুনিতেছিলাম; রাজ্ঞীর মত যে বিবাহ দেন।

শৈল। ওসব ঠাট্টা কেন?

মালতী। তবে বলিব না ভাই; যদি চটো তাহা হইলে আর বলে কি হইবে?

শৈল। বলিতে বারণ করিতেছে কে?

মালতী হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "হুঁ কতক বরা"—বলিয়া হস্ত দ্বারা শৈলের গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া এই গীতটি গাইয়া চলিয়া গেলেন।

রাগিণী ইমন কল্যাণ;—তাল মধ্যমান।

তারে ভোলা হোলো দায়
সখি তায়, পড়ে মনে।
কিক্ষণে, সে জনে, হেরেছি, ছিছি, বাঁচিনে॥
লোকে করে লাঞ্ছনা, ঘরে গুরু গঞ্জনা—
সই, কারে কই, তারে বই, সে বিনা যাতনা,
যায় কেমনে॥

শৈল বসিয়া রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

হর্ম্ম্যোপরিস্থিত সুসজ্জিত গৃহে কুমার অজিত সিংহ একাকী নীরবে বসিয়া আছেন ও কি ভাবিতেছেন; অন্য রাজভবনে সকলেই আমোদমদে মত্ত। রাজধানীর সকল স্থানেই প্রায় নৃত্য গীতাদি আমোদজনক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না; কেবল প্রাসাদোপরি নিভৃত গৃহমধ্যে অজিত সিংহ কি ভাবিতেছেন। কি জন্য ও কিসের চিন্তা বলা যায় না। কোন যুদ্ধ বিগ্রহের চিন্তা হইলে একাকী কেন? বীরহৃদয়ে অন্য কি চিন্তা?

কুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "নিশিতে শশির শোভা" "শশিতে নিশির শোভা।"

কটাক্ষশর-সম্ভূত যাতনা অগ্রে বীরত্ব হরণ করে, কমনীয় কান্তিরত্ন যুবকজনের চিত্তাপহারক;—নারী নয়ননিঃসৃত বিজলীর দুর্দ্দান্ত প্রভাব,—রমণীমোহে মুগ্ধ রাজপুতও অধর্ম্মে পতিত হয়। সংসারে যত প্রাণী আছে তাহার মধ্যে কেহ নিরবচ্ছিন্ন সুখী নহে, সংসারে সুখমালা দুঃখসূত্রে গ্রথিত। যে অদ্ভুত ও অপরিজ্ঞেয় পদার্থ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, সে পদার্থ সদয় কি নির্দ্দয় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। যে সংসারে সুখ দুঃখের স্রোত একত্র প্রবাহিত হইতেছে, সেখানে পরিণামে সমধিক সুখ হইবে মনে করিয়া অমিত দুঃখ বা ক্লেশ স্বীকার করাও উচিত নহে। এ সংসার এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইহার মোহিনী শক্তি অতি বিচিত্র। কিন্তু, এরূপ অপরূপ ইন্দ্রজালের নিগূঢ় তত্ত্ব কি, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যে শরীর আজ্ আছে কাল নাই—আজ্ সুখের আলয় স্বরূপ, কাল দুঃখের সাগর বিশেষ। এখানকার কিছুরই আশা ভরসা করা যায় না। ধন, জন, জীবন, যৌবন ও জাতি, কুল, পদ, মান কিছুরই অহঙ্কার করা বিধেয় নহে। এই সংসাররূপ জটিল গ্রন্থি জাল-জড়িত ইন্দ্রজালে একেবারে বদ্ধ হওয়া অপেক্ষা, অনতিদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া উদাসীনের সদৃশ ইহার বাহ্যাভ্যন্তরের অপরূপ রঙ্গ দেখাই ভাল। এরূপ দেখাও জীবের সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বোধ হয় না। এ আকাশের ফাঁদে জীব রূপ ভৌতিক চাঁদ না পড়িয়া থাকিতে পারে না। পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ রূপ মোহিনীমায়ায় কে না মোহিত হইতেছে? কুমার এই প্রকার আপন মনে বলিতে বলিতে শয্যায় শয়ন করি-

লেন, হঠাৎ উন্মুক্ত কক্ষ দ্বার দিয়া একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল। কুমার উঠিয়া বসিলেন। রমণীর আকার প্রকারে সৎকুল-সম্ভূতা বলিয়া বোধ হয় কিন্তু কামিনীর পরিচ্ছদ পরিচারিকার ন্যায়। কুমার সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি প্রয়াসে আসা হইয়াছে?"

অৰ্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী মৃদু মধুর বচন বিন্যাসে কহিল,—

"অতি সামান্য আবশ্যক। কহিতে কুণ্ঠিতা হইতেছি, অনুমতি করিলে সাহসী হই।"

কুমার। নিঃসন্দেহচিত্তে প্রকাশ কর, কোন আশঙ্কা নাই।

রমণী। কতকগুলি নিতান্ত গোপনীয় জিজ্ঞাস্য আছে, তজ্জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট নিভৃত স্থানে কিছুকালের জন্য আপনার অবসর ও সাক্ষাৎ লাভ যাচ্ঞা করিতেছি।

কুমার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন,—

"গোপনে কার্য্য করা রীতি বিরুদ্ধ, তাহাতে অপরিচিতা রমণী। কোন্ স্থানে কোন্ সময় বাঞ্ছনীয়?"

রমণী। রাত্রে যে কোন সময়ে রাজোদ্যানে সোমনাথ দেবের মন্দিরে সাক্ষাৎ পাইলে, বিরলে বাঞ্ছনীয় সমস্তই নির্ভয়ে নিবেদন করিতে পারিব ভরসা করি।

কুমার কিছুকাল আপন মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন তাহাই হইবে।

রমণী। রমণীগণ আত্মপরিচয় দিতে জানিয়াও পারে না। পরে জানিতে পারিবেন, এখন মার্জ্জনা করিবেন, আমি এখন বিদায় হইলাম।

কুমারের নিকট হইতে বিদায় হইয়া মালতী নিজ কক্ষে অন্তঃ-

পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও শীঘ্রই পুনরায় বহির্গত হইয়া দ্বিতল প্রাসাদ হইতে সোপানাবলী অবতরণ করত দুর্গপরিখার মধ্যস্থিত সংকীর্ণ পথাবলম্বন করিয়া নদী তীরে গমন করিলেন। তটিনী-তটবর্ত্তিনী মালতী ধীরে ধীরে স্বচ্ছ শারদীয় চন্দ্রোদ্দীপ্ত কলনাদিনীর স্নিগ্ধ সলিলে বঙ্কিম-গ্রীবা রাজহংসীর ন্যায় চিবুক পর্য্যন্ত জল-নিমগ্ন করিয়া রহিলেন। অনন্ত প্রবাহিনীর অনন্ত স্রোত বাহু প্রসারণ করিয়া মালতীর শরীর লইয়া খেলা করিতে লাগিল। বায়ু-তাড়িত কোকনদের ন্যায় সলিল পৃষ্ঠে ভাসাইতেছে, ডুবাইতেছে স্রোত-তাড়িত গাত্রাচ্ছাদন বস্ত্র স্রোতাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া কটীবসন রাগান্ধ হইয়া ফুলিতেছে। মালতী নিরুপমা সুন্দরী নহেন কিন্তু স্ত্রীলোকের যে সকল সৌন্দর্য্যে সকলের মন হরণ করে, মালতীর তাহার অভাব ছিল না। তাঁহার নাতিদীর্ঘ কেশগুচ্ছ সুনীল জলদানুকারী নহে; অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। বদনখানি চন্দ্রের ন্যায় নহে, বরং চন্দ্রের মত মনোহর ও কোমলত্ব ব্যঞ্জক। চক্ষু পটলচেরা অথচ প্রশস্ত ও ভাসন্ত, সতত প্রভাত পদ্মবৎ ঢলঢলিত। দেহের গঠন অতি কোমল ও সরল। স্নানের পর মালতী আর্দ্র কেশপাশ বিস্তৃত করিয়া একখানি নীল বসন পরিধান করিয়া প্রাসাদপৃষ্ঠে চুল শুকাইতে বসিলে তাঁহাকে কেমন সুন্দরী দেখাইত তাহা যে দেখিয়াছে সেই জানিয়াছে। যেমন সরোবরে গ্রাম্য কুলকামিনীগণ অনুক্ষণ আগ্রীব নিমজ্জিতা হইয়া পদ্মবনে পুষ্পের সহিত মিশাইয়া শোভা পায় তদ্রূপ তটিনী-তরঙ্গ মধ্যে মিশ্রিত প্রস্ফুটিত কামিনীকুসুম, মালতী নদী গায়ে ভর দিয়া, শৈবলিনীর সুললিত লহরী লীলা অবলোকন করিতেছেন, সুস্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলে শরীরের উত্তাপজ্বালা জুড়াইতেছেন; গগনে অসংখ্য হীরকখণ্ড বেষ্টিত, পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জগৎ

সুধা পূর্ণ হইয়াছে। শশধর সুপ্রকাশিত নির্ম্মল স্নিগ্ধ রশ্মিজাল নদীতরঙ্গে প্রবেশ করিয়া ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল ও মধ্যে মধ্যে মেঘের প্রতিবিম্ব পড়িয়া নদীর কাল জল আরও শ্যামবর্ণে রঞ্জিত করিয়া মালতীর মন হরণ করিতেছিল। মালতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিমজ্জন করিয়া উপরে উঠিলেন। যেন কমলবাসিনী দৈত্য দলনা কমল ছাড়িয়া তটিনীতটে উঠিলেন, নলিনী অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমল নেত্র নিমীলন করিল। মালতী পুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

মালতী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিজ কক্ষে গেলেন না, শৈলবালার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শৈলবালার সহিত বাক্যালাপও না করিয়া কক্ষতোরণের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ দালানে লম্বিত ছোরাখানি লইয়া চলিয়া আসিলেন। মালতী কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছেন; শৈলবালা পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া হস্ত ধারণ করিলেন। মালতী ফিরিয়া একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র। এ হাসি টুকু দুঃখ মিশ্রিত, কারণ শৈলবালার এক্ষণকার মলিনবেশ ও রুক্ষ আলুলায়িত কেশ দেখিলে সকলেরই দুঃখ হয়, আবার হাস্যও সম্বরণ করা যায় না।

শৈল। কোন কথাবার্ত্তা নাই, ভিজে কাপড়, হঠাৎ আসিয়া অস্ত্র লইয়া চলিয়া যাইতেছ,—এর কারণ কি? রাত্রে ছোরাই বা কি হবে?

মালতী। আজ্ আমার মহরম তাই ছোরা নিয়ে দুপরে মাতনে মাত্তে যাচ্চি।

শৈল। কাতরস্বরে কহিলেন, "না মালতী তা নয়! তুমি ঠিক্ বল ছোরা কি কর্‌বে?"

মালতী। কোন ভিন্ন স্থানে যাব; রাত্রিকাল, তাইতে ছোরা খান লয়ে যাচ্চি।

শৈল। বাহিরে যাবে সে কি মালতী! এমন কি দরকার? কোথা যাবে বলনা?

মালতী। শুন্‌বে? তোমার কণকবরণী চারুপ্রমদাতরণী প্রণয় সাগরে বাণিজ্য করিতে যাইবে, তাই এক জন ধনাঢ্য বণিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি যদি তিনি সঙ্গী হয়েন।

শৈল। ভিজে কাপড়েও ঠাট্টা! আর কি কত্তে যাচ্চেন তা বল্লিইতো হয়! যা হোক ধন্য সাহস! এই রাত্রে কোথা মত্তে যাচ্চেন, তার ঠিক নাই।

মালতী। যথার্থ ভাই বেস বলেছ, আমারও ভয় ভয় কচ্চে বটে! রাত্রিকাল—তাতে স্ত্রীলোক, থাক্ যাব না, সাহস হয় না। (ছোরা পুনরায় রক্ষা)

শৈল। কিন্তু—যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য সৈন্য সব সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্কের সহিত নগর পরিভ্রমণ কচ্চে—এখন কোন ভয় নাই।

মালতী। (উচ্চ হাস্যের সহিত) তার আর কি সন্দেহ! যাই মরি আর বাঁচি! শুভ কার্য্যে বিঘ্ন নাই শুনেছি! দিনমণি ধরে আনিগে; নয়ন কমল দেখিয়ে বশীভূত কত্তে পারিবে ত?

শৈলবালা। যাও! তোমার জ্বালায় যাই! (অগ্রসর হইয়া মালতীর স্কন্ধে মুখ লুকাইয়া) শীঘ্র এস!

মালতী। (শৈলের অধর ধারণ করিয়া) লজ্জা কি! ধবল-গিরির তলে, নীল নীরদ শোভা পাবে, আমি তাই দেখিব।

শৈলবালা সলজ্জে মৃদু গমনে পালঙ্কে বসিয়া শকুন্তলা হস্তে করিয়া আলোক সম্মুখে পড়িতে বসিলেন।

মালতী ছোরা খানি লইয়া চলিয়া গেল। মালতী কোথায় গেল?

অন্ধকার রাত্রি! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে চপলা

মেঘের কোলে হাসিতেছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ—প্রকৃতি সতী অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। রাত্রির প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইয়াছে। বৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এমন সময়ে একাকিনী স্ত্রীলোক কোথায় গেল?

শৈলবালার নিকট বিদায় লইয়া মালতী বরাবর রাজপথে আসিলেন ও সোমনাথ মন্দিরের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে মালতীর একটি অনেক দিনের পুরাতন গান মনে আসিল। তাহার সঙ্গে আরও অনেক পুর্ব্বস্মৃতি মনোমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। মালতী রাজপথ ছাড়িয়া পথ পার্শ্বস্থ প্রান্তর-বাহী বঙ্কুর বক্র পথ অবলম্বন করিয়া মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন; মাঠে জনপ্রাণীর শাড়া শব্দ নাই। কেবল উচ্চ নীচ মৃত্তিকা ও মধ্যে মধ্যে দূরবর্ত্তী আলেয়ার ন্যায় আলোক দেখা যাইতেছিল। সুপক্ক শস্য শ্রেণীর হরিদ্বর্ণ, রাত্রির অঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, কিছুই অনুভব হইতেছে না। কেবল বায়ুর প্রকম্পনে হৈমন্তিক ধান্য লতা সকলের হুস্ হুস্ শব্দ শুনা যাইতেছিল। মালতী গানটী না গাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না। বোধ হয় এ গানটী তাঁহার অনেক সুখাসুখের কারণ হইবে। নতুবা গানটীর জন্য এত চিত্তবেগ হইয়া উঠিল কেন? মালতী মৃদু প্রক্ষীন স্রোতে মধুর স্বর দোলাইয়া উচ্চকণ্ঠে গানটী গাইতে লাগিলেন।

রাগিণী—বাগেশ্রী।

তাল একতালা।

আর কত দিন হর থাকিব ঘোর অন্ধকারে।
জানি না, জানিবনা সে কারে তোষে স্বাদরে॥

চিরাগ্নি জ্বলন্ত শিখায়, দহে অবলা-হৃদয়
জানিনে জানাবার নয়, রুদ্ধাগ্নি জ্বলে অন্তরে ॥

গানটী গাইয়া মালতীর আশানুরূপ সুখোদয় হইল না। কিন্তু প্রকৃতির যেন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; চপলা মালতী ক্ষণমধ্যেই গম্ভীরা হইলেন। অনেক কথা মনে পড়িল, স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। 'আমি সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কাটাই বলিয়াই স্মৃতি আমার দগ্ধ করিতে পারে না—অন্তরের কথাও তাইতে কেহই জানে না, কিন্তু হঠাৎ আজ এমন হইল কেন? (ক্রন্দন করিতে করিতে) নবম বর্ষ বয়সের সময় পিতা আদর করিয়া বলিতেন 'বিদ্যুল্লতা! মা! তোমার বিবাহ হইবে, ভাল বর খুঁজিতে লোক পাঠাইলাম', কিন্তু তাহাতে আমি উত্তর না দিয়া লজ্জায় তথা হইতে চলিয়া যাইতাম; ভাবিতাম বিবাহ ব্যাপারটা অতি লজ্জাকর। তথা হইতে যাইয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া লুকাইয়া সৈন্যদের যুদ্ধ শিক্ষা দেখিতাম। বিবাহ হইল—সে কাল রাত্রি মনে আছে কিন্তু কাহাকে বিবাহ করিলাম পর দিবস আর দেখিলাম না—সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত আর দেখিলাম না—অদ্যাপিও সেই বাসর গৃহের অবগুণ্ঠন ভিন্ন কিছুই দেখিলাম না। অকস্মাৎ সে সুখশশী এক দণ্ডের মধ্যে যবন রাহু গ্রাস করিল—মা, ভাই, ভগ্নি সকলেই কোথায় অকাল জল প্লাবনে ভাসিয়া গেলেন। পিতা এক মাত্র কন্যা সন্তান আমাকে বুকে করিয়া পলায়ন করিয়া আসিলেন ও মহারাজ জয়সিংহের নিকট আমায় রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কতবার আমার মুখ চুম্বন করিলেন, আমি কত বার বাবা আমায় একলা ফেলে যেওনা বলিয়া কাঁদিলাম। তিনি কহিলেন এখানে থাকিলে আমার

প্রাণ যাইবে, আমার সঙ্গে তুমি থাকিলে তোমার প্রাণ যাইবে। তুমি এখানে সকলকে "মালতী" বলিয়া নামের পরিচয় দিয়া থাক; বাঁচিয়া থাকি দেখা হইবে। ওঃ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখনও মধ্যে২ সেই সকল ঘটনার মূর্ত্তি—সেই যবন বিপ্লব বিদ্যুৎবৎ স্মৃতিপথে খেলা করে। স্বপ্নে কাঁদায়, হাসায়, দগ্ধ ও ব্যথিত করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হর্ষে বিষাদ।

কুমারের রাজধানী গমনের উদ্যোগ হইতেছে। কোলাহলে তুলস্থুল; সৈন্যগণের কলরব, অশ্বের হ্রেষা ও ভেরী শব্দে, রাজভবন কোলাহলময়। সকল স্থানেই কুমারের জয়সূচক মঙ্গল-ধ্বনি ও আবাল বৃদ্ধ সকলেই আহ্লাদিত, কেবল শৈলবালার কর্ণেই এসমস্ত বিষময়ী বলিয়া বোধ হইতেছে এবং তিনিই কেবল বিষাদে মগ্ন। জয়সিংহ কুমারকে কি উপঢৌকন দিবেন ভাবিতেছেন। এ বিষয় মালতীকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় না? তাহা হইলে কিন্তু ইহার প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায়। সে নিশ্চয়ই বলে শৈলবালার সুবর্ণ পিঞ্জরে যোধপুর হিরেমোন্‌টী ধরিয়া দিলে পাখীর "রাধাকৃষ্ণ" বলার উপযুক্ত পারিতোষিক ও জয় সিংহের কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখান হয়। ক্রমে ক্রমে রাত্রি

অধিক হইতে লাগিল। মালতীর কথা অন্তরে জাগরূক—কুমারের নিতান্ত চিত্তচঞ্চলতা ও কৌতুহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। গগণমণ্ডল গাঢ় নীলাম্বরাবৃত হইল, কুমার সকলের নিকট বিদায় লইয়া যোধপুর যাত্রা করিলেন। শৈলের নিকট বিদায় লইতে মনে ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহা পারিলেন না। পারিলেই বা হয় কৈ? প্রথমেই তাঁহার প্রধান লক্ষ্যস্থল রাজোদ্যান। গগণমার্গের শোভা বর্দ্ধনকারী অসংখ্য তারকারাজি বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় অশ্বপদাতিক সম্বেষ্টিত অজিত সিংহ নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। অদূরে রাজোদ্যানে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সোমনাথ দেবের মন্দির দৃষ্ট হইতে লাগিল। কুমারের দৃষ্টি সেই দিকে,—যাহার যে ভাবনা। অজিত সিংহ অবিচলিত চিত্তের সঙ্গী হইয়া গমন করিতেছেন। হঠাৎ অনতিদূরে অশ্বের পদধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। সকলকে সেই দিকে লক্ষ্য করিতে কহিলেন। সৈন্যেরা দেখিয়া আসিয়া কহিল "কতকগুলি সসস্ত্র অশ্বারোহী সৈনিক জয়পুরাভিমুখে আসিতেছিল, আমাদের দেখিয়া এই পার্শ্ববর্ত্তী বন মধ্যে লুকাইত হইল। পরিচ্ছদে বোধ হইল বিজাতীয় সৈন্য হইবেক।" কুমারের মনে ভাবনা হইল পাছে দুষ্ট যবনেরা গুপ্তভাবে নগর প্রবেশ করিয়া পুনরায় জয়পুরাক্রমণ করে? বিশেষতঃ এক্ষণে অধিক ভাবনা হইবারই সম্ভব, যে রাজ্য আপনার সাররত্নের ভাণ্ডার তাহার অমঙ্গলাশঙ্কায় ভাবনা না হইলে আর কিসে হইবে? সেনাপতিকে ডাকিয়া কহিলেন "তুমি সমস্ত সৈন্য লইয়া তাহাদিগের অনুসরণ কর; শত্রুপক্ষীয় হইলে রণভেরীর ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদের আক্রমণ করিবে; আমি ভেরী সঙ্কেতানুসারে তথায় যাইয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব; আর যদ্যপি কোন সহকারী রাজসৈন্য হয়, তবে ফিরিয়া আসিয়া ঐ সোমনাথ মন্দিরপার্শ্বে রাজোদ্যানে

আমার জন্য অপেক্ষা করিও। আমি বিশেষ আবশ্যক হেতু ঐ মন্দিরে অবস্থিতি করিব।"

কুমার-সেনাপতি অবন্তীকুমার যুবরাজের আদেশানুসারে উপরি উক্ত অপরিজ্ঞাত সৈন্যানুসরণে গমন করিলেন; কুমার অজিত সিংহও সতর্কতার সহিত একাকী মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

রাত্রি ঘনান্ধকার, অমাবশ্যা। সমীরণ গভীর গর্জ্জন করিতেছে, তৎকর্ত্তৃক তাড়িত উদ্যানপ্রান্তবাহিনী স্রোতস্বতী কল কল রবে বায়ুর সহিত কলহ করিতে২ আর্ত্তনাদ করিতেছে; তটোপরি কাননাভ্যন্তরে উচ্চ দেব মন্দির। চতুর্দ্দিকের মধ্যে কোন স্থানে কাহারও বসতি নাই। কেবল সেই কলকলনাদিনী বহুজলপূর্ণা নদী আর তুঙ্গ শিখরশালী সোমনাথ মন্দির। নিকটে নিবিড় বন, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ তরু লতা কণ্টকাদিতে দুর্ভেদ্য। মন্দির মধ্যে সামান্য একটি মৃত্তিকাধারে ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে। সম্মুখে রজত-ময় শান্তমূর্ত্তি শিবলিঙ্গ স্থাপিত। ভগবানের দক্ষিণ পার্শ্বে এক খানি কাষ্ঠাসনে পূজার উপকরণীয় ফল, ফুল, চন্দন ও নৈবেদ্যাদি রহিয়াছে। একলিঙ্গের সম্মুখে বদ্ধকৃতাঞ্জলি করপুটে গললগ্নী-কৃতবাসা সুঠাম গঠন একটি রমণী উপবিষ্টা। রমণী মণিমুক্তা-হার বিভূষিতা। কুসুমজড়িত কুটিল কবরী ফণিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্বর্ণ চম্পক লতা সদৃশ শোভমানা কামিনী শিবারাধ-নায় নিবিষ্টা।

মন্দির দ্বারে মৃদু আঘাত হইল, রমণী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দ্বার মোচন করিলেন। মনোহর বেশধারী কুমার অজিত সিংহ মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যুবক ও রমণী উভয়ে শীলো-পরি উপবেশন করিলেন। উপবিষ্টা রমণী পূর্ব্বপরিচিতা মালতী, এখন ষোড়শী অপেক্ষাও যুবতী প্রতীয়মাণা হইতেছে।

সে অপরিস্কার বেশ ও গম্ভীরতার লেশ মাত্রও নাই, এখন মুখ ভঙ্গিমার সহিত হাস্যে মধুর হাসিনীকে নিতান্ত রসিকা ও চঞ্চলা দেখা যাইতেছে।

কুমার। আসিবার সময় একজন দাসী সঙ্গে করিয়া আসা উচিত ছিল। একাকিনী আসা বিধেয় হয় নাই।

মালতী। যুবরাজ! দাসীর দাসী পাওয়া কঠিন।

কুমার। রাজকুমারীর দাসী সৌভাগ্যবতী।

মালতী। যদ্যপি সুখী হয়েন, তবে তাই।

মালতী বুঝিলেন রাজকুমারীর প্রতি অজিত সিংহের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; অতএব ইহাঁকে শৈলবালা বিষয়ক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাধা নাই। মালতী হাসির সঙ্গে মিশাইয়া ধীরে২ কহিলেন,—

"যুবরাজ! আপনি বীরপুরুষ সত্য, প্রকৃত যোদ্ধাও বটেন, কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি কখনও কাহার নিকট কোন প্রকার যুদ্ধে পরাজিত হয়েন নাই?"

কুমার। আমি অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছি বটে কিন্তু যে দিন তোমাদের দেশরক্ষার্থ যবন যুদ্ধে জয়ী হইয়া জয়পুর যাই, চতুরে! সেই দিবস তোমার লক্ষিত সংগ্রামে পরাস্ত হওয়ায় হৃদয় চিরাধীনতায় আবদ্ধ হইয়াছে ও সেই মুহূর্ত্ত হইতে অসহ্য মনোবেগ সহ্য করিতেছি।

মালতী মনে মনে ভাবিলেন পরস্পর উভয়েই তবে জালে পড়িয়াছেন। পুনরায় কহিলেন,—

"কুমার! কৌমুদী জলধিজল আকর্ষণ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বাসন্তী লতা মৃদু হিল্লোলেই কম্পিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করে।"

মালতী ও কুমার উভয়ে কথোপকথন করিতেছেন হঠাৎ বাহিরে মনুষ্য পদ শব্দ হইল, সন্দিগ্ধচিত্ত মালতী তাহা শুনিলেন ও কুমারকে বলিলেন "বাহিরে মনুষ্য পদশব্দ শুনা যাইতেছে" কিন্তু অজিত সিংহ এ শব্দে মনোযোগ না করিয়া কর্ণপাত করিলেন না। বিষম বিপদের সূত্রপাত হইল। সুচতুর সম্রাটসেনাপতি আসাদ খাঁ কতক সৈন্য লইয়া কুমারের পশ্চাদনুসরণ করতঃ এই নিশীথ সময়ে বিজন বন মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন; কুমারকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছেন, এবং তাঁহারই অগ্রপ্রেরিত কতকাংশ জয়পুরাভিমুখীন সৈন্যের অনুসরণে কুমারের সমস্ত সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে। সম্রাটের নিকট অপমানিত আসাদ এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পুনরাক্রমণে স্থিরসংকল্প করিয়া আসিয়াছেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শুষ্কপত্র দলন শব্দ হইতেছিল কুমার তাহা শুনিয়াছিলেন আবার জন সমাকীর্ণ স্থানের ন্যায় কুল কুল শব্দ শুনিতে পাইলেন। এবার আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, সন্দিগ্ধ চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে নিশ্চয়ই ইহা কোন শত্রুপক্ষীয় গুপ্তানুসন্ধান।

নিষ্কোষিত অসি হস্তে কুমার অজিত সিংহ মন্দির দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, দেখিলেন দেবালয় সৈন্যমণ্ডলী বেষ্টিত। প্রথমে মনে করিলেন এ সমুদয় তাঁহারই সৈন্য। পরক্ষণেই বুঝিলেন তাহার যবন সৈন্য। কুমার বিশেষ বিপন্ন হইলেন। একক হইলে তাদৃশ ভাবনার উদয় হইত না কিন্তু সঙ্গে স্ত্রীলোক। অনন্যোপায় হইয়া মালতীকে কহিলেন "আমাকে এখন নিশ্চয়ই অসির সাহায্য লইতে হইবে, অথচ বোধ হয় তাহা ব্যর্থ হইবে। তথাপি যত পারি যবন বিনাশই আমার জীবনের শেষ কার্য্য। তুমি এই অবসরে মন্দিরের গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন কর। আমি তোমাকে

নির্ব্বিঘ্নে গুপ্তদ্বার দিয়া রাখিয়া আসিতে পারিতাম কিন্তু পাছে শত্রুগণ আমাকে ভীত মনে করিয়া নিষ্কলঙ্ক রাজপুতকুলগৌরবে ভীরুতাপবাদ ঘোষণা করে, এই আশঙ্কায় যাইতে পারিলাম না। তুমি যাও—অতল জলে নিমগ্ন হইলেও জীবাত্মা দেহে থাকিতে তোমার সখীর মুর্ত্তি অজিত সিংহের স্মৃতিপথের পথিক থাকিবে। মালতী সাহসহীনা রমণী নহেন। অনায়াসে কহিলেন,—

"রাজকুমার! তবে পরিণাম না দেখিয়া যাইব না।"

কুমার বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন,—

"তবে থাক—রাজপুত মহিলার উপযুক্ত কার্য্য কর। আমি চলিলাম—আর অপেক্ষা করিতে পারি না।"

কুমারের বাক্যানুসারে মালতী গুপ্তদ্বারের নিকট যাইয়া অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিল। কুমারের এইরূপ সম্মুখীন হইতে বিলম্ব দেখিয়া আসাদ মনে করিলেন, রাজপুত তনয় ভীত হইয়াছেন ও মন্দির প্রাঙ্গণে কুমারের সম্মুখে আসিয়া বিকৃত মুখভঙ্গিমার সহিত কহিলেন,

"বীরবর! রাজপুতবিক্রম বুঝি অসময়ে ভবানীর আশ্রয় লয়? ছি ছি—কৈ বীরত্ব কোথা গেল? অগ্রসর হউন।"

রাজকুমারের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, তাঁহার হৃদয় ডাকিয়া বলিতেছিল এখনও বিলম্ব? স্বহস্তে রাজপুতকুলে এ কলঙ্ক লেপন করিতেছ কেন?

মোগলসেনাপতি, অজিত সিংহকে স্তম্ভিত দেখিয়া সিংহের ন্যায় গ্রীবা ভঙ্গির সহিত স্বসৈন্যগণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

"আবুল! ভীত শৃগালকে জীবিতাবস্থায় ধৃত কর। ইহার জন্য নুতন শাস্তি সৃষ্টির আবশ্যক।"

আবুল। যো হুকুম জাঁহাপনা! এ জানওয়ারের তৈল

প্রস্তুত করিলে অনেক রোগ ভাল হবে। আর এ গাছ্ড়ার গুণে অনেক বড় বড় বৈদ্য হাতে পাওয়া যাবে। (কুমারের দিকে অগ্রসর হইয়া) বাবাজি! আর ভাব্‌চো কি? এস নেবে এস। সময় গুণে নরম গরম হইয়াই থাকে।

বিশুষ্ক কাননে অকস্মাৎ ভীম দাবানল প্রবেশিয়া বনরাজি ভস্মীভূত করিল; কুমারের মনে তীব্র ক্রোধানল প্রচণ্ড শিখায় জ্বলিয়া উঠিল, আরক্ত নেত্রে অনল ছুটিল, সুষুপ্ত ভুজঙ্গ প্রহারক-কে ফণা বিস্তারিয়া ক্রোধে দংশিতে ছুটিল। শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় কুমার ঘূর্ণিত অসিহস্তে যবনসেনাতরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন ও চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"পিশাচ! ম্লেচ্ছ! মনে করেছিস্ বিনা রক্ত পাতে রাজপুত দেহ স্পর্শ করিবি? দেখ্ রাজপুতেরা শত্রুসম্মুখে সমরক্ষেত্রে কি প্রকারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্যজাতির গৌরব বর্দ্ধন করে।"

ক্রমে মন্দির দ্বারপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসাদ তাঁহার অপর সৈন্যগণকে চীৎকার শব্দে কহিতে লাগিলেন—

"কেহ কুমারের শরীরে অস্ত্র স্পর্শ করিও না, আমিই রণসাধ মিটাই। সকলে আমার নিকট থাক মাত্র।"

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অসিযুদ্ধ হইল, কিন্তু বর্ষোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্তম্ভিত মোগলসেনাগণ জলপ্রবাহবৎ অজিত সিংহের উপর পড়িল; আশ্চর্য্য শিক্ষাগুণে কুমার অনায়াসেই তাহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। অসির অব্যর্থ চালনায় একে একে অগ্রগামী সম্মুখীন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিলেন। যদিও এরূপে যুদ্ধ করায় অনেক যবন সেনা ধ্বংস হইল তথাচ সহস্রের নিকট একের বিক্রম নিশ্চয়ই ক্ষণকাল স্থায়ী। অজস্র রক্ত নির্গমনে হস্তপদ

ক্লিষ্ট ও শিথিল হইয়া কুমারের হস্তস্থিত অসি খসিয়া পড়িল ও তিনি অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

আসাদ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে কুমারের সর্ব্বাঙ্গ শরীর লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। তখন দুই জন সেনানায়ককে কহিলেন,

"দেখ তোমরা অতিশয় সতর্কতার সহিত শিবিকা করিয়া ইহাকে দিল্লী লইয়া যাও, রাজকুমারের শরীরের প্রতি অন্য কোন অত্যাচার হইলে তোমাদের প্রাণদণ্ড করিব। আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। তোমরা এখনি রাজকুমারের দেহ এস্থান হইতে লইয়া যাইয়া বনমধ্যে লুক্কায়িত রাখ। তথা হইতে শিবিকায় রক্ষা করিয়া সাবধানে এই রাত্রেই দিল্লী লইয়া যাও; এস্থানে আর তিল মাত্রও বিলম্ব করিও না; কারণ কুমারের প্রেরিত সৈন্য সকল এখনই প্রত্যাগমন করিবে; তাহারা ইহার কিছুই অনুসন্ধান না পায়। যাও খুব হুঁসিয়ার। আমি চলিলাম।" হতচেতন অজিত সিংহকে দিল্লী প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিয়া সুচতুর আসাদ, জয়পুরাধিপতি এ সমস্ত জানিতে পারিয়া পাছে সতর্ক হন ভাবিয়া ত্বরায় সৈন্য সহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং পুনরায় পার্ব্বতীয় প্রবাহিনীর তটবর্ত্তী বন মধ্যে অতি দুর্গম ও মনুষ্য সমাগম শূন্য পথে চলিলেন।

এদিকে কুমারের প্রেরিত সৈন্যদল যবন সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে দলিত করতঃ রক্তস্রোতে জয়পুর রাজবর্ত্ম প্লাবিত করিয়াছে, সন্নিকট বাসী মনুষ্য মাত্রেই যুদ্ধের শব্দে স্ব স্ব প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে, নগররক্ষকগণ সভয়ে পলাইয়া যাইয়া রাজধানীতে সম্বাদ দিতেছে, মহাপ্রলয় কালাগ্নির ন্যায় তুমুল রণকোলাহল ও প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগণের জয় শব্দে জয়পুর স্তম্ভিত হইয়াছে। কুমার সেনাপতি অবন্তী তাঁহার জয়ী সৈন্য

সমভিব্যহারে কুমারের কথিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে আগমন করিলেন। সোমনাথ মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ ভূমিতে রাশীকৃত নরদেহ স্তূপাকারে পতিত, নরমাস ভোজী ও শোণিতপায়ী জন্তু সকল শব লইয়া টানাটানি করিতেছে।

অবন্তীকুমারের মনে অন্য ভাবের উদয় ও অমঙ্গল ঘটনার আশঙ্কা হইল। ক্রমে আরও সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। অবন্তী চিন্তাকুল হৃদয়ে আরও কুতূহলী ও ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তিনি সন্দিগ্ধ চিত্তে মন্দির দ্বারের নিকট যাইয়া মৃদু আঘাত করিলেন। কোন উত্তর পাইলেন না, দ্বারও খুলিল না; কারণ মল্লিতী যাইবার সময় তাহা রুদ্ধ করিয়া গিয়াছে; বোধ হইল মন্দির মধ্যে কেহ আছে নতুবা দ্বার রুদ্ধ কেন? কুমার সেনাপতি পুনরায় আঘাত করিলেন। কোন উত্তর পাইলেন না। তখন নিশ্চয় ভাবিলেন বুঝি যোধপুর আশাতরু অস্পৃশ্য যবন কাল কবলে নিপতিত হইয়া এই অনাথদিগকে অকালে নিরাশ সলিলে ভাসাইয়া শত্রুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। অবন্তী-কুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সজোরে মন্দির দ্বারে আঘাত করিবামাত্র জীর্ণদ্বার ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গেল। যবন শোণিত রঞ্জিত অসিহস্তে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শিব লিঙ্গ ব্যতীত আর কেহই নাই।

টীপ্ টীপ্ করিয়া আলোক জ্বলিতেছে। তখন স্থির নিশ্চয় করিলেন কুমার যবনকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছেন। যবন দ্বারা হত হইয়া থাকিলে অবশ্যই এস্থানে মৃতদেহ পাওয়া যাইত, বোধ হয় দুষ্ট যবনগণ তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। অবন্তী নিতান্ত সন্তাপ দগ্ধ হইয়া আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"এখন উপায় কি। কেনইবা আমরা যবনানুসরণে যাইয়া

যোধপুর জীবনকে অকুল যবন সেনাতরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া এই অনিষ্ট ঘটাইলাম। যুবরাজ অবর্ত্তমানে রাজ্য কি দুর্দ্দশাপন্ন হইবেক। দুষ্টগণ যখন তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে। তখন অবশ্যই রাজ্যাক্রমণ চেষ্টাও করিবে। কোন্ দিকে যাই? কি করি? উভয় বিপদই সমধিক বলবতী। এদিকে কুমারের জীবন, অপর দিকে রাজ্য; সহস্র উপায়ের নিকট অল্প বলের প্রাধান্য কতক্ষণ স্থায়ী? বিশেষতঃ সৈন্য মণ্ডলীতে এ সম্বাদে কেনা ভগ্নোৎসাহী হইবে? যাহা হউক যতক্ষণ প্রাণ আছে চেষ্টার ক্রটী করা অবিধেয়। ভাগ্যচন্দ্রের মেঘাবৃত উদয় কি দুর্ঘটনারূপ ভয়ানক ঝঞ্ঝায় পরিণত হইল। সৌধ শোভিত কুসুম প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া বন্য জন্তুদিগের হস্তে ন্যস্ত হইল! কি দুর্ভাগ্যের দুর্ঘটন? (বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া) যদ্যপি এ পামর কৃতঘ্নেরা, প্রভুর নিকট উপস্থিত থাকিত তবে কি এই হতদেহে রক্তস্রোত বহমান্ থাকিতে, এই দৃঢ় কবলিত অসি রাজপুত হস্তে থাকিতে, কেহ কুমারের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিত! এখন করি কি? নির্লজ্জ বদন দেখাই কারে? যাই কোথায়? হতাশ-হৃদয় কি লইয়া যোধপুর যাইবে? একাকী যাইব? কখনই না? যে দেশে আর্য্যবংশাবতংশ মহাবীরগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যে দেশে স্বর্গাবতীর্ণা ভাগীরথী প্রবাহিতা, যে দেশ দেবগণের একমাত্র প্রিয় লীলাস্থল—সে দেশের ছিন্নমুকুট বিজাতীয় পিশাচ পদতলে দলিত দেখিয়া, কাপুরুষ দৃষ্টান্তস্থল, ভীরুগণের ন্যায় সহ্যগুণে দীক্ষিত হইব? তেজস্বী মনে ক্রোধানল জ্বলিত হইবে না? আশ্বাস প্রদায়িনী আশার বিশ্ববিমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইব? চির প্রবাস শ্রেয় তবুও না—! স্বদেশবাসী ভ্রাতাগণ অবশ্যই বীরধর্ম্মের প্রধান কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে; ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত যবন গর্ব্ব খর্ব্ব করা,

স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা—"হর হর ভবানী" ধ্বনিতে হিমাদ্রি শিখর হইতে সমুদ্রতল পর্য্যন্ত জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ভেরী শব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করা, কি সমস্ত ভারতবাসী একত্র হইয়া এক একগাছি যষ্টি ধারণ করিলেও হয় না? (সৈন্যদের প্রতি) ভ্রাতাগণ! সকলে বীরধর্ম্মানুগত হইয়া তোমাদের মাতৃভূমি উদ্ধারে সজ্জিত হও! যদিও শিরোমণি অস্তমিত তথাচ রাজপুত রক্ত দেহে সঞ্চালিত হইতেছে—বীর-জন সুলভ পরাক্রম দেখাও—জগৎ দেখুক্!— তোমাদের ডমরু নিনাদে ভুজঙ্গ ফণা আস্ফালিয়া নাচুক্, মণ্ডুক সভয়ে বিবরে প্রবেশ করুক্—যবন হৃদয়ে আশঙ্কা প্রখর কিরণে কর দিউক্;—স্থিরনিশ্চয় হও যে মাতৃভূমি কখনই যবন দাসত্ব শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইতে দিব না। শিঞ্জনী শিঞ্জনে—অস্ত্রের ঝঞ্ঝনে ঘোর সিংহনাদে গর্জ্জিয়া—পূর্ব্বপুরুষগণ যাহার রক্ষণ করিয়াছেন—আজ্ চন্দ্র বিহনে নক্ষত্রে কি তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না? অবশ্য পারিবে—কেন পারিবে না? মৃগেন্দ্র প্রভৃতি আতঙ্ক রণশঙ্খনাদে জগৎ প্রতিধ্বনিত করিয়া যবন কবলিত যোধপুর মস্তক ভূষণ সজোরে—সতেজে—যবনকুল নিষ্পেষিত করিয়া আনিগে চল। এই রণবেশেই সকলে চল।" সৈন্যগণ একস্বরে "তীব্র মন ক্রোধানল আমাদিগের চালাইতেছে, চল শীঘ্র চল। জয় হর হর ভবানী!" বলিয়া সজোরে ধাবিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

উন্মাদিনী।

মালতী এই সমস্ত অভাবনীয় ব্যাপার দর্শনে মনোবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া এক প্রকার পাগলিনী বিশেষ হইয়াছে। তাহার মুর্ত্তি এখন ভিন্ন প্রকার। অর্দ্ধেক অঞ্চল ছিন্ন, রুদ্রমূর্ত্তি ভৈরবীর ন্যায় কেশ সকল উন্মুক্ত হইয়া বায়ুতে উর্দ্ধমুখীন হইয়া উড়িতেছে; অঙ্গাভরণ সকল কোথায় কি পড়িয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। একে এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তাহাতে আবার শাণিত ছুরিকা হস্তে, দরধারে প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতুল্য রুষ্ট চক্ষু দিয়া জল পড়িয়া বুক ভাসিয়া যাইতেছে। জীবন্ত দেবী মুর্ত্তি স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? ক্রোধাধীরা স্বর্ণমুক্তাময়ী প্রতিমা অধর দংশন করিতে করিতে সংলগ্ন ক্ষুদ্র রন্ধ্রমুখে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ধীরে ধীরে পরে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

বনমধ্যস্থ জটিল বক্র পথাবলম্বনে রাজপ্রাঙ্গনস্থ কাননে প্রবেশ করিল। অদূরে জয়পুররাজাট্টালিকার শ্বেতাঙ্গ দেখা যাইতেছে; দুর্গমধ্যে সৈন্য সকল ভয়ানক কোলাহল করিতেছে, ক্ষিপ্তার ন্যায় মালতী আলুলায়িত কেশগুচ্ছ উড়াইতে উড়াইতে খড়্কী দ্বার দিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল।

মালতী সেই মুর্ত্তিতে একেবারে শৈলবালার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল শৈলবালা চিবুক নিম্নে হস্ত রক্ষা করিয়া কি ভাবিতেছে। সুন্দরীর সুন্দরাঙ্গও চিন্তারাজের বশীভূত হইলে

বিকৃত হয়? সুবঙ্কিম ভ্রূযুগের স্থিরভাবও মুখ ভঙ্গিমার গম্ভীরতার উপর লীন হইয়া পড়িয়াছে। যেন স্বচ্ছ সলিলে নীলমেঘের প্রতিবিম্ব পড়িয়া অথবা একমাত্র নীলাম্বরে চন্দ্রমার অঙ্গাবৃত হইয়া রত্নমণ্ডিতা সুন্দরীর লোকাতীত অল্পান্ধকারময় প্রতিরূপ হইয়াছে। মালতীর কক্ষ প্রবেশ মাত্রেই শৈলবালা চমকিয়া উঠিলেন ও সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন?

মালতী একি? একি মালতী? এ আবার কি বেশ? কি ভয়ানক—! এ কি হইয়াছে মালতী!! অমন্ করিয়া চাহিতেছ কেন? উঃ! ছোরাহস্ত এ ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি কেন? মুক্তকেশী রণকালীর মুর্ত্তিও এত চকিত ভাবাপন্ন ও ভয় প্রদর্শিকা নহে।"

শৈলবালা মালতীকে এই কথা বলিয়াই সেই মুহূর্ত্তে অধরে মৃদু হাসিলেন—এমন সময় হাসিলেন কেন? ভাবিলেন মালতী আমাকে রঙ্গ করিয়া ভয় দেখাইতে আসিয়াছে। কিন্তু তদুত্তরে তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়ান্বিত ও ভীত হইলেন কারণ মালতী তাঁহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া উন্মাদ সুলভ মর্ম্মভেদী তীব্র কটাক্ষে হাস্য ভঙ্গিমা দেখাইয়া শৈলবালার কোমল হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময় জন্মাইয়া দিলেন।

শৈলবালার মুখ খানি প্রদোষের নলিনীর ন্যায় ক্রমে ম্লান হইয়া আসিল। মনোমধ্যে বিবিধ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল, কিন্তু চিন্তা করিতে আর অধিক সময় পাইলেন না। বিশেষতঃ স্বচক্ষে দেখিতেছেন।

যাহার সহিত শৈশবাবস্থা হইতে একত্র বাস, একত্র ভোজন, একত্র শয়ন করিয়া আসিয়াছেন সম্মুখে সেই সঙ্গিনী ভয়ঙ্কর উন্মত্তবেশা— তখন আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া শঙ্কিত হইয়া কহিলেন,—

"মালতী তোমায় দেখে আমার ভয় হইতেছে; আমি সকলকে ডাকি।"

মালতী এখন প্রকৃত উন্মাদিনী, কি করিতে কি হইল ভাবিয়াই পাগলিনী। উন্মাদিনীবেশা মালতী বিকৃত মুখভঙ্গিমার সহিত শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—

"শৈল! কাহাকেও ডাকিতে হইবে না—আমি যাইতেছি—একেবারেই যাইতেছি,—আর আসিব না!—আর দেখিতে পাইবি না। তোর আশাবীজ রোপিত ভূমিতে এতদিনে যবন দস্যু কণ্টক রোপণ করিল। ওঃ কি হইবে?—কুমার বন্দী!—"

বন্দী শব্দ কর্ণে যাইবামাত্র শৈলবালা মালতীর মুখের দিকে নিস্পন্দের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। নয়নযুগলে মুক্তাফলের ন্যায় সলিল গলিত হইতে লাগিল; উচ্চৈস্বরে "কি! বন্দী?" বলিয়া কদলীতরুর সদৃশ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িয়া গেলেন।

মালতী। আর সহ্য হয় না,—চলিলাম আর না রে—শৈল! তোকে ফেলিয়া চলিলাম! মরিস্ না। আমি না আসিলে মরিস্ না, হতভাগিনীর কথাটি রাখিস্; আমি তোকে না দেখিয়া মরিব না।

এই বলিয়া মালতী ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলেন।

মালতীর চীৎকার ও শৈলবালার পতন শব্দ শুনিয়া শৈলবালার সখীদ্বয় পার্শ্বস্থিত গৃহ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া শৈলবালার মস্তকে ও মুখে জল সেচন ও বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরিমাণে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে শৈলবালা আপনা আপনি উঠিয়া বসিলেন ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমারই জন্য তাঁহার এ দুর্দ্দশা ও বিপৎপাত হইল।

তিনি ত পঙ্কজাত পদ্ম সদৃশ নীচকুলোদ্ভব নহেন, তিনি বহ্নি হইতে প্রজ্জ্বলিত বহ্নির ন্যায় সুরবংশ সম্ভূত। বিধির কোমল হস্তের কঠোর লিপি কি এই হতভাগিনীরই নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল? পুষ্পটী ভাল করিয়া প্রস্ফুটিত না হইতেই মধ্যে কীট জন্মিল?"

শৈলবালার আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। অবশ মস্তক ভরে গ্রীবা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সখিদ্বয় উরুবাস ও কটিবন্ধ মোচন করিয়া শীতল তুষার বারি উরষে ও বদনে বর্ষন করিয়া শ্বেত প্রস্তর পুত্তলীসদৃশ শৈলবালাকে শয্যায় তুলিল। ক্ষণ-কাল পরে চেতনা পাইয়া আবার উন্মত্তার ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"যে সুভাগিনী তোমার প্রণয় রাজ্যের রাণী তাহার কাছে স্বর্গ তুচ্ছ পদার্থ জ্ঞান হয়। কিন্তু ইহা বিধির বিহিত বিধান হয় নাই। তরুভ্রষ্ট বিশুষ্ক কানন বল্লরীর উপর বজ্রাঘাত কেন? তিনিই হৃদয়ের অধীশ্বর। কিন্তু এটি তাঁহার অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। যে শশধর অনন্ত জলধিজলে ক্রীড়া করে, ক্ষুদ্র সরসীনীরে কেমন করিয়া তাহার ক্রীড়া সাধ মিটিবে? এত দিনে হৃদয়বৃন্তে যে কুসুম ফুটিল, দুরন্ত যবনগণ তাহা ছিঁড়িল। সমর ক্ষেত্রে যাঁহার কিরণ মধ্যাহ্ন তপন সদৃশ রণরঙ্গে উত্তেজিত হইয়া সৈন্যের হৃদয়ে বিদ্যুৎবৎ খেলিত, এখন কি সে গৌরবরবি অস্তমিত হইয়া ক্রমশঃ নিবিয়া গেল?"

শৈলবালার এরূপ প্রলাপে সহচরীদ্বয় নিতান্ত উৎকণ্ঠিতা হইল। শৈলবালার বিকল হৃদয় বায়ুতাড়িত মৃণালের ন্যায় শোকসাগরে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিতেছে। সহচরীদ্বয় যত্ন-সহকারে শৈলবালাকে পালঙ্কে শায়িত করিল, কিন্তু অভা-

গিনী আর নয়ন মেলিয়া চাহিলেন না। কেবল একবার অকস্মাৎ পাগলিনীর ন্যায় তীব্র জ্যোতিঃ পরিপূর্ণ চক্ষে শূন্য পানে চাহিয়া তীরবেগে উঠিয়া শয্যায় বসিলেন ও উন্নত কণ্ঠে কহিলেন,—

"প্রণয় হীন পরিণয়—পরিমল হীন পুষ্প—মণি হীন ফণি দারুণ দুঃখের] নিদান। মধুহীন মধুচক্রও মক্ষিকা পূরিত!"

পুনরায় অচেতনের ন্যায় শয্যায় পড়িলেন। সে রাত্রি প্রভাত হইল; তৎপর দিবস ও পুনরায় আবার কাল রাত্রি আসিবার সময় হইল, তথাচ শৈলবালার চক্ষু মুদিত থাকিল।

অদূরে যবনদিগের 'আল্লা আল্লা হো' ধ্বনিতে জয়পুর স্তম্ভিত হইতে লাগিল। কেবল রণশব্দ ও ভয়ঙ্কর কোলাহল ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। শৈলবালা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন—সহচরীদ্বয় বিহ্বলা হইয়া গৃহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া শৈল-বালার নিকট বসিয়া আছে। জয়সিংহ তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া রণপ্রাঙ্গনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

তুমুল আর্ত্তনাদ সহ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। কখন "জয় সম্রাটের' কখন "জয় রাজপুত রাজার" এই শব্দ শুনা যাইতেছে। জয়পুর সমর তরঙ্গে ভাসিতেছে।

———

দশম পরিচ্ছেদ।

অগ্নিকাণ্ড।

দিবা অবসান হইতেছে। ভক্তগণের রক্তচন্দনের অর্ঘে অনু-লিপ্ত হইয়া রবি রক্তবর্ণ হইয়াছেন। রবির কিরণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন পরিত্যাগ করিয়া তরু শিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিল। রবির গমনে সন্ধ্যার আগমন হইল। সন্ধ্যাসমীরণে তরুগণ বিহঙ্গদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। কমলেশ, শশধরকে আপনার রাজ্যভার দিয়া আপন জায়া ছায়াকে সঙ্গে লইয়া একেবারে পুরমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

সমর প্রাঙ্গণ হইতে মোগলগণের জয় শব্দ ভিন্ন অন্য কোন কোলাহল শ্রুত হইতেছে না। জয়সিংহ সমরক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছেন; অবশিষ্ট সৈন্যগণ এখনও সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নাই—অসমসাহসে যুদ্ধ করিতেছে। রাজপুরী মধ্যে পুরনারী-ব্রজ, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সতীত্ব রক্ষার জন্য অন্তঃপুর মধ্যে অগ্নি-কুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া রক্তবসন পরিধান করিয়া আলুলায়িত কেশে তাহার চতুর্দ্দিগে এক এক খানি নিষ্কোষিত অসি হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। যেন সুরবালাগণ মিহির মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

চিতার ধূম গগন মণ্ডলে উড্ডীয়মান হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল—কিছুই দেখা যায় না। চিতানল ক্রমে ক্রমে

এত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল, বোধ হইল যেন কালান্তক কাল সকলকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। কুসুমবিহীন নিহার সিক্ত বন সুশোভিনী লতার ন্যায় আভরণ হীন দেহে, হেমাঙ্গিনী সঙ্গিনী দল সঙ্গে রক্তবস্ত্রাচ্ছাদনে জয়সিংহের রাজমহিষী অগ্নি সম্মুখে দণ্ডায়মানা। শিশির পূর্ণ পদ্মপত্র সদৃশ অশ্রুপরিপূরিত-নয়না বিমলা দেবী — শাবক-হীনা বিহঙ্গিনীর ন্যায় বিবশা—আলুলায়িত কেশে শোক প্রকাশ ও ক্রন্দন করিতেছেন। মুক্তকেশা বামাকুল, মেঘমালা বেষ্টিত প্রলয় বায়ুর ন্যায় রাজ্ঞীকে বেষ্টন করিয়া আছে। রাজ্ঞী উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

“রে দুরাত্মন্ পাপকারিন্ পিশাচ যবন! আমি তোদের কি অপকার করিয়াছিলাম যে আমার প্রতি এত বাদ সাধন করিলি? আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তোদের মনোরথ পূর্ণ হইল! ধর্ম্ম তোমাকে আর অতঃপর কে আশ্রয় করিবে?—স্বামিন্! আজন্ম পরিচিত ব্যক্তিকে অপরিচিতের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? এরূপ নিষ্ঠুরতা কাহার নিকট অভ্যাস করিলে? হায়, সুহৃদ্ শূন্য রমনীগণকে কোথায় রাখিয়া গেলে, একবার ভাবিলেও না? এখন কাহার শরণাপন্ন হইব? কাহার সহিত আলাপ করিব? এত দিনে অন্ধ হইলাম? দশদিক শূন্য দেখিতেছি। সকলই অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। নাথ! এ ভারভূত জীবন কাহার জন্য রাখিয়া গেলে? মাতঃ ভারত ভূমি! তুমি কি হতভাগিনী! যে সকল সন্তানগণের আচার গুণে তুমি পুণ্যভূমি বলিয়া জগতে পূজিতা ছিলে, আজি হইতে তাঁহাদেরই মৃতদেহ বক্ষে করিয়া চিরকাল অশ্রু বর্ষণ কর। মা! তোমার বীরসন্তানগণের সহধর্ম্মিনীরা বীরপত্নীর অনুরূপ কার্য্য

করিতে উদ্যতা। এই দেখ সম্মুখে সর্ব্ব সন্তাপ নাশক পাবক দেব জিহ্বা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন।”

এদিকে, অরুণোদয়ে নক্ষত্রগণ যেমন একে একে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ রাজপুতগণ প্রাণপনে যুদ্ধ করিয়া একে একে পতিত হইয়াছে। যবনেরা গর্ব্বিত জয়ধ্বনি ঘোষিত করিতে করিতে পুরী প্রবেশ করিতে আসিতেছে। দুই চারি জন যবনসৈন্য সজোরে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছা মত রত্নাদি লুণ্ঠন করিতেছে। সহসা একজন মোগল রাজপুত নারীগণের অগ্নিকুণ্ড স্থানে উপস্থিত হইল ও এই সমস্ত অভাবনীয় বীর ধর্ম্ম সাধনোপযোগী অনুষ্ঠান দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেল। রাজ্ঞী তাহাকে দেখিবামাত্র কুপিতা সিংহিনীর ন্যায় অসি হস্তে তাহার সম্মুখে আসিলেন। মুসলমান কম্পমান হইয়া উঠিল। বিমলা দেবী চীৎকার করিয়া বলিলেন,—

“পিশাচ! আমরা রাজপুত কুলসম্ভবা। মনে করিয়াছিস্ রাজপুত মহিলা ভুজ মৃণালের শোভার জন্য এ তরবারি ধারণ করিয়াছে? তাহা নহে। তুই ক্ষুদ্র জীব তোকে স্বেচ্ছায় অস্ত্রাঘাত অথবা স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হইব না। ডাক্ তোদের পিশাচ শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌কে ডাক্—তোরে বধ করিয়া কি ফল হইবে? চল্ আমার পতিহন্তাকে দেখাইয়া দে। বিধবা রাজপুত বালা কি করিয়া বৈধব্যের প্রতিশোধ করে দেখাই।”

এমন সময়ে চতুর্দ্দিকে ঘোর কলরব উঠিল—যবনগণ পুরী প্রবেশ করিতে আসিতেছে, প্রায় পুর দ্বার নিকটস্থ হইয়াছে। তখন আর বিলম্ব করিতে সময় নাই দেখিয়া পুরনারীগন সকলেই সমস্বরে পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ ও অগ্নি দেবের স্তুতি গান করিতে লাগিলেন। মোগল সৈনিক, অবাক হইয়া

চাহিয়া রহিল। বামাগণ একস্বরে গাইতে লাগিল—স্তুতিশব্দ চিতার ধূমের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঊর্দ্ধে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাগিনী—তাল ঝাঁপতাল।

হে পাবক দেব দেব অনন্ত।
রক্ষ সতীত্ব রতন দানে পদপ্রান্ত;
বীর শূন্য ভারতে, শূন্য রাজ পুরীতে
থাকিয়া কি ফল বল—করি জীবন অন্ত॥
চল মা সকলে চল, সতীত্বের ডালি তোল,
রাজপুত নির্ম্মূল করে, হোক্ যবন ক্ষান্ত॥

সংগীত সাঙ্গ হইতে না হইতেই যবনেরা পুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহদ্বারে কোলাহল করিতে লাগিল। তখন বিলম্ব করিতে না পারিয়া বামাগণ একে একে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে লাগিল। রাজ্ঞী আরক্ত নয়নে সকলকে কহিতেছেন,—

"যাও, শীঘ্র শীঘ্র একে একে সকলেই অনলে শয়ন কর। আমি সকলকে বহ্নিতে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বশেষে যাইব। চল সকলে চল।"

ক্রমে ক্রমে সকলে অনলে প্রবেশ করিল, কেবল রাজ্ঞী যাইবেন এমন সময়ে হঠাৎ উন্মত্তার ন্যায় চীৎকার শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"আমার প্রাণের শৈল কৈ? কৈ আমার মা কোথায় গেল? তাকে কার কাছে রেখে আমি ভুলে পালাচ্চি? (সৈনিকের দিকে অগ্রসর হইয়া) সর্ পাপিষ্ঠ সর্ আমার প্রাণাধিকা মাকে ডাকিয়া আনি। সে কিছুই জানিতে পারেনি যে, আমরা স্বামীর নিকট যাচ্চি, সর্না নরাধম।"

শৈলবালার গৃহাভিমুখে দ্রুতবেগে যাইবেন এমন সময়ে হঠাৎ অসংখ্য যবন পুরী-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল ও চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—

"ধর্ ধর্, আগুনে পড়িতে দিস্ না, ধর্ ধর্।"

কয়েকজন সৈনিক ধরিতে গেল। রাজ্ঞী আর যাইতে পারিলেন না। এক আঘাতে একজন যবনকে নিপাত করিয়া তীব্রদৃষ্টিতে যবনের ছিন্ন মস্তকের দিকে ফিরিয়া চীৎকার স্বরে কহিলেন,—

"যে অসি ধারণ করিয়া মহাবীরগণ সমর তরঙ্গে রঙ্গে গা ঢালিয়া দেন তাহা কি রাজপুত নারীর হস্তে শোভা পায় না?"

আর যাইবার উপায় নাই দেখিয়া পুনরায় দৌড়িয়া আসিয়া একেবারে অনল মধ্যে উলম্ফন করিলেন—প্রবেশ কালে কেবল এই কথাটি শোনা গেল।

"শৈল মা! যেন রাজপুত কুলে কালি দিস্ না—শীঘ্র আত্মহত্যা করিস্।"

এতক্ষণে রাজপুরী অন্ধকার হইল, আর কেহই নাই কেবল মাত্র গুপ্ত প্রকোষ্ঠোপরি শৈলবালা অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার নিকটস্থ সহচরীদ্বয় আপনাদিগের অদৃষ্টের ভীষণ ছায়া সম্মুখে দর্শন করিয়া সে স্থান হইতে পালায়ন করিয়াছে। যথার্থই জয়পুর অদ্য বীরশূন্য হইল। ভারত বীরগণের পতনে ও রাজপুত মহিলাগণের অনল প্রবেশে কেহই নীরব থাকিল না। অগ্নি, তুষার, বিহঙ্গ, শশধর, বারিদ সুগভীর গর্জ্জনে সকলেই যেন একেবারে জয়পুর কম্পিত করিয়া শোকে কাঁদিয়া উঠিল। কারণ সকলেই জানিল, আজ্ হইতেই সম্পূর্ণরূপে ভারত পর দাসী হইল। যদিও কণ্টক দূর হইয়াছে বলিয়া যবনেরা আনন্দিত তথাপি তাহারা এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া নিশ্চিন্ত নহে।

মোগল সেনাপতি আসাদ খাঁ দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া অগ্নি স্থানে উপস্থিত হইলেন ও ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে এই সকল দেখিয়া আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন,—

"ইহারাই শুভক্ষণে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহারাই প্রকৃত পতিপ্রাণা, বীর ধর্ম্মানুরতা রমণী। কি অপরিমিত সাহস! অনায়াসে ভয়ঙ্কর কৃতান্তসম অগ্নিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়া পতির অনুগামী হইল?—ইহারাই যথার্থ সতীর আদর্শ স্থল।"

ক্ষণকাল পরে আবার সৈনিকদিগের প্রতি কহিলেন,

"চল সকলে; ধনাদি যাহা কিছু সমস্তই ত লুণ্ঠিত হইয়াছে, দুর্গ জয়ও করা গিয়াছে, আর কিছুর আবশ্যক নাই; আমার বড় কষ্ট হইতেছে। এ সকল দেখা যায় না।"

আসাদ সৈন্য সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই ক্ষিপ্তা।

মধ্যাহ্ন মিহির-করে সন্তাপিত হইয়া জলও অনল রূপ ধারণ করিয়াছে; বায়সের কাকা রব, তৃষিত চাতকের সকাতর মৃদুস্বর সুদূর হইতে অবিরত শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে; সরোজিনী সরোবরে হাসিতেছে—সুমন্দ মারুত ভরে হেলিয়া পড়িতেছে। পথশ্রান্তা একটি রমণী সম্মুখস্থ বিজন বনে প্রবেশ করিল। রমণী উন্মাদিনী বেশা; কিন্তু দেখিলে প্রকৃত উন্মাদিনী বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ভাব ভঙ্গিতে বোধ হয় রমণী কোন অচিন্তনীয় চিন্তাবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া পাগলিনী। একে পথশ্রান্তে ক্লিষ্টা তাহাতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, নিদাঘ জ্বালা জুড়াইবার মানসে রমণী নির্জ্জন কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি রসাল তরুমূলে বসিলেন। পার্শ্বে স্বচ্ছ সরোবর পুলিনস্থ সুশ্যামল তৃণদল ও পল্লব-কুল দোলিত করিয়া শীতল দক্ষিণ বায়ু অঙ্গে লাগিতে লাগিল। জীবমাতা ধরণী নীরবে বৃক্ষঝরিত পত্র সকল অঙ্কে ধারণ করিতেছেন। রমণী সেই বৃক্ষ ছায়ায় নয়ন মুদিত করিয়া শয়ন করিলেন।

অল্পাক্ষণ মধ্যেই শ্রম কাতরা বামা ঘোর নিদ্রাভিভূতা হইলেন ও স্বপ্নাবেশে মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন,—

"কাহাকেই বা বলি—কেই বা বুঝে? প্রিয় সহবাসে জ্বালা দ্বিগুনিত হয়। হায়! কি কল্লেম্?" ক্রমে তপনদেব বৃক্ষান্তরালে নামিলেন,—সুখদ ধরণী ছায়ায় ব্যাপিল; সোহাগে গলিত কষিত-কাঞ্চনের ন্যায় রবি-কিরণ পূর্ব্ব দিক ব্যাপিয়া গগণ-গায়, নির্ম্মল জলে, শ্যামল পাতায়, ছড়াইয়া পড়িল। অযুত তপন রশ্মি তটিনীর তরঙ্গ নিকরে পড়িয়া সুবর্ণ রাগে জড়িত হওয়ায় অসংখ্য লহরীমালা ঝিক্ মিক্ করিয়া নদী হৃদয়ে রঙ্গে নাচিতে লাগিল। রমণী নিদ্রা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া আস্তে আস্তে বৃক্ষমূলে বসিলেন ও শূন্যমনে কি ভাবিতে লাগিলেন। যখন ধরণী নীল নীলাম্বরাবৃত হইলেন, তখন সেই চারু রঙ্গ ভূমিতে শশধর রূপের গৌরবে ঢলিয়া ঢলিয়া হাসিয়া হাসিয়া অভিনয় আরম্ভ করিলেন; নক্ষত্র সকল অচল ভাবে নীরবে সেই সুশীতল রূপ দর্শন করিতে লাগিল। কেহ আনন্দে জ্বলিতেছে,—অভিমানে নিবিতেছে; কেহ বা রূপে বিমোহিত হইয়া দৌড়িয়া বেড়াইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছে। মেঘমালা নির্ম্মল-গগনে শশীর অপরূপরূপ আলিঙ্গন করিতে উন্মত্তের প্রায় ছুটিতেছে। রূপ মুগ্ধা নদী সকল উথলিয়া পড়িতেছে,—ভূধর, প্রান্তর, বন, নদ, নদী, প্রস্রবণ, হাসির তরঙ্গে ভাসিতেছে; যেন রূপবতী ধরা হাসিয়া পাগলিনী। চতুর্দ্দিক বনরাজী, পার্শ্বে ধবল কায় রজত গিরি, তন্মধ্যে উন্মাদিনি-বেশা বিকসিত কুসুমোপমা কামিনী বিজন বনে শৈলরাজাঙ্কে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন। নীল নীরদাঙ্কে সৌদামিনী শোভা পাইতেছে। বামা ক্লান্ত শরীরে শৈলমূলে বসিয়া স্থির শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

পাগলিনী বেশা রমণী যে স্থানে বসিয়া আছেন, তাহা উন্নত-

মনা ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বনের অনতি-দূরে, শৈলরাজের শিখর মালা দুই তিন সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে শিরো-ত্তোলন করিয়াছে। গিরি শ্রেণী অধিকাংশ স্থানে চিরহরিত তরু-পুঞ্জ পরিশোভিত, মধ্যে মধ্যে অভ্রভেদী, বিশাল জীবোদ্ভিদ পরিশূন্য শৃঙ্গনিকর বিরাজিত। বর্ষাকালে যখন পর্ব্বত পার্শ্বে তরঙ্গ ছুটিতে থাকে, বৃষ্টির ধারা নাচিতে নাচিতে খেলিতে খেলিতে পড়িতে থাকে, বজ্র গর্জ্জিতে, ঝটিকা ঝমকিতে ও চপলা চমকিতে থাকে, তখন প্রকৃতির মনোহর অথচ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তে ধর্ম্ম-জনিত গম্ভীর ভাবের উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না।—সময়ের তামস গহ্বরে এই চন্দ্রালোকে পাগলিনী অঙ্কে অঙ্কে দেখি-তেছে—জীবন গতপ্রায়।

রমণী এইরূপ মনোমধ্যে চিন্তার মূর্ত্তি স্পষ্টরূপে দেখিতেছে ও শূন্য মনে ভাবিতেছে, হঠাৎ ধীরে ধীরে বামাকণ্ঠে, প্রভাত সমীরে গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গ ধ্বনিবৎ, স্বচ্ছ স্ফটিকের দুল্যমান ঝালরের মধুর ঠুন্ ঠুন শব্দবৎ পার্শ্বস্থিত শৈলরাজের মস্তকে প্রতিধ্বনিত হইল,—

"যে তোমার সখীর হৃদয় সরোবরে প্রেমের কমল ফুটাই-তেছে, এখন কি তাহাকে যবন কারাগারেই বন্দী থাকিতে হইবে?"

পাগলিনী দৈববাণী স্থির কর্ণে শুনিল ও তীব্র জ্যোতিঃ পরি-পূর্ণ চক্ষে আকাশ পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে স্থান হইতে উঠিল। রমণী আবার ছুটিল। কোন্ বন হইতে কোন্ পথে, কোন্ পথ হইতে কোন বনে যাইতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই। পাগলিনী বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া

যাইতে লাগিল। পূর্ব্বকালে এই সকল বন উদাসীন, যোগী ও পরমহংসগণের উপাসনার স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এস্থান যদিও জটিল দুর্ভেদ্য ও হিংস্র জন্তুগণের আবাস স্থান তথাচ মধ্যে মধ্যে এরূপ একটি একটি উপবন আছে যে, তাহা অনায়াসে মনুষ্য বাসোপযোগী হইতে পারে, এবং প্রায়ই সেই সকল স্থানে নির্ভীক সন্ন্যাসিগণ বাস করেন।

এ দিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্নিগ্ধমূর্ত্তি রাত্রিদেবীর ছায়া আসিয়া গগন ঘেরিয়াছে, আকাশ পরিষ্কৃত, নীলবর্ণ, বিস্তৃত ও অনন্ত। চন্দ্র গগণের ভালে হাসিতেছেন; কুমুদিনী মৃণালাসনে হাসিতেছে। নক্ষত্র ও গ্রহগণ সুবিমল, শান্তমূর্ত্তি। অরণ্যবাসী বনচরগণের আহ্লাদধ্বনি শুনা যাইতেছে, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনী রবের সঙ্গে সুখদ মধুর বায়ু এবং স্বরলহরী বিকীর্ণকারী কুঞ্জ বিহঙ্গমগণের ধ্বনি মিশাইতেছে। নদী বক্ষে শিশুকগণ ক্রীড়া ও উল্লম্ফন করিতেছিল। আকাশ সুনীল—অনন্ত—প্রশান্ত, দুই একটি নিশাচর ক্ষুদ্রতম মেঘখণ্ডবৎ উড়িয়া বেড়াইতেছে। অদূরাগত সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রুত হইতেছে। রমণী বন মধ্য দিয়া যাইয়া একটি বনরন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন তদভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট বৃক্ষাবলী বেষ্টিত একটী সুন্দর স্থান রহিয়াছে। দেখিলেই প্রতীয়মান হয় কোন মহাত্মার তপোবন। মধ্যস্থ প্রাঙ্গন ভূমি পরিষ্কার। তথায় একটি মৃত্তিকা বেদীর উপরে রমণী শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলেন। এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে, নীবিড়ারণ্য মধ্যে রমণীর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবার কারণ কি ও কিপ্রকারেই বা নিদ্রাবেশ আসিল?" হইতে পারে নির্ভীকা—অথবা হয় ত ভয়হেতুই ঘুমাইতেছে। মনে জানে অজ্ঞানাবস্থায় মরিলে তত কষ্ট নাই। বেদিকোপরি শায়িতা

রমণীর দুঃখের বেশেও একপ্রকার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। অসম্বদ্ধ কেশগুচ্ছ কপোলে, কর্ণসমীপে, গণ্ডস্থলে, অংশদেশে আসিয়া পড়িয়াছে—মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে দুলিতেছে। প্রসন্ন মধুর মুখ শৈবাল জড়িত মৃদুমন্দ তরঙ্গান্দোলিত পদ্মবৎ শোভা পাইতেছিল। অস্পষ্টালোকে মলিনবাস, সর্ব্বাঙ্গে মেঘ সদৃশ আবৃত বোধ হইতেছে। কেবল কমলমুখীর সুকুমার মুখখানি ও হস্তদ্বয় শোভা পাইতেছে।

রমণী যে স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন অকস্মাৎ তাহার সম্মুখস্থ বনাবলী উজ্জ্বল আলোকময় হইতে লাগিল। ক্রমে সেই আলোক এই উপবনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রমণী চক্ষুমুদিত করিয়া নিদ্রায় মগ্না। ক্রমে দেখা গেল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড হস্তে একজন সন্ন্যাসী উপবনাশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সন্ন্যাসিই এই আশ্রমের অধিকারী। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আগমন করিয়া এইস্থানে পারমার্থিক আরাধনা করিয়া প্রভাতে অন্য নির্দ্দিষ্ট আলয়ে যাইয়া থাকেন। রাত্রী অধিক নাই আর ক্ষণবিলম্বেই ঊষার মুখ দেখা যাইবে।

সন্ন্যাসী দূর হইতে অবলোকন করিলেন বেদীর উপর একটা মনুষ্যাকৃতি নিঃসন্দেহে নিদ্রা যাইতেছে। অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে আলোক হস্তে নিকটে আসিলেন ও অনিমিষলোচনে অনেকক্ষন পর্য্যন্ত নীরবে রমণীর মুখপ্রতিমা নিরীক্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ্বরের নামোচ্চারন করিলেন। বামকরস্থিত প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড ভূমে রাখিয়া রমণীর মস্তকে হস্ত দিয়া ডাকিলেন,—

"বিদ্যুৎ! ওঠ!"

রমণীর মস্তকে লৌহদণ্ডের ন্যায় সুদৃঢ় করস্পর্শ হইল।

সহসা চমকিত চিত্তে উঠিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—দেখিলেন সম্মুখে বিভূতি ও চন্দন বিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘাকার, হাস্যবদন উদাসীন। পরক্ষণেই চিনিলেন তাঁহারই পিতা। সন্ন্যাসী বজ্র-গম্ভীর শব্দে কহিলেন,

"ভয় নাই—বুঝিয়াছি যে জন্য তোমার এ অবস্থা, প্রকৃতি স্থির কর।"

বিদ্যুৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নিম্নে বসিলেন, সন্ন্যাসী করস্থিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার করিয়া বেদীকোপরি বসিলেন, কাষ্ঠ খণ্ড জ্বলিতে লাগিল। সন্ন্যাসী বিদ্যুৎকে কহিলেন,—

"দিল্লী যাইবে, কেমন? প্রভাতপর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি কর। আমার সময় উত্তীর্ণ হয়, আমি যোগে বসিলাম, প্রভাতে যোগ ভঙ্গে আমিও তথায় যাইব; আমার সঙ্গে যাইও। প্রভাত পর্য্যন্ত ঐ পার্শ্বস্থ কুটীর মধ্যে থাক; একখণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া লইয়া যাও। যদি ক্ষুধা হইয়া থাকে তথায় কতকগুলি সুস্বাদু ফল আছে, আহার করিও। আর বিলম্ব করিতে পারি না, আমি ধ্যানে বসিলাম। রাত্রি অল্প মাত্রই আছে।"

সন্ন্যাসী ধ্যানে বসিলেন।

বিদ্যুৎ কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া কুটীরে গেল।

পূর্ব্বদিকে আরক্তিম অরুণদেব প্রকাশ পাইতেছেন। তদ্দর্শনে দ্বিজেশ পশ্চিমে রোহিণীর উদ্দেশে গমন করিতেছেন। সমস্ত নিশি নক্ষত্র সভায় ক্ষেপণ করিয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। তরু লতিকাগণ যেন বচন নিঃসরণ করিতেছে। বেগবতী নদী চয় প্রস্থভাব ধারণ করিয়াছে। রাত্রী প্রভাত হইয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নহে, তথাপি মালতীর অন্তরে ও কুটীরে এখনও মেঘাচ্ছন্ন অমানিশি।

ক্রমে ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ ভয়ে তস্করের ন্যায় লুকাইতে লাগিল। তারা সখীগণ সকলে যামিনীর নিকেতনে গমন করিল। কমলিনীগন আর জলে ডুবিয়া থাকিতে পারিল না, সকলেই মুখ বিকাসিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিতে লাগিল। সমীরণের আলয় মলয়াচল গোদাবরীসঙ্গে সর্ব্বদাই রমণ করিয়া থাকে। প্রশান্ত বসন্তের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় আছে। ত্রিগজতে সমীরণকে জগতের প্রাণ বলিয়া থাকে, এই জন্যই এখন মন্দ মন্দ হাসিতে হাসিতে মনুষ্যের আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হাঁই তোলাইতে তোলাইতে ঝির ঝির করিয়া বাহিত হইতেছে। কতশত রমণীগণের নিকট যাইয়া তাহাদের দেহ দাহন করিতেছে, কিন্তু কোন উপায় নাই বলিয়া তাহারা অতিকষ্টে মনের ব্যথা মনেই মিশাইতেছে। তবুও সমীর ছাড়িতেছে না; হাসিয়াও সন্তুষ্ট হইতেছে না; আবার গাছের ডাল পালা ঝাঁকাইয়া পিকবরের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। মনে মনে ভাবিতেছে একা আমাতেই রক্ষা নাই—যদি কোকিলের সাহায্য পাই তবে সোনায় সোহাগা দেওয়া হইবে।

সন্ন্যাসী প্রাতে উঠিয়া বিদ্যুত অথবা উন্মাদিনী রমণীকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাইলেন। নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া রমণী কহিল,—

"পিতঃ আমার একটি প্রার্থনা। আমি এই স্থানে অপেক্ষা করি আপনি আমাকে বিপণি হইতে একটি গায়িকা বৈষ্ণবীর বেশ ক্রয় করিয়া আনিয়া দিউন, এই মুদ্রা কয়েকটী লইয়া যাউন।"

সন্ন্যাসী। বৈষ্ণবীবেশের কি আবশ্যক?

বিদ্যুৎ। কুমার উদ্ধারের উপকরণ।

সন্ন্যাসী। দেবকার্য্য সাধন করিবার জন্য তুমি সম্মুখস্থ অগ্র-বন খণ্ডে কালিকার শ্মশানে যাইয়া থাক, আমি লইয়া আসি, কিম্বা চল আমিই দেবীর স্থান তোমাকে দেখাইয়া দিয়া আসিতেছি

সন্ন্যাসী ও রমণী যে বন মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন, তাহার পশ্চিমপার্শ্বের উপলখণ্ড অতিক্রম করিলে শ্মশানকালীর মন্দিরে যাওয়া যায়। তাঁহারা তদুদ্দেশে নিবীড়ারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উপায়।

প্রাচীনকালে স্থানে স্থানে হিন্দু রাজাদিগের একটি একটি গুপ্ত স্থান বা আলয় থাকিত। কখন কোন আশঙ্কাজনক ঘটনা উপস্থিত হইলে, রাজপরিবারগণ সেই সকল স্থানে রক্ষিত হইতেন। লুনী নদীতীরস্থ বৃহদ্বন নামক জঙ্গলময় স্থানে জগৎ রাও নামক রাজপুত রাজার একটি গুপ্ত বাসস্থান ছিল। বহুদিন জনসমাগম বিরহিত হওয়ায় চতুর্দ্দিকের বন সকল অতিশয় দুর্ভেদ্য ও অধিক আকীর্ণ হইয়াছিল। আলয় সম্মুখে ভগ্ন মন্দিরে প্রস্তরময়ী কাত্যায়নী নারায়ণীমূর্ত্তী স্থাপিতা। রজনী গভীরা। প্রান্তর ও বনভূমি নিস্তব্ধ। অন্ধকারে দূরস্থ বস্তু মৃত্তিকা-স্তূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। মন্দির মধ্যে অস্পষ্ট আলোক জ্বলিতেছে; তৈলাধারে তৈলের অল্পতা হেতু বা ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রতিঘাত বশত আলোক ক্ষীণ হইয়া টীপ্ টীপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। একজন দীর্ঘাকার তেজঃপুঞ্জ রক্তনেত্র পুরুষ অধিষ্ঠিতা দেবীসমক্ষে বদ্ধ কৃতাঞ্জলী হইয়া মহামায়ার ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। পুরুষের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দৃঢ় সম্বদ্ধ কটী, স্কন্ধলম্বিত কেশ, প্রশস্ত ললাট কেন্দ্রে রক্তচন্দনের টীপ গোলাকার চন্দ্রের ন্যায় প্রদীপ্ত। তিনি ভুজঙ্গাস্ফালন প্রায় এক একবার গাঢ়

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। মন্দিরদ্বার প্রায় ভগ্ন ও অতি প্রাচীন বলিয়া বনলতা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে।

কে আসিয়া দ্বারে মৃদু আঘাত করিল ; ধ্যান প্রবৃত্ত যুবক সসম্ভ্রমে উঠিয়া দ্বার উন্মোচন করিলেন। একজন সন্ন্যাসী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবক সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন,—

"দেব! কতদূর সন্ধান পাইলেন ?

সন্ন্যাসী কহিলেন,—

"বৎস! সর্ব্বমঙ্গলকারী ত্রিপুরারী তোমার পক্ষ। আমি সবিশেষ সমস্ত জানিয়াছি ; রাজাবিপ্লবহেতু যবন সৈন্যগণ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। রাজধানী অল্পসংখ্যক সৈন্য ও পদাতিক দ্বারা রক্ষিত হইতেছে।"

যুবক। দেব! যদিও আমার সৈন্য সমস্ত অতীব ক্লিষ্ট, তথাপি কাহারও মনোবেগ শান্ত বা নিস্তেজ হয় নাই, এই সময়েই আক্রমণ যুক্তি সিদ্ধ। এবার যুদ্ধের সাধ মিটাইব। অন্ধকার হইয়াছে, আমি একবার নগর পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়া আসি কোন্ স্থানের কি প্রকার অবস্থা।

সন্ন্যাসী। বৎস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি আসিলে তুমি যাইও ; ক্ষণবিলম্বেই আমি প্রত্যাগত হইব। এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। যুবক পুনরায় দেবীসম্মুখে উপবেশন করিলেন। একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া পুনরায় প্রতিমার প্রতি স্থির আশাপূর্ণনয়নে চাহিলেন। দেখিতে দেখিতে যুবকের সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে দুই চারি ফোটা জলও পড়িল ; নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে দেবীসম্মুখে বলিতে লাগিলেন,—

"ইষ্টদেবি! আর কতদিন এপাপ চিন্তানলে দগ্ধ হইব? এখনও কি তোমার মনসাধ মেটে নাই মা? পাষাণময়ি! নির্ম্মম দস্যুগণ অনায়াসেই ভারতবক্ষে উপবেশন করিয়া নির্জ্জীব ভারত স্বন্তানগণকে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রসূতি সমক্ষেই নিহত করিতেছে, তা দেখেও কি তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হলো না? মা আমার শোকে কাতর হইয়া ধূলায় ধূষরিতা হয়ে পতিত আছেন। সন্তানগণের দুর্দ্দশা দেখেও কি দয়া নাই? তুমি কি রত্নভূমির শোভার জন্য স্থাপিতা হইয়াছ?"

যুবক নির্নিমেষ হইয়া দেবীর নিকট ক্রন্দন ও মনো-দুঃখ ব্যক্ত করিতেছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী আসিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। যুবক তাহা জানিতেও পারিলেন না। সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন,—

"বৎস! ইহা দুঃখের উপযুক্ত সময় নহে।"

যুবক লজ্জিত ও ত্রস্তভাবে সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—

"দেব! তবে এখন আমি চলিলাম।"

যুবক চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। যুবক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মন্দির সম্মুখস্থ বনে প্রবেশ করিয়া ক্ষণ বিলম্বেই একটি সুন্দর অশ্বারোহণে বন প্রান্ত সংলগ্ন পথাবলম্বনে চলিয়া গেলেন। সুনীলনভস্তল মেঘে অঙ্গাবৃত করিয়া ঘন ঘন গর্জ্জন দ্বারা নদীবক্ষস্থ সামান্য তরণীস্থিত মানবগণকে ভয় দেখাইতেছে, শীতল বায়ু শৈবলিনী সলিলে ক্রীড়া করিতেছে। ঝড় বৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অন্ধকার ভেদ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্দেবী বদন নিঃসারণ করিতেছেন এবং চটুলার ন্যায় ঈষৎ হাসি হাসিয়া আবার তখনই মেঘাম্বরান্তে লুকা-

ইতেছেন। পথে যুবক ভিন্ন অন্য কেহই নাই। বীর্য্যপূর্ণ উন্নতমনা অসমসাহসিক বীর যুবা নিঃসন্দেহচিত্তে একাকী যাইতে যাইতে নগর প্রান্তস্থিত ঘন বনাবলীর অন্তর প্রবাহী সুড়ঙ্গ সীমাবলম্বনে বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবকের কর্ণে মৃদু মধুর স্বরলয়যুক্ত সঙ্গীত ধ্বনি প্রবেশ করিল। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই স্বরের মধুরতা ও স্পষ্টতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্বর অপরিচিত নহে; বিশেষরূপে বুঝিলেন স্বর কামিনী কণ্ঠনিসৃত। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল।

ঘন অন্ধকার, জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ মাত্র নাই, কেবলমাত্র শিবাগণের অশিব চীৎকার মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছে; সমস্ত প্রকৃতি নিদ্রায় মগ্ন। যুবকের মানসিক চিন্তা গাঢ়তর হইতে লাগিল। কল্পনা যুবকের সমক্ষে তাঁহার অভিলাষত চিত্র আঁকিতে লাগিল। অলক্ষিত কামিনী কণ্ঠ সম্ভূত ভূলোক দুর্ল্লভ সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। বহুতর জনতার আনন্দোৎসবের মধ্যে দূরাগত সুমিষ্ট বংশীরব যেরূপ শুশ্রাব্য ও কৌতূহল বর্দ্ধনকারী, বনান্তরাল নির্গত কমনীয় কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা তদপেক্ষাও অধিক আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইল। যুবক স্বর লক্ষ্য করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, অদূরে ঘন বনরাজী মধ্যে, একটি শিলা উপরে প্রস্তরময়ী শশ্মান কালীর মূর্ত্তী স্থাপিতা; এক পার্শ্বে স্তূপাকারে অগ্নি জ্বলিতেছে; দেবী সম্মুখে পরম রমণীয় একটি রমণী ক্রন্দন করিতে করিতে গান করিতেছেন। তাঁহার রক্ত বসন পরিধান, নির্ম্মুক্ত কেশপাশ এবং হস্তদ্বয় অঞ্জলি বদ্ধ। গানের ভাবে যেন এই হৃদয়ঙ্গম হয়, রমণী কোন অপরিসীম ক্লেশে কাতর হইয়া সম্মুখস্থ প্রজ্বালত অগ্নি কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার অভিপ্রায়ে দেবীর নিকট শেষ মনস্তাপ নিবেদন করিতেছেন।

রমণীর অবস্থার সহিত যুবকের অনেক একতা আছে। যুবক দণ্ডায়মানা গললগ্নীকৃতবাসা রোরুদ্যমানা অপরিচিতা কামিনীর অনির্ব্বচনীয় দেবভক্তি দর্শনে প্রীত হইলেন। তিনি কি ভয়ানক কষ্টের জন্য এরূপ করিতেছেন, অবিলম্বে জানিতে পারা যাইবে ভাবিয়া, নিকটস্থ একটি বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া থাকিলেন। রমণীর অপরূপ রূপ, বিশেষতঃ নবীন তপস্বিনীর দুরবগাহ বিজন বনে একাকিনী আগমনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জানিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অপর কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া নিবিষ্ট মনে রমণী পুনরায় গাইতে লাগিলেন,—

রাগিণী কল্যান;—তাল মধ্যমান।

এ নব বয়সে, এলোকেশে এলো কে সে,
ভয়ঙ্করা খড়্গাধরা ভীষণ বেশে।
শ্যামাঙ্গে রুধিরাবৃত, নবঘনেতে তাড়িত,
ভালে অগ্নি বিরাজিত, আশব পানে আবেশে॥
মুক্তাহার লম্বে গলে নরকর পরিধান,
ঘোরা উন্মত্তা বিবসনা ঘন ঘন অট্ট হাসে॥
এই কি সম্ভবে শিবে, পদতলে দেখ শিবে;
ত্রাহি ত্রাহি করে দেবে, রক্ষা কর আশুতোষে॥
ব্রহ্মাণ্ড করিতে নাশ, হলো কি মা তব আশ,
পাছে বিশ্ব হয় নাশ, ধূর্জ্জটী পতিত ত্রাসে॥
সমরে মহা অধীরা, ছিন্নমস্তা অসি ধরা,
ভক্ত বরাভয় করা, মাভৈ মাভৈ রবে ভাষে॥
সামান্যা নহে রমণী, সাধক কষ্টবারিণী;
আদ্যাশক্তি সনাতনী, আনন্দ সলিলে ভাসে॥

রমণীর প্রার্থনা গীত সমাপ্ত হইল। দেবী সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। যুবক এই অবসরে নিকটস্থ বৃক্ষে অশ্বের রজ্জুবন্ধন করিয়া অস্ফুট পদ সঞ্চারে যাইয়া নিস্তব্ধে দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। রমণীর কাতরতাব্যঞ্জক গানের ভাবে যুবকের মনে ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইল, এবং স্বীয় অবস্থার সহিত রমণীর অবস্থার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই দেখিয়া একান্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মনোবেগ সম্বরণে নিতান্ত অসমর্থ হইলেন। রমণী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন;—দেখিলেন পার্শ্বে একজন অপরিচিত সৈনিকবেশধারী হিন্দুযুবক। রমণী হিন্দু সৈনিকের মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য, আহ্লাদ ও বিষাদিত হইলেন।

রমণী যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, যুবক অধীর ভাবে অগ্রেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আমার নিকট আপনার কোন আশঙ্কার কারণ নাই; আমি দস্যু অথবা যবন পিশাচ সৈনিক নহি। একান্ত কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম ক্ষমা করিয়া পরিচয় দানে সন্তোষ করুণ।"

রমণী। স্বজন পরিত্যক্ত হতভাগা রাজপুত তনয়া পৃথিবীর কোন দস্যুকেই ভয় করে না।

যুবক। অজ্ঞাত কুলশীলা রমণীর রাজপুত তনয়া পরিচয় না শুনিলে সুখী থাকিতাম। হা পরমেশ্বর! রাজপুত তনয়া মুসলমানাধিকারে?

রমণী। যবন বলিদানে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রক্ত পিপাসা ক্ষান্ত করিতে, অথবা পতি পুত্র জ্ঞাতি হন্তা যবন রাজ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে।

যুবক। দেবীর প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ আপনাকে অধিকার করুক। কিন্তু রমণীর ক্ষমতারিক্ত আশা।

রমণী। অসময়ে বন মধ্যে আপনার আগমনের কারণ কি?

যুবক। যোধপুর রাজ কুমার যবন কারাগারে বন্দী।

রমণী। আপনি তাহার কি করিবেন?

যুবক। যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রাজ্যে লইয়া যাইব।

রমণী। আপনার কত সৈন্য আছে? যবনদের অধিক সৈন্য, যুদ্ধে পারিবেন কেন? যদিই পারেন, তাহারা পরাজয় হইবার অগ্রেই যদি কুমারকে বধ করে? সন্ধি করুন না কেন?

যুবক। ওঃ জগদীশ্বর! আপনি অতি বুদ্ধিমতী! সন্ধি করিলে তাহারা সমস্ত যোধপুর না দিলে স্বীকৃত হইবে না।

রমণী। আপনি যদ্যপি আমার পরামর্শ শোনেন্ তবে অচিরাৎ, এমন্ কি কল্যই, আমি আপনাদের রাজ কুমারের উদ্ধার সাধন করিতে পারি।

যুবক রমণীর বুদ্ধি কৌশল ও সাহস পূর্ণ বাক্যে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—

"আপনি তাঁহাকে কি উপায়ে উদ্ধার করিবেন?"

রমণী। যে উপায়ে উদ্ধার করিব পরে বলিব। একার্য্যে অগ্রে সাধন, পরে পরিচয়। জগদীশ্বর আপনাকে আমার সহায় দিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আপনাকে না পাইলেও যোধপুর কুমার জয়পুর যাইতেন।

যুবক। (আগ্রহের সহিত) জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুণ। আমি এখন ক্রীড়াপুত্তলী; আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিতে বাধ্য হইলাম।

রমণী। বাহুল্য কিছুই বলিব না। আপনি কল্য রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে বাদসাহের কারাগার গৃহের পার্শ্বস্থ পথে দুইটি দ্রুতগামী অশ্ব লইয়া মুসলমান সহিসের বেশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন ও আমার জন্য রাত্রিশেষ পর্য্যন্ত ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিবেন।

যুবক। স্বীকৃত হইলাম। "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ।"

রমণী। তবে আমি এখন চলিলাম, রাত্রি অধিক নাই, আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।

রমণী যুবকের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

রমণী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা মালতী। কিন্তু যুবক তাহা জানেন্ না ও চেনেন্ না। তিনি রমণী বিষয়িনী নানা ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন,—এ রমণী রত্নটী কে? রাজপুত তনয়া? এখানে কি প্রকারে আসিল? অবয়বে ভদ্র কুলজাতা বলিয়া স্থির নিশ্চয় হইল। লাবণ্যময়ী রমণীকে দেখিবামাত্রই অন্তঃকরণে অপরিমিত পবিত্র প্রীতির উদ্রেক হইয়াছে। যোধপুর কুমারের উদ্ধারের জন্যই বা ইহার এত চেষ্টা কেন? সর্পের বিবরে ভেকের বাস। রাজপুত কন্যা চিরশত্রু যবন পিশাচদের হস্ত হইতে কুমারকে মুক্ত করিবে? স্ত্রীলোককেতো সামান্যা বলিয়া বোধ হয় না। ইহার কোন অসাধারণ গুণ থাকিবার সম্ভাবনা। যাউক, ওসব ভাবনার আবশ্যক নাই—দেখা যাউক কত দূর হয়; রমণী যেরূপ বলিল সেই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবেক। এক কাল কাপড়, ফকিরের টুপি ও মুসলমান সহিসের প্রকৃত বেশ যোগাড় করিতে হইবেক। ভাবিতে ভাবিতে যুবক চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি

সম্রাট সাহা আলম সভা গৃহে বসিয়া আছেন। একজন বৈষ্ণবী খঞ্জনী হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

সম্রাট দূর হইতে বৈষ্ণবীকে দেখিয়া ভাবিলেন,—"বাঃ সন্ন্যাসিনীর অত পরিষ্কার রূপ লাবণ্য ত! বৈষ্ণবীকে দেখিলে অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না।" এক জন লোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ডাক হে! উহাকে সভায় ডাক গানশোনা যাউক। হিন্দু স্ত্রীদের কি উচ্চ আশয় দেখেচো?"

আসাদ। জোনাব কাফেরদের দশা শেষে এইরূপই হইয়া থাকে। বৈষ্ণবী তোমার নিবাস কোথায়?

বৈষ্ণবী। আজ্ঞা ঈশ্বর মথুরা ধামে।

সম্রাট। এতদূর হল্লা কল্লে কি রকমে?

বৈষ্ণবী। উদাস মনের কাজ; কোন পথে কোথায় দে এসে পড়িচি তার কিছুই জানিনা। এখন বিপদে পড়ে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্চি।

সম্রাট। উত্তম! আমরাই আশ্রয় দেব। আমার কারাগারে একজন হিন্দুরাজপুত্র বন্দি আছেন, তাঁহার জন্য একজন হিন্দু পরিচারক অথবা পরিচারিকা আবশ্যক অতএব তোমাকে সেই

পদেই নিযুক্ত করা যাইবেক। তোমার আর পথে পথে অন্নের জন্য ভিক্ষু মাঙ্গিয়া বেড়াইতে হইবেক না। এখন দু'টা গান বলো শোনা যাক্।

বৈষ্ণবী। যে আজ্ঞা; সে উত্তম কর্ম্ম, বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় পতি পুত্রহীনা ভিক্ষোপজীবী স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কোন রকমে অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পাইলেই হলো। আপনার রাজ সংসারে কত শতসহস্র দীন দরিদ্র পালন হইতেছে, আমার ন্যায় একজন সামান্য রমণীর হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আমি পরিচারিকার কার্য্য উত্তমরূপ জানি ও সেবা শুশ্রূষাও করিতে পারি।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়কাওয়ালী।

তারে ভালবেসে অবশেষে এই হইল।
কেন চিরদিন মনাগুণে জ্বলিতে লাগিল॥
সখি! সে গেল কেন প্রাণ গেল না,
কেন তাহার বদন মনে জাগিতে লাগিল॥

সম্রাট। বৈষ্ণবী উত্তম গায়িকা। আসাদ! বৈষ্ণবীকে সঙ্গে লইয়া কারাগার গৃহে অজিতসিংহের নিকট ইহার পরিচয় ও আমার অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহার পরিচর্য্যার্থে নিযুক্ত করিয়া আইস।

আসাদ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

এদিকে একাকী কুমার অজিতসিংহ যবন কারাগারে অবনত মস্তকে হস্তে মুখস্থাপন করিয়া চিন্তা করিতেছেন ও বলিতেছেন,—

"শরীরের ক্ষত স্থান সকল ত উত্তম রূপই আরোগ্য হইয়াছে; কবিরাজ দেখিয়া বলিলেন 'জ্বরও ত্যাগ হইয়াছে

শরীর স্বচ্ছন্দও বোধ করিতেছি—শরীর প্রকৃতিস্থ হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। অদৃষ্ট বৃক্ষে পরিণামে কি বিষময়ী ফলই ফলিল।”

কুমার এইরূপ বলিতেছেন এমন সময় বৈষ্ণবীকে সঙ্গে লইয়া আসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল ও জিজ্ঞাসা করিল,—

“মহাশয় কেমন আছেন?”

কুমার। শরীর সুস্থ বটে।

আসাদ। তাহলেই হলো। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মন কি সুস্থ থাকে? স্বাধীনতার ইচ্ছা সকল জন্তুর মনেই আছে। পরিচর্য্যার্থে এই হিন্দু স্ত্রীলোকটিকে নিযুক্ত করা গেল, আপনার অভিমত কি?

কুমার। আমারত পরিচারিকার কোন আবশ্যকতা নাই? আমি বন্দী! বন্দীর ন্যায় থাকতে ইচ্ছা এবং তাহাই উচিত। আপনাকে বলি, এই সমস্ত শয্যা প্রভৃতি যে কোন দ্রব্য কারাগার গৃহে আমার নিমিত্ত আছে, সমস্তই এই দণ্ডে স্থানান্তরিত হউক, ভূশয্যাই এদেহের তুষ্টিদায়ক হইবে।

আসাদ। পরিচারক, পরিচারিকা, যত্ন,—দয়া মাত্র।

কুমার। মোগল সেনাপতি! রাজপুত তনয়, যবন পিশাচ-গণের দয়ায় পরাঙ্মুখ তা জানেন? কপটাচারী দস্যুর দয়া কাহারও গ্রহনীয় নহে।

আসাদ। রাজকুমার, সাবধানে বাক্যব্যয় করা আবশ্যকীয়! আপনি এখন যোধপুর রাজ অট্টালিকার মধ্যে উপবিষ্ট নহেন মনে করিবেন। আপনার জীবন এখন মোগল সম্রাটের আয়ত্তাধীনে।

কুমার। সেনাপতি! দস্যুর নিকট ভিক্ষালব্ধ জীবন রাজ-

পুত রাখিতে চাহে না। সিংহ পৃষ্ঠে শৃগালের পদাঘাত, আর যবন দয়ায় রাজপুত জীবন দান তুলনীয়।

বাকতর্কে উভয়ের কোপবৃদ্ধি দেখিয়া বৈষ্ণবী সুকৌশলে গানের দিকে উভয়েরই মনাকর্ষণ করিবার জন্য, গাইতে আরম্ভ করিল।

গজল—কাশ্মিরী টুংরী।

প্রণয়ের এই কি রীত, প্রাণে বধে প্রেমিক জনে।
যে তোমারে ভাবে প্রাণে, তারে কি বিষ ভাব মনে॥
প্রাণ সঁপিয়ে প্রাণে, দুঃখ যদি চিরদিনে;
কাজ কি তবে ছার পরাণে, হতাশের প্রাণ দেই এখানে॥

কুমার। সেনাপতি! এ পরিচারিকা কোথায় পাইলেন? অতি উত্তম গায়িকা। গানটী পুনরায় গাও।

বৈষ্ণবী পুনরায় গীত গাইল।

আসাদ। আমাদের এক কার্য্যে দুইটি সাধন হইল, এ জাতিতে হিন্দু, আপনার সমস্ত পরিচর্য্যা করিতে পারিবে, অথচ সুরসিকা ও সুগায়িকা, সদা সর্ব্বদা আপনার মনস্তুষ্টি করিতে পারিবে।

কুমার। আচ্ছা, আমি এ পরিচারিকাকে রাখিতে স্বীকৃত হইলাম।

আসাদ। তবে আমি এখন বিদায় হইলাম।

আসাদ চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবী কিছুকাল কারাগার গৃহমধ্যে এদিক্ ওদিক্ বেড়াইয়া তাহার খঞ্জনী ও স্কন্ধের ঝোলা ফেলিয়া কোথায় গেল। কুমার একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগি-

লেন, যেন বৈষ্ণবীর ন্যায় আকৃতির স্ত্রীলোক পূর্ব্বে কখন কোন স্থানে দেখিয়াছেন। মনোমধ্যে নানাপ্রকার ভাবনার আলোচনা করিয়া, শৈলবালার কথা ও আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত সকল ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল; কে যেন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে অল্পমাত্র জল দিল; অগ্নির একপাশ নিবিয়া আর একপাশ হুহু করিয় জ্বলিয়া উঠিল।

আকাশে সন্ধ্যার আয়োজন হইয়াছে; রাত্রিদেবী শনৈঃ শনৈঃ আসিয়া নিজের অধিকার বিস্তার আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কুমারেরও মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—

"আজ্ সহসা মনাকাশ কালোমেঘে আবৃত হলো কেন? মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অশনিপাত? কি ভয়ানক! নিষ্ঠুর বিধাতা পাছে অজিত মানসাকাশের পূর্ণ শশীকে পুনরায় কালো মেঘে আবৃত করেন? হৃদয়! অকারণে কেন এত অস্থির হয়েচো? কাহার বিপদাশঙ্কা কচ্চ্যো? প্রিয়জনের? অত্যন্ত ক্লেশকর বটে। কিন্তু বিপৎসূর্য্য কি অস্তমিত হয় না? আজও কি প্রখর কিরণে কর দিচ্চ্যে? আর কোন বিপদের আশঙ্কা সম্ভবে না। যদিও আসাদ জয়পুরের বিবরণ আমার নিকট গোপন করে কিছুই বলেনি কিন্তু আমিত গোপনে দ্বারবানদিগকে জিজ্ঞাসা করে জেনেচি—জয়পুরের যুদ্ধ ও জয় আপাততঃ স্থগিত আছে।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধে ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত, অজিত আবার ভাবিতে লাগিলেন,—

"ওঃ! ভীষণ অধীনতা যন্ত্রণা, নরক যন্ত্রণার সহিতও তুলনীয় নহে! উত্তরের পর্য্যালোচনা শূলসহ ক্ষুদ্র কাঁটার তুলনা মাত্র।

অধীনতার যেরূপ ক্ষমতা, অনন্তকাল নরক ক্লেশ একত্র হইলেও কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার স্থিরতা নাই!

"এখন ভারতভূমি নরকভূমির প্রায় হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা নিরয় নিশ্চয় সুখকরী। এ অধীন জীবনধারণে কি লাভ? আহারে বা নিদ্রায়, দিবাভাগে বা রাত্রিকালে, পর পাদুকা শিরে বহন করা অপেক্ষা নরক শতগুণে সুখের ভবন। যাহারা পাতকী, তাহারাই এ ভারতে পরাধীন হইতে জন্মগ্রহণ করে।

"কি সুখে আমরা এখনও ভারতে আছি? ধন্য ভারতবাসীর ভীরুমনের সহিষ্ণুতা! ওঃ যে ঈশ্বর দণ্ডে দণ্ডে, পলকে, পলকে, মনোমধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দিয়া সহস্র সহস্র ধিক্কারের স্থান দেখাইয়া দিতেছে, তাহা কি ভয়ানক! স্মৃতি! তুমিই সেই পদার্থ! তুমি এখন যাও। এখন তোমাকে বড় বিষময় বলিয়া বোধ হইতেছে। কি সুখে ভারতে আছি দেখাও? তবুও কেন আর যন্ত্রণা দেও? শশ্মান বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট। এখানে শোণিতপায়ী শৃগাল কুক্কুরের পরিতোষ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। স্মৃতি! এখন যত পার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে', ইহার পর কিছুই পারবেনা। নরকে থেকে শমন পীড়ন সহিব, অনল শিখায় দগ্ধ হইয়া শোণিতে ডুবিয়া থাকিব; তখন স্মৃতি আর পরাধীনতার ভয় দেখাইয়া কাঁদাতে পারবেনা। যতদিন ভারত না ছাড়িব ততদিন পরাধীনতার যাতনা। তোমার যাতনায় ভারত ছাড়িব, সব ভুলিব, ভারতকে ভুলিব, তাহা হইলে অধীনতা নিষ্পীড়নও ভুলিব। যাও চিন্তা। তুমিও আমার আশা ত্যাগ করো, আমি আর সহ্য করিতে পাচ্চিনা। এই চল্লোম্, দেখি কোন্ যবনের ধমণী কত প্রবল, আমাকে বাধা-দিউক্? উঃ! উদাস মন কি চিরদিন অনন্ত চিন্তায় সমা-

চ্ছন্ন থাকিবে? আমিত মানব—আমার চিত্তে আমার অধিকার নাই? উদ্দেশ্যশূন্য, লক্ষ্যশূন্য, চেষ্টাশূন্য—কি পরিতাপ? আমার মন আমার নয়। অন্তসাগরে বায়ু বিতাড়িত ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় পরহস্তে ন্যস্ত। যতদিন দেহে শোণিত চলে, ভাল বাস্‌বো। হৃদয়ে যাহা লেখা আছে, কারো দেখাবো না! আমরণ কাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে লুকান থাকবে। রুদ্ধ অগ্নির ন্যায় হৃদয় দাহন কর্‌বে, মনাগ্নি শোণিত দ্বারায় নির্ব্বান কর্‌বো; তবুও যা আপন তা কারেও দেবোনা। দেবতার কাছে প্রার্থনা, কিচ্ছি যেন কাকেও আর ভালবসতে হয় না! পৃথিবী কলঙ্ক রটনা করুক, ধরা হাসুক, সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বী হউক, কে বাধা দেয়? কারসাধ্য! যাহারে ভালবাসি, তাহারই ভালবাসা কামনা করিব।”

কুমার যখন আপ্‌না আপ্‌নি এইরূপ চিন্তা কচ্ছ্যেন্‌ ও নিতান্ত বিকল হৃদয় হইয়া পড়িয়াছেন, উন্মাদিনী বৈষ্ণবী, পূর্ব্বপরিচিতা মালতী, অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল শুনিলেন ও অলক্ষিত ভাবে গাইতে গাইতে কুমারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কদম্ খেম্‌টা।

কেমনে ভুলিলে সে প্রিয় বদনে।
(সে প্রিয় বদনে গো, সে চারুবদনে)
মন যার তরে পাগল, সে কি কারু বারণ শোনে॥
হৃদয়েরই সারধন, যে করেছে প্রাণার্পণ,
ভুলিলে কেমনে তারে, সরলা অবলা জেনে॥

বৈষ্ণবী গীত সমাপ্তে বলিল,

"রাজকুমার অত অস্থির হয়েছেন কেন? আমি আপনাকে তরবারি দেই; কারাগারের দ্বার মুক্ত আছে, রক্ষক ও অন্যান্য প্রহরী-গণ বাদ্সাহপুত্রের বিবাহোৎসবে মত্ত আছে, বিলক্ষণ অন্ধকারও হইয়াছে। রাত্রি গভীর,—নিস্তব্ধ। কুলায়ে বিহঙ্গ স্বীয় পক্ষপুটে শাবক গুলিকে আচ্ছাদন করিয়া নিদ্রিত। যে একজন দ্বারবান দ্বারে আছে, অপরিমিত মদ্যপান করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে—আপনি নিজরাজ্যে যান্।"

কুমার। কৈ তরবারি দাও! শীঘ্র দাও! চল কোথায় যাবে চল!—সব যবন মুণ্ড খণ্ড খণ্ড কর।

বৈষ্ণবী। কুমার! তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই তরবারি লইয়া আসিতেছি।

বৈষ্ণবী বরাবর কারাগার হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বার দিয়া রাজপথাভিমুখে চলিয়া গেল। যদিও রাজকুমার নানা প্রকার ভাবনা ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়া বিবেকশূন্য হইয়া-ছিলেন কিন্তু বৈষ্ণবীর এরূপ মনোভাব দেখিয়া তাঁহার চিত্তের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া উঠিতে লাগিল। স্পষ্ট রূপে চিত্তবি-কার দূরীভূত হয় নাই। একবার উন্নতমনা বীরের অনুরূপ ভরসা আসিতেছে, আবার প্রেমানুগতা অবলা বালার কি হইল মনে ভাবিয়া মনোবেগে সে ভরসা ভাসিয়া যাইতেছে। পাগলের মত কোন বিষয়ে মতি স্থির হইতেছে না। একবার মনে ভাবিতে-ছেন; দস্যুভাবে কি প্রকারে যাইব? জগৎ সমীপে দোষী হইব? আবার যেই পবিত্র প্রণয়ের মধুর ভাব হৃদয়মধ্যে আসিয়া আবির্ভূত হইতেছে, অমনি সব ভুলিয়া কি দস্যুভাবে, কি তস্কর ভাবে, কি অধর্ম্মাচরণে, কি অশিষ্টাচারে প্রিয় সম্মিলনাকাঙ্ক্ষা-প্রবৃত্তি, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিতেছে।

অপ্রিভ সিংহ উন্মত্তবৎ। একবার শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতেছেন আবার শয়ন করিতেছেন, একবার নীরবে কাঁদিতেছেন, আবার নিস্পন্দ হইয়া ভাবিতেছেন। ক্রমে চিন্তাবেগ অধিক হইল। নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিলেন। অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবী কুমারের নিকট হইতে যাইয়া কারাগারের পশ্চিম পার্শ্বে রাজপথের ধারে একজন যবন সহিসের সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছে, সহিস দুটী ঘোটকের বল্‌গা ধারণ করিয়া রাস্তার মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; বৈষ্ণবী সঙ্গে সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যাইতেছে ও আসিতেছে। অনেক ক্ষণ কি কথাবার্ত্তা হইলে বৈষ্ণবী পুনরায় দুর্গাভিমুখে চলিয়া গেল। সহিস রাস্তার অপর পার্শ্বে অশ্ব লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী অন্য কোন স্থানে না দাঁড়াইয়া একেবারে কারাগার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বাররক্ষকের নিকট গিয়া হাসিতে হাসিতে বসিল।

দ্বারবান সুরা সেবন করিয়া রক্তিম অলসিত চক্ষে বসিয়া চীৎকার স্বরে গান করিতেছে, বৈষ্ণবীকে পাইয়া সেখ্‌জীর দেল্‌ দরীয়ায় আনন্দ ঢেউ চল্‌কাতে লাগ্‌লো ও আহ্লাদে ডগ মগ হইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

বৈষ্ণবী। সেখ্‌জীর পোষাকটী তো বড় সুন্দর! বা তরবারিখানি ত বেশ! দেখি সেখ্‌জী তরওয়াল দেখি!

দ্বারবান। (তরবারি উন্মোচন করিয়া) তোম্‌কো সব্‌ দেখায়নে সেক্‌তা হ্যায়—লেও দেখো! বহুতাচ্ছা! বাহবা? সোনেপর হীরাবী ঝলক্‌ দেতা হ্যায়?

বৈ। আচ্ছা, সেখ্‌জী যদি তোমায় কেটে ফেলি ত কি কর?

দ্বারবান্। যেহিকো জান দিয়া ও সব্ সেক্তা হ্যায়। হাম্‌রা জরু হাম্‌কো কাট্‌নেছে হাম্ কুচ্ বোলনে সেক্তা নেই।

বৈষ্ণবী। তবে অধঃপাতে যাও? (তরবারি দ্বারা আঘাত ও দ্বারবানের মৃত্যু) বাঃ! যবন বধ কি আমোদজনক?

বৈষ্ণবী দ্বারবানের প্রাণবধ করিয়া রক্ত রঞ্জিত অসি হস্তে কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুমারের হস্তে অসি দান করিলেন ও বলিলেন,—

"রাজকুমার! আর বিলম্বের সময় নাই, আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।"

কুমারের মনোবেদনা প্রবল হইল, তিনি একবারে শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া দাঁড়াইলেন ও উন্মত্তবৎ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,

'আমি—এখানে—থাকিব না? চল।"

কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কুমার পুনরায় থামিলেন। বলিলেন,—

"অপরিচিতা পরদুঃখ কাতরা রমণীর দয়ায় তস্করোচিত কার্য্যের অনুগামী হইলাম? ভদ্রে! ভীরু কথাটী রাজপুতের অপবাদ, না, তা হবে না, আমি যাব না, আমায় ক্ষমা কর। তোমার উপকার কামনা কখনই ভুলিব না।"—

বৈষ্ণবী। কুমার! সত্যপালন বীরগণের প্রধান ধর্ম্ম। আপনি যদি না যান কল্য প্রত্যূষে অথবা পরক্ষণেই সম্রাট সমীপে আমি সর্ব্বতোভাবে দোষী সাব্যস্ত হইব এবং আপনার জন্য শেষে যবনদণ্ডে হিন্দুবালা দণ্ডিত হইবেক। আমি সমস্ত উপায় করিয়াছি; লোকতঃ ধর্ম্মতঃ গুপ্তভাবে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কোন প্রকারেই দূষণীয় নয়। ইহাতে কোন নিন্দা বা অধর্ম্মের আশঙ্কা করা আমার স্ত্রীবুদ্ধিতেও ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শঠের সহিত শঠতা, মিত্রের সহিত মিত্রতা, বুদ্ধির কৌশল

ও গৌরবের কারণমাত্র। ইহাতে আত্মগরিমা ভিন্ন অপযশ নাই। যবনেরা কোন্ যুদ্ধে, কোন্ কর্ম্মে ন্যায় পরতন্ত্র বলুন দেখি? অন্যায়াচরণ, শঠতা, ও পৈশাচিক ব্যবহারেই আজ সগর্ব্বে অভাগিনী ভারত বক্ষে, অধর্ম্ম স্রোত বাহিত কচ্চ্যে। অধর্ম্মের নিকট ধর্ম্মের পরাজয় তাহাও সহ্য হচ্চ্যে? আমি আপনার হস্ত ধারণ করিয়া বল্‌চি যদি অপবাদে আপনি পৃথিবীতে অপদার্থ বলিয়া ঘোষিত হয়েন; পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণ হাসে, জ্বলন্ত অক্ষরে এদোষ আপনার পবিত্রাত্মায় অঙ্কিত থাকে; তবুও আপনাকে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবেক। রাজ কুমার! এ অপবাদে আপনার কঠিন প্রাণে ব্যথা লাগ্‌লে তত ক্লেশের কারণ হবে না। কিন্তু তোমার প্রেমানুরাধে যদি কোন স্বর্ণ-পুত্তলী অবলার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া থাকে, তাহারই অধিক কষ্টের কারণ হইবেক। তাহার ভালবাসার যদি এই শেষ পুরস্কার ও আপনার স্নেহের যদি এই স্থানেই যবনিকা পাত হয়, তাহলে আপনি সর্ব্বতোভাবে দোষী। আমি বল্‌চি তা হলে আপনি সর্ব্ব সমক্ষে অপরাধী ও দণ্ডনীয় হইবেন।

কুমার কাতর ও দুঃখিত স্বরে কহিলেন,—

"বৈষ্ণবী! যথেষ্ট হয়েছে, আর না; চল আমি যাই।"

বৈষ্ণবী। আসুন!

বৈষ্ণবীর পশ্চাতে কুমার কারাগার দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া পিছাইয়া আসিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন,—

"বৈষ্ণবী! আমার অতিশয় ভয় হচ্চ্যে, এরূপ তস্কর ভাবে যেতে আমার এত ভয় হচ্চ্যে যে আর যেতে পারি না। আমায় ক্ষমা কর, আমি যাব না। এই তরবারী দ্বারা আমি আপন মুণ্ড আপনি চ্ছেদন করি।

কুমার অলস ভাবে বসিয়া পড়িলেন

বৈ। কুমার! আপনি জানেন্ রাজপুত মহিলা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিতা নহে। দেখুন! আপনিই নিরাপরাধিনী স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার কারণ।" এই বলিয়া বৈষ্ণবী কবরী হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া বলিলেন,—

"যদিও আত্মহত্যা মহাপাপ, তবুও কুণ্ঠিত নহি। নরকই আমার প্রায়শ্চিত্তের উত্তম স্থল।

বৈষ্ণবী বক্ষে ছুরিকা মারিতে উদ্যত হইল।

কুমার। কর কি? কর কি? দয়াময়ী মূর্ত্তি! চল! তোমার জন্য দস্যুর কর্ম্ম করি। আমি তোমার অঞ্চল ধারণ করিয়া যাই।

হস্তস্থিত তরবারী দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—

"যাও! দূর হও! আর বীর চিহ্নে কাজ নাই। প্রভো! জগদীশ! শত্রুর সহিত শঠতাপেক্ষা স্ত্রীহত্যার কারণ হওয়া গুরুতর পাতকের কার্য্য! বৈষ্ণবা! চল! কোথায় যাবে চল।"

কুমার ও বৈষ্ণবী উভয়ে কারাগার হইতে বাহির হইয়া বরাবর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবীর সঙ্কেতানুসারে সহিস ঘোটক লইয়া আসিল। কুমার বৈষ্ণবীকে কহিলেন,—

"আমি ঘোটকে উঠিয়া কোথা যাইব?"

বৈ। যাহার জন্য কারাগার হইতে গুপ্তভাবে আসিলেন, তাহার নিকট যান্।

কুমার। তোমার কি হইবে?

বৈ। আপনি যেখানে যাইতেছেন আমাকে কল্য তথায় পাইবেন। আমার জন্য কোন চিন্তা নাই।

কুমার চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবী ও সহিস রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিল।

সহিস। দেবি! অদ্য আপনার দ্বারা যোধপুরের পুনরুদ্ধার সাধন হইল। এখনও কি পরিচয়ের সময় হয় নাই?

বৈ। মহাশয়! পরিচয়ের জন্য অন্য সময় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দস্যু শঠের প্রতি শঠতা সাধনের অন্য সময় পাওয়া যাইবে না। আপনি কি একক এস্থানে আসিয়াছিলেন; না আপনার সৈন্য সমস্ত সঙ্গে আছে? যদ্যপি আপনার সৈন্য বল অধিক থাকে ও জয় লাভাশা করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে যাইয়া এই অবসরে পুরী আক্রমণ করুন, যবনেরা সকলেই অমনোযোগী আছে ও নবাব পুত্রীর বিবাহোৎসবে মাতিয়াছে।

সহিস। বীরনারি। আমার সমস্ত সৈন্যই সঙ্গে আছে; জয় লাভে স্থির নিশ্চয় জানিবেন। কিন্তু দস্যুভাবে পারি না।

বৈষ্ণবী। জগদীশ্বর আপনার পক্ষ সমর্থন করিবেন; আমি চল্লোম্। আপনি তবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হোন্‌গে; আমার সহিত আর এখানে আপনার সাক্ষাত হইবেক না। প্রার্থনা করি যুদ্ধে জয়ী হইয়া জয়পুর গমন করিবেন, তথায় আমার সহিত সাক্ষাত হইবে।

বৈষ্ণবী ও সহিস উভয়ে উভয় দিকে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এত দিনের পর।

অজিতসিংহ, বৈষ্ণবী ও সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় হইয়া জয়পুরে পৌঁছিয়াছেন। নগরী শূন্য, কোন দিকই দর্শন যোগ্য নহে। যবন বিপ্লবে, রাস্তা, ঘাট, বাড়ী, ঘর সমস্ত ধ্বংস হইয়াছে। সকল স্থানই নীরব শ্মশান সদৃশ। রাজকুমার রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না, 'কে তুমি?' কে জিজ্ঞাসা করিবে? সে প্রহরী, পূর্ব্বতন দৌবারিকগণ কোথায় গিয়াছে তাহার নিশ্চয় নাই। দুর্গের চিহ্নমাত্র আছে, নতুবা সকলই ভস্মসাৎ।

অজিতসিংহ রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে যে, তখন কি ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা তিনিই বলিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। আশ্চর্য্যান্বিত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলেন। সর্ব্ব শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তখন আপনা আপনিই বলিতে লাগিলেন,--

"কি ভয়ানক! প্রশস্ত রাজপুরী যাহা ক্ষণমাত্রও জনতা শূন্য থাকিত না তাহা অদ্য মানব পদপীড়নাভাবে তৃণ গুল্ম সমাচ্ছন্ন। কালের ভীষণ চক্রের কি ভয়াবহ পরিবর্ত্তন?

দুরাত্মা যবন দস্যুগণকে শতধারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেও ইহার প্রতিশোধ হয় না। জগদীশ্বর! মনুষ্য হৃদয়ে এত যন্ত্রণা দেওয়া স্রষ্টার উপযুক্ত কার্য্য নহে। শূন্য পুরী—কেবল স্তূপাকার ভস্মরাশি ও নরকঙ্কাল দেখ্‌চি। কুমারের কর্ণে ক্ষীণ, মৃদু কামিনী কণ্ঠনিঃসৃত করুণ কাতোরোক্তি শব্দ প্রবেশ করিল। কুমার আস্তে আস্তে, কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গেলেন। এক ঘর হইতে অন্য ঘর, অন্য ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতেছেন—সমস্ত দ্বারই অবারিত মুক্ত, যেন বিমর্ষভাবে সকলকে দেখাচ্চ্যে, দেখ দুরাচার পিশাচদের আচরণ দেখ। এই দেখ! রাজপুর নারীগণের স্তূপাকার ভস্মরাশি এখন পবন দেবের ক্রীড়ার বস্তু। আজ ভারত বীরশূন্য। যে কক্ষ হইতে রমণী কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ নির্গত হচ্চিল, কুমার ধীরে ধীরে সেই উন্মুক্ত কক্ষে বাতায়ন পার্শ্বে অলক্ষিত ভাবে দাঁড়াইলেন। তথা হইতে কুমার যে আশ্চর্য্য শোকসন্দীপক ব্যাপার অবলোকন করিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইল। কক্ষ মধ্যে একটি আলুলায়িত কেশা, মলিনা, ক্ষীণা রমণী করে কপোল স্থাপন করিয়া দর দর নয়নে কাঁদিতেছে—সম্মুখে মৃত্তিকা পাত্রে কালকূট বিষ, অচিরাৎ রমণী রত্ন সংহারের নিমিত্ত কুমতির সম্মতির অপেক্ষা করিতেছে। রমণী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা জয়সিংহের কন্যা শৈলবালা। কুমার মনে করিলেন একেবারে যাইয়া ধরি, যদি বিষপান করিয়া ফেলে, আবার ভাবিলেন দেখি কি বলে। উদ্যোগ দেখেই ধরিব। এখন শৈলবালার আর এক মূর্ত্তি। জয়পুর রাজবংশাবশিষ্টা শৈলবালার সে অবয়বের আর কিছুই নাই। যে বদন কমল সতত প্রস্ফুটিত থাকিয়া শান্তিশূন্য

হৃদয়েও প্রীতি দান করিত, এখন সেই কমল শুষ্ক ও নীরস। যে মুখপ্রতিমা দর্শন করিলে সন্তাপদগ্ধ অন্তঃকরণে পরিতোষ জন্মিত এখন সেই মূর্ত্তি সন্তাপিত। যে রূপের উৎস জয়পুর রাজপ্রাঙ্গণ প্রেম তরঙ্গে ভাসাইত, অদ্য তাহা দুঃখ প্রবাহে পরিপূর্ণ। যে মূর্ত্তি আবাল বৃদ্ধ সকলের নিকট আহ্লাদিত থাকিত, চারুমুখের মধুর হাস্যে সকলকে প্রফুল্ল করিত, এখন তাহা চিন্তাকীটে আকুলিত।

"সুখদায়িনী মূর্ত্তি দুঃখদায়িকা রূপে পরিবর্ত্তিতা হইয়াছে। শারদীয়া পূর্ণিমা তিথিতে সুনীল গগনতলে চন্দ্রমা যেমন হাসিতে হাসিতে আপন জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন, ঈষৎ অন্ধকারময় গৃহ হইতে সুন্দরীর মুখজ্যোতিঃ সেইরূপ ভাবে শোভা পাইতেছে। এ সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছা হয়, দেখিলে চক্ষু অলসিত হয় না, আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়, কারণ দর্শনেচ্ছা চরিতার্থ হয় না। মন পুলকিত ও বিমোহিত হয়, কিন্তু মনে তৃপ্তিসুখ জন্মে না, বরং পিপাসার বৃদ্ধি হয়। অপর দিকে, স্নিগ্ধ রূপরাশি দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ও পূর্ব্ব স্মৃতি হেতু শোক উপস্থিত হয়। উন্মুক্তকেশা কামিনী বিগলিতাশ্রু নয়নে আপনি আপনি বলিতে লাগিলেন,—

"আজ্ কি জীবনের শেষ দিন? কৈ যবনেরা ত কেউ আমার নিকটে এলো না! আমাকে বধ কল্লে না! বোধ হয় তারা জান্‌তে পারে নাই যে, আমি এখানে আছি। বীর নারীগণ একে একে সকলেই স্বর্গারোহণ করেছেন। পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, সকলেই পুরী অন্ধকার করে চলে গিয়াছেন; কেবল মাত্র অভাগিনী জন্মদুঃখিনীকেই সঙ্গে করে নে গেলেন না, কেউ ডাক্‌লেন না,—সবাই আমাকে ভুলে ফেলে গ্যালেন। কার কাছে রেখে গ্যালেন? আমিই বা এখনও কার জন্য জীবিত

আছি? যদি তাঁর জন্য হয়, তবে কি আমার মত তাঁরও কষ্ট? তাঁরও কি প্রাণ কাঁদ্‌চে? আমার চাইতেও কি তাঁর কষ্ট অধিক? হতে পারে। আমার জন্যই তিনি বন্দী। তাইতেই এখনও আছি। এখন যাব না—তাঁকে না দেখে যাব না। আমি যাঁর চিরসঙ্গিনী, তাঁর সঙ্গে যাব? তাঁর সাক্ষাতে মর্‌বো? হায়! অদৃষ্টে এরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি কুমারের প্রতি আমার এত অনুরাগ জন্মিয়াছিল? চম্পকের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া রসের আশায় আশ্রয় করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারি মধ্যে যে বিষ ছিল তাহা কে জানিত? লজ্জা, ভয়, কুলে জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহার শরণাপন্ন হইলাম, নির্দ্দয় যবন! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি, আমার সে আশ্রয়ে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত করিলি! জীবিতেশ্বর! অনাথিনীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে? নাথ! দিন যে যায় না? এক দিন যুগসহস্রের ন্যায় বোধ হইতেছে। এখন আমায় কে দয়া করে—কেই বা আছে? জগদীশ্বর! এই কি তোমার উপযুক্ত বিচার? জীবন আর কোন্ সুখে এখনও দেহে আছ? প্রাণ! তুই ত সকল অনর্থের মূল। এখন কেন বাহির হ না। দিনমণি নির্দ্দয় হইয়া অভাগিনীর শোকাতুর জীবন অন্ধকারে ফেলিয়া গেলেন, রজনী তারাদল সঙ্গে গগন প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দিনমণির সঙ্গে সঙ্গেই ত সেদিন আমার নয়নের মণি অস্তমিত হইয়াছিল। তিন দিন পর্য্যন্ত ঘরে স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিতেছে, কেন জ্বলে? আমি জ্বলিতেছি দেখিয়া। কিন্তু আমি যে সব অন্ধকারময় দেখিতেছি!—ও ত বেশ্ হাসিতেছে! পুরীর সকল ঘরেরই আলো নিবিয়া গিয়াছে, কেবল আমার ঘরেই আলো জ্বলিতেছে। কেন? তা হবে না। নেব্ হতভাগিনী! (হস্ত দ্বারা দীপ নির্ব্বাণ করণ) দীপ! রাগ করিও না। আমিও

তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিবিতেছি। নবমীর নিশা শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। মালতীকে না দেখিয়া মরিব না; সে আসুক একত্রে মরিব। যতদিন না আসে এই খানেই পড়ে থাকবো। আমি ইচ্ছা কল্লেই মত্তে পারি। যদি যবনেরা আমায় মাত্তে আসে? না—আমায় ছুঁতে পারবে না। ছোঁবার আগেই মরে যাবো। এমন তীক্ষ্ণধার তরবারী রাজপুত মহিলার হস্তের ভূষণ থাকতে কার সাধ্য অঙ্গস্পর্শ করে? যদিও এই স্থানেই জীবনের শেষ গর্ভাঙ্ক বলিয়া বোধ হচ্চে তবুও দেখি, আশার প্রশ্রয় কত দূর। সকলই ত গেল আমিও যাচ্চি। কিন্তু আর যে থাকতে পারি না? মনে ভেবে ছিলেম্ মালতী এলে যাবো এখন দেখচি আমি সকলেরই পরিত্যক্তা, আর আমার কেহই নাই, রাজবংশের অবশিষ্টা হতভাগিনী একাকিনী থাকবার প্রয়োজন কি? যেখানে মাতাপিতা আত্মীয়বর্গ সকলেই গ্যাছেন, আমিও সেই-খানে যাই। তাঁদের কাছে গে জীবন জুড়াই। বিষ! তোমার অপর একটি নাম অমৃত। এখন তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার বন্ধু। এস তোমায় আলিঙ্গন করি। মালতি! মনের আশা ত মিশিয়া গ্যাছে; নির্ব্বাপিত দীপশিখার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের শেষ কল্লেম্। আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না।”

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বাষ্পনেত্রে ও ভগ্নস্বরে কহিলেন,—

“রাজকুমার! এই হতভাগিনীর জন্যই তোমার এ অবস্থা। কিন্তু আমি অবলা কিছুই জানি না। আমার অপরাধ লইও না। ইচ্ছা ছিল, আর একবার তোমার মুখকমল দেখে প্রাণ শীতল করে যাব, কিন্তু তা হলো না। নাথ! এ জন্মের এই শেষ সীমা ও এই পর্য্যন্তই আশার শান্তি। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, যেন আর জন্মে তোমার দেখা পাই। তরবারি! তুমি

বীরেন্দ্রের হস্ত ভূষণ। তজ্জন্যই নিঃসহায়া সরলা বালার সতীত্ব রক্ষা করেছ। এখন শীঘ্রই বিনাশ কর, আর না। কালকূট! তুমি অসহায়ার সহায়; অবলার যথেষ্ট হয়েছে,—আর কেন? এস তোমায় আদরে সেবন করে সুখী হই।"

শৈলবালা বিষপাত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সজল নয়নে কহিলেন,—

"মালতি! চল্লেম্। তোর সঙ্গে আর দেখা হলো না। অজিত! নাথ! হৃদয়েশ্বর! মনের কথা মনেই রইল, এ জন্মে কেউ জান্‌লে না। জীবিতেশ্বর! তোমার সকল অনিষ্টের মূল হতভাগিনী আজ্ জন্মের মত চলিল। আর পৃথিবীতে থাকিয়া তোমার কলঙ্ক রটাইব না। হৃদয়ের রুদ্ধাগ্নি হৃদয়েই রহিল। মালতি! তোমার অধিক আদরের ধন শৈল জন্মের মত যাইতেছে; যদি মায়া থাকে আর তুমি থাক, তবে একবার দেখে যাও। (ঊর্দ্ধ নেত্রে) দেবগণ! তোমরা পক্ষপাতী, আর তোমাদের ডাকিব না। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী তোমাদের আর দেখিতে পাইব না, সকলকে ছাড়িয়া চলিলাম। অজিত সিংহ! তোমার দাসীর কোন অপরাধ লইও না।"

বিষ লইয়া পান করিবার জন্য শৈল মুখের নিকট বিষপাত্র তুলিলেন। অমনি পশ্চাৎ দিক্ হইতে অজিত সিংহ সহসা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—

"অবিশ্বাসিনি! কি বলিয়া অগ্রে যাচ্চিস্! শৈল! আমায় দুঃখের সাগর মন্থন করিতে রাখিয়া যাইতেছ?"

শৈলবালা পশ্চাৎ ফিরিলেন,—দেখিলেন কুমার! শৈল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন; বিষপাত্র ভূমে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

কুমার চিত্রপুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। শোকে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রায় ক্রন্দনস্বরে কহিতে লাগিলেন,—

"যে অসীম ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী হইয়া অনায়াস লভ্য নানাবিধ সুখ সেব্য দ্রব্যজাত উপভোগ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতেছিল, যে জন্মাবধি কখন দুঃখের আকৃতি দেখে নাই, সেই এক্ষণে এই জনক জননী, গৃহ পরিবার শূন্য পুরীর মধ্যে শোক দুঃখে অবসন্ন হইয়া ধূলায় পড়িয়া আছে। অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়া, কোমলাঙ্গী কামিনী সঙ্গে পরমসুখে যামিনী যাপন করিয়া এখন এই অনাবৃত অপরিষ্কার স্থানে ভূশয্যায় শৃগালীগণ বেষ্টিত হইয়া অতিকষ্টে রাত্রি প্রভাত করিতেছে।"

কুমার এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে শ্বেতবসনাবৃতা একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটি অতি ব্যস্তে শৈলের নিকট যাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার শুশ্রূষা করিল। কুমার নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমণী বার বার 'শৈল' বলিয়া ডাকায় শৈলবালা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন ও হঠাৎ মালতীর অভাবনীয় আগমনে আহ্লাদে "মালতী এসেছ?" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রমণীকে হস্তদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। রমণী ও শৈলবালা উভয়ে ক্ষণকাল ক্রন্দন করিলেন।

কুমার মালতীকে চিনিতে পারিলেন না। মালতীর বৈষ্ণবীর বেশ থাকিলে অবশ্যই চিনিতে পারিতেন। মালতী ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"শৈল আর ক্রন্দন করিওনা, অধিক অসুস্থা হইবে। এক-

বার সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া, দেখ দেখি, এঁকে চিনিতে পার?"

শৈল রাজকুমারের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন! রাজকুমারের চক্ষে জলধারা দেখা গেল কিন্তু তাহা আনন্দে কি দুঃখে বুঝিতে পারা গেল না। উদয় অচলে ভানুর উদয়ে যেমন মধ্যস্থ শিশির বিন্দু সকল শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ কুমারের অশ্রু-বিন্দু সকল শুষ্ক হইয়া গেল। এ মলিন বদন দেখিয়া কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হইবে? শরদের শশী রাহু গ্রাসে দেখিলে কাহার না প্রাণ কাঁদে? শৈলবালাকে কথঞ্চিত সুস্থ দেখিয়া মালতী কুমারকে আস্তে আস্তে কহিলেন,—

"এখন শয্যায় শয়ন করান উচিত। শৈল রোগগ্রস্ত রোগিনী নহেন, বিরহ কাতরা অবলা। অধিক দিন অনাহারী, কিঞ্চিৎ আহার ও আপনার শুশ্রূষা আবশ্যকীয়, তাহা হইলেই শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবেন।"

কুমার ও মালতী উভয়ে শৈলকে খট্টায় শয়ন করাইলেন। মালতী খট্টার একপার্শ্বে বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কুমার নলিনী কাননে মরালের ন্যায় আনন্দ-ময়ী কালিন্দীর চারুকূলে রাধা প্রেমডোরে বাঁধা রাধানাথের ন্যায় সতৃষ্ণ হইয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন ও ধীরে ধীরে মালতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কত দিন হইতে রাজকুমারীর এ অবস্থা? যবন হস্তে কিরূপে ইনি পরিত্রাণ পাইয়াছেন? তুমি বলিতে পার বোধ হয়।"

মালতী মৃদুমন্দস্বরে উত্তর করিলেন,—

"আমি আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়াছি।"

কুমার। কোথা হইতে আসিলে।

মালতী। দিল্লি হইতে।

কুমার। দিল্লী হইতে? তুমি কি যবন কন্যা?

মালতী। যবন কারাগারের দাসী বটে! রাজপুত কন্যা।

কুমার। বৈষ্ণবী! অপরাধ গ্রহণ করিও না। আমি তোমার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। এখন তোমার বৈষ্ণবী পরিচয়ের অর্থ কি বুঝাইয়া দিয়া আমাকে যথার্থ পরিচয়ে সন্তুষ্ট কর।"

মালতী। পরিচয়ের সময় এখনও হয় নি। এখন এই মাত্র জানিয়া পরিতৃপ্ত হউন—রাজকুমারীর দাসী মালতী—আপনার সকল কষ্টের মূল। অভিনেত্রী হতভাগিনীর জন্যই কুমার সোমনাথ মন্দিরে যবন কর্ত্তৃক বন্দী।

মালতী খট্টা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও কুমারকে আবার কহিলেন,—

"রাজকুমার! সাগরের তরঙ্গনিকর ভীষণ নিনাদে শিলাময় রোধঃ সংহার করিতে যায় বটে কিন্তু যতক্ষণ পুনরায় আসিয়া সাগরে না মিশায় ততক্ষণ সুন্দর দেখায় না। আমরা তরঙ্গ নিকর মাত্র, যে সাগরবক্ষে ক্রীড়া করিতেছিলাম তাহার প্রবাহ এখন অন্য দিগভিগামী হইয়াছে! আমরা কেমন করিয়া শিলাবক্ষে থাকিব? যদিও প্রিয় জনকে রোগে গ্রাস করিলে প্রণয়ী আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে নীরোগ করিতে পারেনা তথাচ দেখুন ফণিসহ বিষ চিরবাসী। হীমানিতে পত্রহীন তরুর ন্যায় প্রভাবহীন হয়ে না থেকে আত্মীয়ধামে গমন করাই শ্রেয়ঃ। রাজকুমার! আমি অতিশয় পাপিষ্ঠা, আমার জন্য পৃথিবীতে দুঃখ করিতে কেহই নাই, আমি সানন্দচিত্তে অমূল্যরত্ন আশ্রয় করিব। কেবল একমাত্র পিতার মায়া কাটানই আমার দুঃসাধ্য। যদি পিতার

সাক্ষাৎ পাই, তবে আর আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, নতুবা পুনরায় আসিতেছি, আপনাকে প্রণাম হই। ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা এই শৈলর সুখেই আপনি সুখী হউন।”

মালতী চলিয়া গেলেন। কুমার নীরবে খট্টায় বসিলেন।

সুধাময় চন্দ্রকিরণ ধরাতল ধৌত করিতেছে। পুষ্করিণীর গভীর নীল জল রাশি স্থিরভাবে রহিয়াছে, কখনও বা ঈষৎ মৃদু হিল্লোলে ক্ষুদ্র উর্ম্মিসঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। কদাচিৎ দুই একটি মৎস্য উলম্ফন করিতেছে। তীরস্থ বৃক্ষসকল নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে; দুই একটি স্বচ্ছসলিলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। অনন্ত নৈশ গগনে দুই এক খানি মেঘ ক্ষণে ক্ষণে চন্দ্রমণ্ডল আবৃত করিয়া সুহাসিনী প্রকৃতি সুন্দরীকে গম্ভীর করিতেছে। সর্ব্বত্র জীব-কুল নিস্তব্ধ—সর্ব্বসন্তাপ নাশিনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে নিদ্রিত। মালতী কুমারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজোদ্যানস্থ মনোহর স্বচ্ছ দির্ঘীকার ধারে ধারে জলশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে জয়পুর প্রান্তস্থ শশ্মানাভিমুখে চলিলেন। মালতী তাঁহার পিতার সঙ্গে জন্মের মত বিদায় লইতে, কিম্বা তাঁহার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে যখন মালতী দিল্লী হইতে পলাইয়া আইসেন, পথিমধ্যে তিনি তাঁহার পিতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে জয়পুরের বিবরণ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “পিতঃ! আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা নাই, একবার শৈলকে দেখিয়া, অজিতসিংহের হস্তে দিয়া, প্রাণত্যাগ করিব ও স্বর্গীয় রাজপুত নারীগণের অনুগামিনী হইব। কেবল মাত্র আপনার নিকট চিরদুঃখিনী কন্যার এই প্রার্থনা যে মৃত্যুকালে আমার স্বামীকে দেখিব—তিনি কে?”

পাঠক মহাশয়; মালতী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অসময়ের

আশ্রয় দাতা সেই সন্ন্যাসীর কন্যা। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত থাকিলেই উত্তম হইত কিন্তু একটু কৌতূহল ভঙ্গ করণার্থে আপনাদিগের নিকট তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম।

সম্রাট আকবরের অত্যাচারে মৃত যোধপুরাধিপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহের রাজ্যের অধিকাংশ ধ্বংস হয়। অনেক পরাক্রমশালী ধনাঢ্য রাজগণ তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সাহায্য করেন নাই। তৎকালীন রাজপুতানা নিবাসী একজন প্রকৃত যোদ্ধা সাহসী বীরপুরুষ দুর্গাদাস রাও জয়পুর রাজা জয়সিংহের সাহায্যে, মোগল সম্রাটের সহিত অনেক বিবাদ বিসম্বাদ করেন। সম্রাটের অনুচর তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করে। যদিও তাঁহার সেনা বল অধিক ছিল না তথাচ নিজের অপরিমিত সাহস ও বুদ্ধি প্রখরতাগুণে মোগল রাজ্যের অনেক বিশৃঙ্খলতা ঘটাইয়া দিয়াছিলেন ; এমন কি জয়সিংহ অন্যান্য রাজগণের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার বীর্য্যভাবের পরিচয় ইতিহাসে নিবিষ্ট করিয়া যাইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। মোগল সম্রাট নানাবিধ বিদ্রোহ দমিত করিয়া অবশেষে এই সন্ধি করেন যে, যশোবন্তের পুত্র অজিতসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দুর্গাদাস রাও যে সকল অত্যাচার করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া গেল ; যে প্রকারে হউক তাহাকে ধৃত করিয়া বিনষ্ট কর। এই সন্ন্যাসীই সেই দুর্গাদাস রাও। ইঁহার সম্বন্ধে এই নিদারুণ ঘোষণা ঘোষিত হইলে ইনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া, এক মাত্র সম্বল দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা বিদ্যুল্লতাকে লইয়া বনবাসী হয়েন। বিদ্যুল্লতার মাতা কন্যার সপ্তম বর্ষ বয়সের সময় অকালে গ্রহণীরোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। দুর্গাদাসের সহিত অন্য কেহই ছিলনা, কেবলমাত্র কুমার

সিংহ নামে এক শিষ্য ছিল, তাহাকে দুর্গাদাস অস্ত্রশিক্ষা করাইতেন। শিষ্যের বয়ঃক্রম এগার বৎসর। মালতী নাম পরিচয়ে কন্যাকে জয় সিংহের গৃহে রাখিয়া একাল পর্য্যন্ত দুর্গাদাস সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আছেন। বিদ্যুল্লতার জননীর মৃত্যু হইলে দুর্গাদাস স্বেচ্ছায় তাঁহার শিষ্য কুমার সিংহের সহিত বিদ্যুল্লতার বিবাহ দিয়াছিলেন; দুর্গাদাসই শিষ্যের পরিচয় জানিতেন। দুর্গাদাস বনবাসী হইবার সময় শিষ্যকে যোধপুরে এক ব্রাহ্মণের নিকট রাখিয়া যান, তিনিও তাঁহাকে যত্নে রাখিয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতেন।' সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে জয় সিংহের নিকট আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া যাইতেন। তিনিই এক দিবস মালতীকে দেখিতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, 'মা! তোমার স্বামী আছেন, তুমি অনন্যমনে তাঁহাকে ভাবনা করিও, অন্যমনা হইও না। সংসারের প্রলোভন হইতে বিশেষ দূরে দণ্ডায়মানা থাকিও। তোমার স্বামী কে এখন জানিতে পারিবে না, পরে দেখিতে পাইবে।' তজ্জন্যই মালতী সন্ন্যাসীকে অপর দিন কহিয়াছিলেন, 'আমার স্বামীকে আমি একবার দেখিব।' তাহাতেই তাঁহার পিতা বলিয়া দিয়াছিলেন, 'পরশ্ব রাত্রে যে কোন সময়ে শ্মশানে আমার নিকট যাইও, দেখাইব।' সেই জন্য মালতী বরাবর দীর্ঘিকার ধারে যাইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন।

সুধাময় চন্দ্র কিরণ নদী সৈকত ধৌত করিতেছে, বাষ্পশীকরবর্ষী মৃদু মন্দ বায়ুহিল্লোল শ্মশান পতাকা কম্পিত করিয়া চিতা ভস্মরাশি আকুল করত মধুর শব্দে বহিতেছে। নদী সৈকতের প্রান্তভাগ, অনন্ত সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। চন্দ্ররশ্মি সমুজ্জ্বলিত বালুকারাশি অনন্ত তরঙ্গান্দোলিত রৌপ্যময় সাগরবৎ বোধ হইতেছে। স্থানে স্থানে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড চতুর্দ্দিকে

বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে দগ্ধ অৰ্দ্ধদগ্ধ বংশখণ্ড ও দুই একটি কদলী বৃক্ষ পড়িয়া রহিয়াছে, পেচক কুল তদুপরি উপবেশন করিয়া কর্কশস্বরে চীৎকার করিতেছে; স্থানে স্থানে ভগ্ন খট্টা পড়িয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে সচ্ছিদ্র, অচ্ছিদ্র, ভগ্ন, অৰ্দ্ধভগ্ন, তিল সর্ষপবৃক্ষ বেষ্টিত মৃত কলস পড়িয়া রহিয়াছে। নৈশসমীরণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া হুঁ। হুঁ। শব্দ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী মৃত তুলসী বৃক্ষ মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছে। নিকটে কোন ভাগ্যবতী রমণীর পুণ্য পরাকাষ্ঠার চিহ্নস্বরূপ ধান্য, সিন্দুর, শংঙ্খ রহিয়াছে। অদূরাগত শৃগালে কুক্কুরগণের বিবাদ মূলক চীৎকার এরূপ শ্রুতি কর্কশ নিনাদে শ্রুত হইতেছে যে, তাহা প্রায় সকল অবস্থাতেই ভীতি সমুৎপাদন করিতে পারে। বহুতর বিকট দশন, অদ্ভুত বদন, মাংস বিগলিত, শৃগাল ভক্ষিত, ক্লেদ নিঃসারিত, কীট পরিপূর্ণ অভাগাগণের দেহ দীর্ঘাকারে লম্বিত ভাবে, কোনটা বা বক্রভাবে পড়িয়া আছে। দুই একটির চক্ষু বিগলিত কোনটির বা মাংস বহির্গত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত দৃশ্যই ভয়ঙ্কর ও শোচনীয়। অদূরে নৈশ গগনপূর্ণকারী হৃদয়ভেদী হরি ধ্বনি করিয়া কোন অভাগাকে পৃথিবী হইতে নিক্রান্ত করিতেছে।

মালতী অসন্দিগ্ধ চিত্তে, নির্ভয়ে অনায়াস পদ বিক্ষেপে চলিয়া যাইতেছেন। এ ভয়ঙ্কর স্থানে নিশীথ সময়ে মালতী কেন যাইতেছেন? সুখ, ঐশ্বর্য্য, পদ, মান, ইহাদের পরিণাম দেখিতে? বা নিজের ভাবী শয়ন স্থান দেখিতে আসিয়াছেন? একবার চক্ষু মুদিত করিয়া আপন অবস্থা ভাবিতে যাইতেছেন? না ভূত পূর্ব্ব দুষ্কর্ম্ম সকল শ্মশানে যাইয়া স্মরণ করিবেন বলিয়া যাইতেছেন?

মালতী আজ মৃত্যুই স্থির সংকল্প করিয়াছেন, কিন্তু তিনি

আজন্মকাল পর্য্যন্ত পতি কাহাকে বলে দেখেন নাই। অদ্য তাঁহার স্বামী দর্শন ইচ্ছা একান্ত বলবতী হইয়াছে। অদূরে চন্দ্রের কিরণোজ্জ্বল নদী সৈকতে রক্ত শূন্য বীভৎস বিকটাকার শবোপরি উপবেশন করিয়া এক দীর্ঘাকার আজানুলম্বিত বাহু গৌরবর্ণ যোগী মুদিত নয়নে ইষ্ট দেবীর ধ্যান করিয়া শব সাধন করিতেছেন। মালতী বরাবর সেই স্থানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যোগী স্বর্গীয় সুধা পানে মত্ত হইয়া জ্ঞান নেত্রে দেখিতেছেন, শ্মশান কি আনন্দময়, মধুর স্থান! যোগীবর মালতীর আগমন জানিতে পারিলেন না।

মালতী ধীরে ধীরে যোগীর শবাসনের পশ্চাদভাগে উপবেশন করিলেন। অধিক পথ অতিবাহিত করিয়া আসিতে ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছেন। বসনাঞ্চলাগ্রভাগ সঞ্চালন দ্বারা সুস্থ হইতে লাগিলেন। ক্ষণবিলম্বেই সন্ন্যাসীর যোগ ভঙ্গ হইল। সন্ন্যাসী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া পশ্চাদ্দিকে অবলোকন করিয়া কহিলেন,—

"কে তুমি?"

মালতী কহিলেন,—

"আপনার অভাগা কন্যা।"

সন্ন্যাসী। এরাত্রে কেন একাকিনী আসিয়াছ? যাও আমি যাচ্চি।

যে আজ্ঞা বলিয়া মালতী চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসীও মালতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

এদিকে রাজকুমার সেইরূপ ভাবেই শৈলবালার পার্শ্বদেশে বসিয়া ভাবিতেছেন। শৈল নিদ্রাভিভূতা আছেন।

সন্ন্যাসী ও মালতী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার সন্ন্যাসীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও অভিবাদন করিলেন।

সন্ন্যাসী। শিবশম্ভো! যাঁহার ইচ্ছা ক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয়; যিনি অনাদি অনন্ত তাঁহার কি এই রীতি?

কুমার। পাপপূর্ণা জগতের অদৃষ্টে জগৎপাতার এখন এই ব্যবস্থা দেখিতেছি—কিন্তু নির্ব্বিরোধী উ!—

সন্ন্যাসী। বৎস! এ বিষয় মনে আন্দোলন করিয়া শোকার্ত্ত হওয়া অকর্ত্তব্য। ভীম প্রভঞ্জনের ভীষণ নিশ্বাসে তরুকুল অবশ্যই ভগ্ন হইয়া থাকে। সংসার চক্রের আবর্ত্তনে এরূপ পরিবর্ত্তন সচরাচরই দৃষ্ট হয়।

মালতী সন্ন্যাসীর মুখ প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

"পিতঃ! আমার প্রার্থনা কি বিস্মৃত হইয়াছেন?"

সন্ন্যাসীর চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পপূরিত হইল। গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"বৎসে! তুমি আশৈশব আপন রত্নে বঞ্চিত আছ; স্বীকার করি তাহা আমারই জন্য। আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, অদ্য তোমার স্বামীকে তোমার সহিত পরিচিত করাইব ও তাঁহাকে দেখাইব। কিন্তু কি করিব, ধাতার নিয়ম শৃঙ্খলে পার্থিব ঘটনা সকলের সংঘটন হয়; কোন অভাবনীয় ঘটনায় তুমি তাঁহাকে ইহজন্মে আর দেখিতে পাইবে না। এখন সে সুখ আশাকে স্বপ্ন মনে কর। প্রাণপুত্তলি! কুমার অজিত সিংহের সেনাপতি অবন্তীকুমার তোমার স্বামী। দিল্লিতে আমার আশ্রমে কালিমন্দিরে তিনি ছিলেন, তোমার সহিত বনমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; তোমারই উপদেশানুযায়ী তিনি অশ্বরক্ষক বেশ ধারণ করিয়া যবন কারাগার গৃহের পার্শ্বে ছিলেন।"

মালতী সিহরিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—

"আমি দিল্লী হইতে আসিবার সময় তাঁহাকে বলিয়া

আসিয়াছিলাম দিল্লীতে কার্য্যসিদ্ধ হইলেই বেদকণ্ঠ শ্মশানে জয়পুরে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; এবং তজ্জন্যই তোমাকে বলিয়াছিলাম, তোমার স্বামীকে দেখাইব। কিন্তু দিল্লীতে যবন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি একাকী পলাইয়া আসিয়া আমার শ্মশানে গিয়াছিলেন এবং না জানিয়া আমার ধ্যানভঙ্গ করিয়াছিলেন—"

মালতী। তবে কি তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবনা?

সন্ন্যাসী অধোবদনে রহিলেন। চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া মালতীর দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—

"বিদ্যুৎ! স্তিমিত লোচনে কি দেখিতেছ?—আমিই তার জীবনহন্তা।"

মালতীর গভীর শোক সাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে হস্ত প্রসারণ করিয়া কবরী মধ্য হইতে শানিত ছুরিকা বাহির করতঃ কটী বসন মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন ও পিতৃদেব চরণে নত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"বাবা? পিতৃচরণেই অভাগিনীর স্বামী শোক নির্ব্বাণ হউক।"

এই বলিয়া শাণিত লৌহাস্ত্র হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। অনর্গল রক্তস্রাব হইতে লাগিল। মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে কেবল এই মাত্র কথাটী চীৎকার শব্দে শ্রুত হইল, "শৈল"।

মালতীর হৃদয়ের শেষ আর্ত্তনাদে শৈলবালা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া সম্মুখে ভয়ঙ্কর রক্ত প্রবাহ দেখিলেন ও শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া মালতীর বক্ষে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—

"মালতী এই এলি এখনই গেলি—সকলেই আমাকে দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে রাখিয়া গেলি।"

এদিকে এই সকল ব্যাপার দর্শনে সন্ন্যাসী আর থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন,—

"ওঃ! এ সকল লোমহর্ষণ দৃশ্য দর্শনীয় নহে; আর সহ্য হয় না। বনের সন্ন্যাসী বনে যাই।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

রাজকুমার চকিত নেত্রে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও নিতান্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন,—

"উঃ! হেমবর্ণ কালিমাময়; বিকাসোন্মুখ নব কুসুমের এই পরিণাম! ইষ্টদেব! যে পাষাণ হৃদয় পুরুষ জননী স্বরূপা জন্মভূমির রক্ষা করিতে পারে না, তাহারও বনের বনচারী হইয়া পশুর সঙ্গে খেলা করা উচিত।"

উন্মাদের ন্যায় ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া পুনরায় চীৎকারস্বরে বলিলেন,—

"আমিও যাই! দাঁড়াও সন্ন্যাসী, দাঁড়াও। হতভাগা তোমার সঙ্গে গেলে অপবিত্র হইবেনা, দাঁড়াও।"

বলিতে বলিতে দৌড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অজিতসিংহ সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলেন।

শৈলবালা মালতীর মৃতদেহোপরি অজ্ঞানাবস্থায় "একাকিনী" পড়িয়া রহিলেন।

ইতি সমাপ্তম্।

EKAKINI.

(*A HISTORICAL ROMANCE.*)

BY

KUNJA BEHARY BANERJEE.

The talent of success is nothing more than doing what you can do well, without a thought of fame.—*Henry W. Longfellow.*

একাকিনী।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শ্রীকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

CALCUTTA:

H. M. MOOKERJHA & CO.

1880.

মূল্য ১৲ এক টাকা। *Price 1 One Rupee.*

Printed by Gopal Chandra Dey,
14, Goa Bagan Street, Calcutta.

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ সেন।

সৈদাবাদ, বহরমপুর।

স্নেহনিকেতন!

আপনার অপরিসীম দয়া ও স্নেহের গুণেই আমার আদরের "একাকিনী" পাঠকবর্গের নিকট পরিচিত হইতেছে। সুহৃদ্বর! সকলের রুচি ও অনুরাগ সমসূত্রাবদ্ধ নহে; কিন্তু আমি হৃদয়ের সঙ্গে জানি, দরিদ্রের হস্ত নিঃসৃত "একাকিনী" জনসমাজে আদরণীয়া হউক বা না হউক, আপনার অকৃত্রিম স্নেহের পাত্রী হইবেই হইবে। সেই ভরসায়, আহ্লাদ সহকারে, আপনার হস্তে "একাকিনীকে" সমর্পণ করিলাম—বোধ করি ঘৃণা করিবেন না। ইতি

আপনারই

শ্রীকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষ্ণনগর—নূতন সড়ক।